উৎসর্গ পত্র।

প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতার চিহ্ন

স্বরূপ এই সামান্য গ্রন্থ খানি

পরম স্নেহ শীল

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাদাস গুহের করকমলে

উৎসর্গ করিলাম।

বুদ্ধদেব-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

জন্ম কথা।

নেপালের দক্ষিণ ভাগে বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের সন্নিকটে কপিলবস্তু নামে এক নগর ছিল।* একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী হিমগিরির পদ-প্রান্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক নগরের পাদদেশ বিধৌত করিয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে বহিয়া যাইত। এই নদীর প্রাচীন নাম রোহিণী, এক্ষণে কোহানা নামে প্রসিদ্ধ। কপিলবস্তু একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় রাজ্যের রাজধানী। ইহার উত্তরে হিমগিরির বিশাল শৃঙ্গ অভ্রভেদ করিয়া অনন্ত আকাশে মিশিয়া গিয়াছে; শাক্যসিংহ জাতি এই ভূভাগে বসতি করিয়া পার্ব্বতীয় সুখ ও দুঃখ লইয়া পার্ব্বতীয় জীবন যাপন করিত। পশ্চিমে পঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত আর্য্যঋষিগণের পবিত্র কীর্ত্তিক্ষেত্র এবং মগধের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কোশল রাজ্য গৌরবে স্ফীত হইয়া ছিল। পূর্ব্বে ভূমণ্ডল বিখ্যাত মগধ রাজ্য ক্রমশঃ গৌরবের প্রথম সূত্রপাত করিতেছিল। এইরূপে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া

* কপিলবস্তুর বর্ত্তমান নাম "নগর খাস"।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় শাক্যকুল কপিলবস্তু রাজ্যে বাস করিত।* শাক্যগণ হলচালন ও পশুপালন করিয়া আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং কখনও সমরপ্রিয় পার্ব্বত্য জাতি, কখনও বা সমীপবর্ত্তী প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত ঘোরতর আহবে নিযুক্ত থাকিত।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাক্যকুলে শুদ্ধোদন নামক নরপতি রাজত্ব করিতেন। শুদ্ধোদন পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে শাক্যকুল ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; সুখ ও শান্তি, প্রেম ও পুণ্য দেশের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছিল। প্রজার কল্যাণের জন্য শুদ্ধোদন দিবানিশি ব্যস্ত থাকিতেন, দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার, দুঃখীর প্রতি নিগ্রহ তাঁহার পুণ্যরাজ্যে স্থান পাইত না। ধনী ও দরিদ্র, জ্ঞানী ও মূর্খ তাঁহার রাজ্যে পরম সুখে কাল যাপন করিত।

কপিলবস্তু নগরের পর পারে কলি নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। দেবদহ নগর এই রাজ্যের রাজধানী। শুদ্ধোদন কলি অধিপতি অঞ্জন রাজের মহামায়া ও প্রজাবতী নাম্নী দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। প্রজা-

---

* কথিত আছে ইক্ষ্বাকু বংশীয় কোন ব্যক্তি পিতৃশাপগ্রস্ত হইয়া গৌতম বংশীয় কপিল মুনির আশ্রমে শাক বৃক্ষে লুক্কায়িত হইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহাতেই ঐ কুল শাক্য ও গৌতম এই উভয় নামে বিখ্যাত হয়।

যষ্ঠীর দ্বিতীয় নাম গৌতমী। মহামায়া রূপে গুণে অতুল-নীয়া। তিনি স্বামীর প্রিয়কারিণী, দাস দাসীর প্রতি প্রিয়ভাষিণী, পুরজনের আনন্দদায়িনী ছিলেন। তিনি যে সংসারের গৃহলক্ষ্মী সেখানে বিবাদ কলহ, হিংসা দ্বেষ প্রবেশ করিতে পারিত না। বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি, সত্যবাদিনী, মধুর ভাষিণী মহামায়া আনন্দের উৎস, স্নেহের নির্ঝরিণী, করুণার প্রস্রবণ ছিলেন। তিনি দুঃখীর আশ্রয়, অসহায়ের সহায়, তাপিত জনের সন্তাপহারিণী ছিলেন।

মহারাজা শুদ্ধোদন সর্ব্বদা দুঃখ সাগরে নিমগ্ন থাকি-তেন। তাঁহার কিসের অভাব ছিল? ধনাগার রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ; আত্মীয় স্বজন, দাস দাসী, হস্তী অশ্বে রাজ-ভবন আনন্দবাজার; শারীরিক বল ও দৈহিক সৌন্দর্য্যে তিনি অদ্বিতীয়। মহারাজা শুদ্ধোদনের কিসের অভাব ছিল? জীবনের চির-সহচরী মহামায়া প্রাণের আরাম-দায়িনী, রূপে গুণে মনোহারিণী, সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। মহারাজা শুদ্ধোদনের কিসের দুঃখ ছিল? রাজ্য মধ্যে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা, বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা, প্রজাবৃন্দের গৃহে আনন্দোৎসব। রাজ্যের অভ্যন্তরে অসন্তোষ নাই, রাজ্যের বহির্দ্দেশে শত্রু নাই। মহারাজার অনুতাপের কি কোন কারণ ছিল? জ্ঞাতসারে কাহারও কোন অপকার করেন নাই, অসত্য ও অন্যায় কার্য্যে কখনও রত হন নাই, পাপে হৃদয় মন কলঙ্কিত করেন নাই। তবে কেন রাজা সর্ব্বদা বিমনা, তবে কেন

রাজার মুখে গম্ভীর কালিমা সঞ্চার হবে কেন রাজপুরীর
আনন্দ কোলাহল মধ্যেও বিষাদের কৃষ্ণচ্ছায়া। মহারাজা
দুই বিবাহ করিয়াছেন, উভয়েই সন্তান বিহীনা। মহারাজের
বয়ঃক্রম চতুশ্চত্বারিংশ বৎসর অতীত হইয়া আসিল, তথাপি
পুত্র মুখ সন্দর্শন হইল না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহা
রাজার মন গম্ভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। পুত্র
ভিন্ন পুন্নাম নরক হইতে কে উদ্ধার করিবে, এই
ভাবিয়া দিন দিন অবসন্ন শরীর হইতে লাগিলেন। কিন্তু
যাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন যে পুত্র মুখ
দর্শন হয় না, সে বিষয়ে আর দুঃখ করিয়া ফল কি?
রাজা ও রাজ্ঞী শাক্যরাজকুল এবার হইতে নির্মূল হইল
এই ভাবিয়া শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

কপিলবস্তু নগরে দক্ষিণায়নোৎসবের মহাঘটা উপস্থিত।
শাক্যগণ বিষয় কার্য্য হইতে বিরত হইয়া উৎসবে উন্মত্ত
হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে রমণীয় কুসুমের রমণীয়
তোরণ, সুরম্য ফলের সুরম্য কুঞ্জ, রাজপথের উভয় পার্শ্বে
পুষ্প মালিকা, প্রতি গৃহ কুসুম আচ্ছাদিত, গৃহে গৃহে পুষ্প
শয্যা, নরনারী কুসুম ভূষণে সুশোভিতা, নগরী পুষ্পাসব গন্ধে
আমোদিতা। রাণী বর্ষিয়সী হইয়াছেন কিন্তু এ জাতীয়
উৎসবে কে যোগ না দিয়া থাকিতে পারে? উৎসব তরঙ্গে
গা ঢালিয়া ছয় দিন অতিবাহিত করিয়াছেন, সপ্তম দিন
সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে শয্যা হইতে উঠিয়া সুবাসিত জলে

প্রীত হইলেন এবং বহু অর্থ দান করিলেন। নানাভরণে বিভূষিতা হইয়া রত্ন খচিত মনোহারিণী নীলাম্বরী পরিধান করিয়া রাজার প্রমোদ গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সেই প্রাসাদের রমণীয় প্রকোষ্ঠে পর্য্যঙ্কশয্যায় শয়ন করিলেন। মহামায়া নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, "চারি জন স্বর্গীয় দূত তাঁহার সুকোমল শয্যা বহন করিয়া হিমালয় শৃঙ্গে লইয়া গেল এবং ষষ্টি যোজন বিস্তীর্ণ সুবর্ণ প্রান্তরে সপ্ত যোজন দীর্ঘ বিশাল শাল বৃক্ষতলে তাঁহাকে নামাইয়া সসম্ভ্রমে দূরে অবস্থান করিতে লাগিল। দূতগণের রাজরাণী তাঁহার পার্থিব কলঙ্ক বিমোচনের জন্য তাঁহাকে দিব্য সরোবর জলে স্নান করাইয়া পরিশুদ্ধ করিয়া দিলেন; তিনি দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া, সুসৌরভে চতুর্দ্দিক সুবাসিত করিয়া, স্বর্গীয় কুসুমে সজ্জিত হইয়া অপরূপ লাবণ্য ধারণ করিলেন। শাল বৃক্ষের অনতিদূরে রৌপ্য পর্ব্বতোপরি সুবর্ণ প্রাসাদে স্বর্গীয় শয্যা বিস্তৃত হইল, মহামায়া তদুপরি শয়ন করিলেন। তুষার-ধবল মনোজ্ঞ এক মাতঙ্গ ধবল শুণ্ডে শ্বেত পদ্ম ধারণ করিয়া, গভীর গর্জ্জনে দিক্‌দিগন্ত কম্পান্বিত করিয়া সেই প্রাসাদে উপস্থিত হইল এবং তিন বার অবনত মস্তক হইয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ পূর্ব্বক গর্ভে প্রবেশ করিল।" এই স্বপ্ন দেখিয়া মহামায়ার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া রাজাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত করিলেন। রাজা স্বপ্নের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য চৌষট্টি জন জ্যোতির্বেত্তা

ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিলেন। কথিত আছে ব্রাহ্মণগণ স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন "মহারাজ চিন্তিত হইবেন না, রাণী সসত্ত্বা হইয়াছেন। এই গর্ভে আপনার পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে। যদি এই সন্তান গৃহ ধর্ম্ম পালন করে, তবে সার্ব্বভৌম নৃপতি হইবে, যদি ধর্ম্মাশ্রম গ্রহণ করে তবে পৃথিবীর অজ্ঞান ও পাপ ভার হরণ করিবে।"

আজ উৎসবের শেষ দিন। আজ পূর্ণিমা। [illegible] সমীরণ চারিদিকে আনন্দ বহন করিতেছে; বিহঙ্গম কলকণ্ঠে অনন্ত আকাশ নিনাদিত করিতেছে; চন্দ্রমা দিব্য কান্তি ধারণ করিয়া ত্রিভুবন স্ফটিক জ্যোৎস্নায় ভাসাইতেছে, কুসুমরাজি জলস্থল সমুজ্জ্বল করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে; বৃক্ষের স্কন্ধে স্কন্ধে শাখায় শাখায়, লতা বল্লীর পত্রে পত্রে পুষ্পগুচ্ছ বিকশিত হইয়া ধরাতল দিব্য ধাম ও দিব্যগন্ধে আমোদিত করিয়াছে; স্থাবর, জঙ্গম, চেতন, অচেতন সকলেই আজ মাতোয়ারা। এমন শুভ দিনে মহামায়া সসত্ত্বা হইলেন। রাজার আহ্লাদ কে দেখে? পৌরজন ও নাগরিকগণ একে উৎসবে মত্ত, তাহাতে এমন শুভসংবাদে নগর আনন্দের উন্মত্তকারী জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতমালায় সে জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া পর্ব্বতের পর পর্ব্বত তদুপরি পর্ব্বত মহা শব্দে নিনাদিত করিয়া অনন্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। বন্দী বহু বৎসরের কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া সে আনন্দে যোগ দান করিল,

ভিক্ষুক অযাচিত অর্থ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের রোল বৃদ্ধি করিল। রাজা ও রাণীর আনন্দের কথা আর কি বর্ণন করিব? ভগ্ন হৃদয়ের আশা পূর্ণ হইলে যে আহ্লাদ, মৃত সন্তানের জীবন সঞ্চার হইলে দুঃখিনী জননীর যে আনন্দ, রাজা ও রাণীর আজ সেই আনন্দ। সে আনন্দ বর্ণন করিব কি, পাঠক কল্পনা চক্ষে দর্শন কর।

পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ বয়সে মহামায়া গর্ভবতী হইয়া দিনে দিনে অধিকতর লাবণ্যবতী হইয়া উঠিলেন। রূপবান, বলবান ও ধার্ম্মিক পুত্রের কামনায় সর্ব্বদা প্রফুল্ল মানস ও ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া থাকিতেন, কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি তাহার হৃদয়কে স্পর্শও করিতে সমর্থ হইত না। এইরূপে শুদ্ধাচারিণী হইয়া স্বামীর আদর ও মমতায় উৎফুল্ল চিত্তে নয় মাস অতিবাহিত করিলেন। দশম মাসে উপনীত হইয়া এক দিন মহামায়া রাজাকে বলিলেন "রাজন্! এখন আমার পিত্রালয় দেবদহ নগরে গমন করা শ্রেয়স্কর।" রাজাও সুবিবেচনাসিদ্ধ মনে করিয়া রাণীর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। কপিলবস্তু হইতে দেবদহ পর্য্যন্ত রাজপথ সমতল হইল, কদলী বৃক্ষের তোরণ দ্বার, পূর্ণ কুম্ভ ও বৈজয়ন্তী রাজপথ অলঙ্কৃত করিল। রাজ্ঞী সুবর্ণ যানে আরোহণ করিয়া বহু সংখ্যক পরিচারক সহ পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে লুম্বিনী নামক প্রমোদ কাননের রমণীয় বাসন্তী শোভা সন্দর্শন করিয়া রাণীর চিত্ত প্রফুল্ল হইল। ফল-পুষ্পভরে অবনত

তরুকুলের রমণীয়তা, ভ্রমর বৃন্দের আনন্দ উচ্ছ্বাস, বিহঙ্গের সঙ্গীত-উল্লাস তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিল, রাণী আরাম কাননে অবতরণ করিলেন। তিনি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া শাল কাননে উপনীত হইলেন। শাল বৃক্ষের নব-পল্লব ছিন্ন করিবার জন্য হস্তোত্তোলন করিয়াছেন, এমন সময় গর্ভ-বেদনা উপস্থিত হইল এবং দণ্ডায়মান অবস্থাতেই এক পুত্র প্রসব করিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বসন্ত পূর্ণিমার দিন শাল বৃক্ষতলে বুদ্ধদেব এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন।*

মহামায়া পুত্র প্রসব করিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া কপিলবস্তু ও দেবদহের নরনারী নগর শূন্য করিয়া কাননাভিমুখে প্রধাবিত হইল। নরনারীর আনন্দধ্বনিতে বিজন কানন শব্দায়মান হইয়া উঠিল। সকলে মিলিয়া জয়ধ্বনির সহিত মাতা ও পুত্রকে কপিলবস্তু নগরে লইয়া চলিল। সুমধুর

---

* পৃথিবীর ধর্ম্ম সংস্থাপকদিগের জন্ম অলৌকিক রূপে চিরদিন বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধেরও জন্ম ঘটনা নানা অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনায় পরিপূর্ণ। বর্ণিত আছে, বুদ্ধ জন্মিবামাত্র দেবগণ তাঁহাকে বন্দনা করিলেন এবং বুদ্ধ সপ্ত পদ অগ্রসর হইয়া "আমি ভূমণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" এই বলিয়া পর্ব্বত কানন কম্পান্বিত করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

কোন সনে বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করেন তাহার প্রকৃত ইতিহাস নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন তিনি আনুমানিক ৫৫০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাদ্যধ্বনি, রমণীগণের মঙ্গল গীত, বন্দীগণের স্তুতি কীর্ত্তনে নগরে আনন্দের রোল উঠিল। পুরবাসীগণ শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে লইয়া গেল। *

* এখানে একটি সুন্দর গল্প আছে, যখন পৃথিবীতে বুদ্ধের জন্ম হইল তখন শুদ্ধোদনের পরম হিতৈষী কালদেবল নামক ঋষি মধ্যাহ্নাহার সম্পন্ন করিয়া স্বর্গে বিশ্রাম করিতে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে দেখিতে পাইলেন দেবদূতগণ মহানন্দে মগ্ন হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল, "শুদ্ধোদনের এক পুত্র হইয়াছে, এই পুত্র বুদ্ধি-তরুমূলে উপবেশন করিয়া বুদ্ধ হইবে এবং ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিবে। আমরা তাঁহার পতিতপাবনী শক্তি ও অমৃত কথা শুনিতে পাইব, এই জন্য আমাদিগের এত আনন্দ।"

মহর্ষি এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্যস্ততাসহকারে রাজভবনে উপনীত হইলেন এবং রাজাকে বলিলেন "হে রাজন্! শুনিলাম আপনার এক পুত্র হইয়াছে, তাহাকে শীঘ্র আনয়ন করুন।" রাজা আনন্দের সহিত মহর্ষিকে প্রণাম করাইতে পুত্রকে লইয়া আসিলেন। পুত্র প্রণাম করা দূরে থাকুক মহর্ষির মস্তকে পদার্পণ করিল। কারণ বুদ্ধিসত্বের প্রণাম পাইতে পারে এমন কেহ নাই, প্রণাম করিলে মহর্ষির মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া যাইত। "নিজের ধ্বংশ নিজে কে করে" এই বলিয়া কালদেবল শিশুকে অভিবাদন করিলেন। এতদ্দর্শনে রাজাও নিজ পুত্রকে প্রণাম করিলেন।

ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি যোগনেত্রে ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন "এই শিশু নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইবে।" অমনি হাস্যের সহিত বলিলেন "এ অতি আশ্চর্য্য শিশু।" কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সহাস্য বদন মলিন হইয়া গেল, দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতে লাগিল, নয়ন জলে মহর্ষির গণ্ডদেশ সিক্ত হইল। সকলে বিস্ময় ও ভীতির সহিত বলিল "মহর্ষি

আত্মীয় স্বজনের হৃদয়রঞ্জিনী ও পুরবাসীর হিতকারিণী ছিলেন, তিনি এই আনন্দোৎসবের মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন, আনন্দের গৃহে অর্গল পড়িল। অসময়ে প্রসব স্থান পরিত্যাগ করাতেই যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাল্য জীবন।

নৃপতি শুদ্ধোদন পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কোন প্রকারে জীবনের চির সহচরী মহামায়ার মৃত্যুশোক সম্বরণ করিলেন। রাজার দ্বিতীয় পত্নী গৌতমী বুদ্ধের লালন পালনের ভার মহানন্দে গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার দিব্যকান্তি ও অপরূপ লাবণ্য পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

বুদ্ধের নামকরণের দিন সমুপস্থিত। শুদ্ধোদন ভাবিলেন যাহার জন্ম মাত্রে আমার সকল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইয়াছে "সিদ্ধার্থ" তাহার উপযুক্ত নাম। এই বিবেচনায় পুত্রের নাম সিদ্ধার্থ রাখিলেন। মহাসমারোহে নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, এই উপলক্ষে কপিলবস্তুনগরে কেহ দরিদ্র রহিল না।*

* নাম করণ ক্রিয়া উপলক্ষে রাম, ধ্বজ, লক্ষ্মণ, মন্ত্রিণ, কোণ্ডান্য, ভোজ, সুযাম এবং সুদত্ত নামক আট জন দৈবজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সপ্ত জন দ্বি অঙ্গুলি উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন "যাহার শরীরে এই সমুদয় লক্ষণ সে যদি গৃহাশ্রমী হয় তবে রাজচক্রবর্ত্তী হইবে, যদি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে তবে বুদ্ধ হইবে।" ঐ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ কোণ্ডান্য এক অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া বলিলেন

কালসহকারে কুমার হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন এবং সুসময়ে বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। কুমার স্বভাবতঃ ধীর ও প্রশান্ত ছিলেন, বাল-সুলভ চপলতা তাঁহাতে দেখা যাইত না। অন্যান্য বালকের ন্যায় তিনি ক্রীড়া

"এ শিশু কখনও গৃহে থাকিবে না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি ইনি বুদ্ধ হইবেন এবং পৃথিবীর পাপ ও অজ্ঞানাবরণ মোচন করিবেন।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দর্শন করিয়া আমার পুত্র সংসার ছাড়িবেন?" ব্রাহ্মণগণ বলিলেন "জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, রোগশীর্ণ মনুষ্য, মৃত শরীর ও ভিক্ষু এই চারি চিহ্ন দেখিয়া সংসার ত্যাগ করিবেন।" রাজা ভাবিলেন অদ্য হইতে ইহার কিছুই আমার পুত্রের নিকট আসিতে দিব না। বুদ্ধ হইলে কি লাভ? পুত্রকে সসাগরা পৃথিবীর রাজাধিরাজ দেখিতে অভিলাষ করি। এই ভাবিয়া রাজা নগরের চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত প্রহরী বসাইলেন। নিষেধ করিয়া দিলেন উক্ত চারি প্রকারের কোন মনুষ্য যেন এই সীমার মধ্যে প্রবেশ না করে। শুদ্ধোদন! বিধাতা যাহাকে টানেন, মানুষের সাধ্য কি তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে?

নামকরণ দিনে বহু সংখ্যক শাক্য আপনাপন পুত্র এই বলিয়া রাজপুত্রকে উৎসর্গ করিলেন "যদি ইনি বুদ্ধ হন ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিবেন, যদি রাজচক্রবর্ত্তী হন ইহারা সভাসদ হইয়া থাকিবে।"

ব্রাহ্মণগণ গৃহে গমন করিয়া স্বীয় স্বীয় পুত্রদিগকে বলিলেন "আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি। রাজ-পুত্রের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব কি না জানি না, কিন্তু তোমরা তাঁহার ধর্ম্মের অনুসরণ করিও।" কোণ্ডান্যের অল্প বয়স ছিল। তিনি আপনার সকল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিলেন এবং

প্রবণ ছিলেন না সুতরাং অল্প দিনেই বিদ্যা শিক্ষায় অনেক উন্নতি লাভ করিলেন।

বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুমার গম্ভীর ও চিন্তাশীল হইয়া উঠিলেন। রাজপুরীর কোলাহলের অতীত হইয়া তিনি নির্জ্জন বাস করিতে ভাল বাসিতেন, নগরের কৃত্রিম সৌন্দর্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতির সুরম্য কান্তারে বাস করিতে অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। মধ্যে মধ্যে রাজ ভবন হইতে সুদূরে কৃষকদিগের পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিতেন এবং একাকী কি মহাচিন্তায় মগ্ন হইতেন, সহচরগণ ডাকিয়া উত্তর পাইত না। বাল্যবয়স হইতেই রাজ ঐশ্বর্য্য ও রাজ বিলাস কুমারের আন্তরিক গভীর ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিত না। বাল্য বয়স হইতেই ভোগ বিলাস তাঁহাকে সুখী করিতে পারিল না।

একদিন রাজ ভবনে হলকর্ষণোৎসব উপস্থিত। রাজপুরী যেন বিবাহ সজ্জায় অলঙ্কৃত হইয়াছে। ভৃত্য ও দাস

উরুবিল্ব বনের রমণীয়তা দর্শনে সেখানে বাস করিয়া পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তখন পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণের পুত্রদিগকে সংসার ত্যাগ করিতে উত্তেজনা করিয়াছিলেন। তিন জন সংসার বন্ধন ছেদন করিতে পারিলনা, অপর চারিজন কোণ্ডাণ্যকে অগ্রণী করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিল। এই পাঁচ জনই বুদ্ধের পাঁচ প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন।

গণ নূতন বস্ত্র ও সুরভি পুষ্পমালা ধারণ করিয়া রাজভবনে সম্মিলিত হইয়াছে। রাজার সহস্র হল। তন্মধ্যে একশত সপ্ত হল রজতালঙ্কারে এবং একখানি হল, তাহার বলীবর্দ্দ সংযমন সূত্র ও দণ্ড সুবর্ণে মণ্ডিত হইল। রাজা পুত্রকে লইয়া প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। সমীপে ঘনপত্র বিশিষ্ট একটি জম্বু বৃক্ষ। বৃক্ষতলে নিবিড় কৃষ্ণ ছায়া। এখানে পুত্রের শয্যা বিস্তৃত হইল, উপরে সুবর্ণ খচিত ও দোদুল্যমান মণিসংযুক্ত চন্দ্রাতপ প্রসারিত হইল, কতিপয় পরিচারিকা সহ কুমারকে এখানে রাখিয়া সকলে হল কর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। এই উৎসব সময়ে রাজা সুবর্ণ হল, সভাসদগণ একশত সপ্ত রজত হল এবং কৃষকগণ অবশিষ্ট হল চালন করিয়া থাকে। রাজা ক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কর্ষণ করিয়া চলিয়া যান, সঙ্গীগণ একবার এদিকে আবার ওদিকে হল চালাইয়া থাকে। এই আমোদ দর্শন করিবার জন্য সমুদয় কপিলবস্তু গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। পরিচারিকাগণ কুমারকে একাকী ফেলিয়া ক্ষেত্র প্রান্তে উপস্থিত হইল। কুমার দেখিলেন নিকটে কেহ নাই অমনি জম্বু বৃক্ষতলে মহাধ্যানে মগ্ন হইলেন।

বহুক্ষণ পরে পরিচারিকাগণ আসিয়া দেখিল কুমার নিস্পন্দ শরীরে, ধ্যান স্তিমিত লোচনে বসিয়া আছেন। *

* কথিত আছে পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে গড়াইয়া পড়িয়াছিল, বৃক্ষ সমূহের ছায়া দিক্ হইতে দিগন্তরে গিয়াছিল কিন্তু কুমার যে জম্বু বৃক্ষতলে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তাহার ছায়া গোলাকার হইয়া স্থির ভাবে ছিল।

সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রধাবিত হইয়া রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা অচলের ন্যায় অটল, নির্ব্বাতভড়াগোপম নিস্পন্দ, তারকা বেষ্টিত শশধরের ন্যায় দিব্য কান্তিযুক্ত, অনুরাগো-দ্দীপ্ত বদন কুমারকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং বিস্ময়ে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে কুমার বলিলেন, পিতঃ কৃষিকার্য্য করিতে কত জীব হত্যা হয় অতএব এমন কার্য্য আপনি পরিত্যাগ করুন। এই তরুণ বয়সেই জীবে দয়া কুমারের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

পরিণয় পাশ।

এ পৃথিবী বড় বিচিত্র স্থান! শাকান্ন যাহাদের দৈনন্দিন আহার, ভগ্ন কুটীর যাহাদের মস্তক রাখিবার স্থান, শতছিদ্র মলিন বস্ত্র যাহাদের লজ্জা নিবারণ, তাহারা ভাবে রাজ-ভবন কি সুখের স্থান! শোক ও দুঃখ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বুঝি রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারে না। মনে করে ধন থাকিলেই বুঝি সকল দুঃখের অবসান হয়। অপর দিকে দেখ, যাহারা ভোগ বিলাসে বর্দ্ধিত, ধন কষ্ট কি অন্ন কষ্ট যাহারা জীবনে জানিল না, তাহাদের মধ্যে কত লোক সুখের অন্বেষণে ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া সংসার হইতে বহির্গত

হইল। সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়, সকল অসারের মধ্যে সার বস্তু লাভ করিবার জন্য মানব হৃদয়ে কি এক স্বাভাবিক গভীর তৃষ্ণা আছে, এ তৃষ্ণার যখন উদ্রেক হয় ধন জন আর হৃদয়কে সুখী করিতে পারে না। মানুষ যখন আশার মোহিনী শক্তি, পাপের কুহকিনী মায়া, সংসারের চঞ্চলতা, মোহের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া জীবনের ভূত ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন হয়, জীবন প্রহেলিকার গভীর মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে নিযুক্ত হয়, তখন হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে "অসার সংসার, অসার ধন, অসার ঐশ্বর্য্য" এই ভাব উৎসরিত হইয়া উঠে। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে মানুষ আপনাকে অসহায় ও নিরাশ্রয় জানিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অবলম্বন সর্ব্বশক্তিমানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়, সংসারের সুখ দুঃখ ও চঞ্চলতার অতীত হইয়া যাইতে চায়।

সিদ্ধার্থ বাল্য বয়স অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। কিন্তু সংসার তাঁহাকে সুখী করিতে পারিল না। ভোগ বিলাসে পরিবেষ্টিত থাকিয়া সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত হইলেন, সর্ব্বদা উন্মনা হইয়া বাস করিতেন, ধ্যান তাঁহার দিন দিন প্রিয় হইয়া উঠিল।

পুত্রের এই ভাব দর্শন করিয়া রাজা ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং এক দিন তাঁহাকে সাংসারিক সুখে সুখী করিবার উপায় চিন্তনে মগ্ন আছেন, এমন সময়ে কতকগুলি শাক্য আসিয়া

বলিলেন "মহারাজ! কুমার সাংসারিক সকল বিষয়ে উদাসীন। শীঘ্র বিবাহিত না করিলে আর তাঁহাকে সংসারে রাখা যাইবে না। বিবাহ ভিন্ন তাঁহাকে সংসারে অনুরক্ত করিবার আর কোন উপায় দেখি না।" পরিণয় পাশ নিদারুণ লৌহ শৃঙ্খল হইতেও দৃঢ়তর, এ কুসুম বন্ধন তাহাকে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, এই ভাবিয়া রাজা বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া কন্যা অন্বেষণ করিতে আদেশ করিলেন। বহুলোকে রাজকুমারকে আপনাপন কন্যা অর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। বিবাহ বিষয়ে রাজকুমারের মত অবগত হইবার জন্য রাজা মন্ত্রীগণকে প্রেরণ করিলেন। কুমার দেখিলেন জীবনের বিষম সমস্যা উপস্থিত। সপ্তদিন পরে উত্তর প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া সকলকে বিদায় করিলেন। গভীর চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইল, দিবানিশি এ প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যস্ত হইলেন কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। এক দিন ভাবিলেন সংসারে আমার সুখ নাই, যে গভীর ক্ষুধায় আমার প্রাণ আকুল সাংসারিক জীবনে তাহার তৃপ্তি নাই, আমি কি বিবাহ করিতে পারি? আর এক দিন ভাবিলেন, ভোগ বিলাসের অশেষ দোষ। ইহা সর্ব্ববিধ শোক দুঃখের মূল। ভোগ বিলাসে আমার প্রবৃত্তি নাই। বিজন গহনে ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধ করিয়া গভীর ধ্যান সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া নির্ম্মল সুখ উপভোগ করিব এই আমার জীবনের আশা,

আমি কি স্ত্রী লইয়া গৃহবাস করিতে পারি? আমার জীবনে কি তাহা শোভা পায়? আর এক দিন ভাবিলেন শতকীট দংশনে যাহার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত, নিজের দুঃখ ও পৃথিবীর দুঃখে যাহার প্রাণ জর্জ্জরিত, কিসে মনুষ্যের দুঃখ নির্ব্বাণ হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসা যাহার জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য, সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ যাহার জীবনের লক্ষ্য, সে কি উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে পারে? আর একদিন ভাবিলেন হৃদয় মন সর্ব্বস্ব দান না করিলে নরনারীর অশেষ দুর্গতি ঘুচিবার নহে, আত্ম-বিস্মৃত না হইলে জীবনে কিছু হইবার নহে, আমার এক আত্মা কয় জনকে দিব? পৃথিবী কে না স্ত্রী কে? আর একদিন গভীর চিন্তায় মগ্ন আছেন হঠাৎ সকল অন্ধকার ও সংশয় ঘুচিয়া গেল জীবনের কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। ভাবিলেন সংসারে বাস করিব অথচ মুক্ত থাকিব। সকলেই যদি সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যায় তবে সৃষ্টি ধ্বংস হয়। বনে গমন করিয়া ধর্ম্ম পালন করা সহজ কথা। গৃহী হইয়া কি প্রকারে ধর্ম্ম পালন করিতে হয় আমার জীবনে তাহাই দেখাইব। সংসারী লোকের ধর্ম্ম পালনের পথ যদি আবিষ্কৃত না হয় তবে কোটি কোটি নর নারীর উদ্ধারের পথ কি? লোককে শিক্ষা দিতে হইবে পঙ্কজ কর্দ্দমেই বৃদ্ধিপায় জল মধ্যেই শোভান্বিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মাত্মাগণও সংসারে বাস করিয়াছিলেন। অতএব লোক শিক্ষার নিমিত্ত আমাকেও বিবাহ করিতে

হইবে। এই স্থির করিয়া সপ্তম দিনে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র যে কোন জাতির কন্যা হউক আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। শারীরিক সৌন্দর্য্য বা কুল-মর্য্যাদা আমি আকাঙ্ক্ষা করি না। প্রফুল্লতা, করুণা ও সরলতা যাহার বদন মণ্ডলে, পরসেবা ও ধর্ম্ম যাহার হস্তে, সত্য ও মাধুর্য্য যাহার বাক্যে, যিনি গুরুজনের সেবা তৎপরা, সংযতেন্দ্রিয়া, পতিতে পরিতুষ্টা ও পবিত্রা, যিনি ধর্ম্মানুরাগিণী, অমানিনী, জীবগণের প্রতি করুণারূপিনী ও বিদ্যানুরাগিণী ঈদৃশী কন্যার অন্বেষণ কর।" শুদ্ধোদন নিজ পুরোহিতকে কন্যা অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। নানা স্থান পরিভ্রমণের পর পুরোহিত অবশেষে মহামায়া দেবীর ভ্রাতা দণ্ডপাণির কন্যা গোপাকে মনোনীত করিয়া রাজসদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজা ভাবিলেন, কুমার গুণবাণ ও বুদ্ধিমান, তাঁহার নিজ মনোনীতা কন্যাকে বিবাহ করাই কর্ত্তব্য। এই জন্য মণি কাঞ্চন পূরিত অশোকভাণ্ড বিতরণ উপলক্ষ করিয়া কুল কুমারীগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বহুসংখ্যক কুলকুমারী বিবিধ সজ্জায় ভূষিত হইয়া রাজ ভবনে উপস্থিত হইল। কুমার উপবিষ্ট হইয়া কুমারীগণকে অশোকভাণ্ড বিতরণ করিতে লাগিলেন। কুমারীগণ অশোক ভাণ্ড লইয়া একে একে গমন করিল। অশোক ভাণ্ড নিঃশেষিত হইল, এমন সময় দণ্ডপাণি নন্দিনী গোপা সহচরী পরিবৃতা হইয়া কুমারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

কুমার মুখ তুলিয়া চাহিলেন চক্ষু আর ফিরিল না। নিস্পন্দ হইয়া গোপার বদন-মণ্ডলে নিবদ্ধ দৃষ্টি হইয়া রহিলেন। এ জীবনে যে ভাব কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই গোপার অনুরাগ ব্যঞ্জক সলজ্জ ও পবিত্র বদনের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সে অপূর্ব্বভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। চারি চক্ষুর মিলন হইল, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া সদ্যজাত তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। অমনি কুমারের চেতনা হইল, তিনি সলজ্জ ভাবে বদন ফিরাইলেন—ইচ্ছা আর একবার সে মুখ চাহিয়া দেখেন কিন্তু লজ্জা আসিয়া বারণ করিল। দণ্ডপাণি-সুতাও বুদ্ধের রূপসাগরে মজিয়া গেলেন। অনুরাগ ও লজ্জায় তাঁহার কপোল দেশ স্বেদসিক্ত ও গণ্ডস্থল রক্তাভ হইয়া উঠিল। আনত বদনে চিত্র পুত্তলিকার মত কুমারের সন্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল—গোপা চেতনা পাইয়া ভাবিলেন "কি করিতে কি করিলাম, অশোকভাণ্ড গ্রহণ করিতে আসিয়া প্রাণ বিক্রয় করিয়া গেলাম।" কিন্তু কুমারকে মনোগত ভাব জানিতে দিব না, মনে মনে এই চিন্তা করিয়া ভাব স্রোত প্রতিরোধ করিলেন। আপনাকে সম্বরণ করিয়া সরলতার সহিত সহাস্যবদনে বলিলেন "আমি আপনার কি করিয়াছি, কেন আমাকে অশোক ভাণ্ড হইতে বঞ্চিত করিয়া অপমানিত করিলেন।" কুমার সপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "আমি তোমার অপমান

করিনাই, তুমি সকলের পরে আসিলে কেন, সে যাহা হউক তোমাকে আমার এই হস্তাঙ্গুরীয় প্রদান করিতেছি।” কুমারী উত্তর দিলেন “অশোক-ভাণ্ড সহিত স্বর্ণালঙ্কার ত আমার প্রাপ্য।” এই কথা শুনিবামাত্র কুমার গাত্রাভরণ উন্মোচন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। “আপনাকে নিরলঙ্কার করিতে অভিলাষ নাই। আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।” এই বলিয়া গোপা অতি কষ্টে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।*

সখীগণ দেখিল কুমার দণ্ডপাণি সুতার প্রেমসাগরে ডুবিয়াছেন। এই সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল: শুদ্ধোদন প্রফুল্লমনে দণ্ডপাণির নিকট পুরোহিত প্রেরণ করিলেন। দণ্ডপাণি প্রত্যুত্তরে জানাইলেন “ইক্ষ্বাকুবংশ বীরত্বের আদর জানে, ধন দেখিয়া ভুলিয়া যায় না। কুমার বীরত্বের পরিচয় দিন আমার কন্যা তাঁহারই হইবে।” এই সংবাদ পাইয়া শুদ্ধোদন বিষণ্ণ হইলেন। কুমার সর্ব্বজন সম্মুখে বিবিধ বিদ্যার পরীক্ষা দিলেন।† দণ্ডপাণি

---

* এই বিষয়ে ললিত বিস্তর দ্বাদশ অধ্যায় দেখ।

† কথিত আছে উল্লম্ফন, ধাবন, সন্তরণ প্রভৃতি ব্যায়াম কৌশল; বাণ নিক্ষেপ, অশ্ব চালন, রথ চালন প্রভৃতি শৌর্য্য কৌশল; ব্যাকরণ, কাব্য, গ্রন্থ রচন প্রভৃতি বিদ্যা কৌশল; অর্থ নীতি প্রভৃতি রাজনৈতিক কৌশল; যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মানুশীলন কৌশল; ধাতু যন্ত্র, মোমের পুতুল গঠন প্রভৃতি শিল্প কৌশল প্রদর্শন করেন। আরো কথিত আছে একটি

আহ্লাদের সহিত কন্যার বিবাহে সম্মতি দিলেন। ঊন-বিংশবর্ষ বয়সে মাতুল পুত্রী গোপার সহিত মহাসমারোহে কুমারের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল।* কুমারের মুক্ত পদে শৃঙ্খল পড়িল। যে পক্ষী অনন্ত আকাশে বিচরণ করিত সে পিঞ্জর বদ্ধ হইল।

পাছে এক শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া যায় এই ভয়ে রাজা শুদ্ধোদন বহু শৃঙ্খলে কুমারকে আবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রীষ্ম, বর্ষা, ও হেমন্ত ঋতুর উপযোগী নবতল, সপ্ততল ও পঞ্চতল প্রমোদ ভবন নির্ম্মিত হইল, রূপবতী ও নৃত্য কৌশলা বহু সংখ্যক নর্ত্তকী কুমারের মনোরঞ্জনের জন্য নিয়োজিত হইল। স্বতঃবাদনশীল বাদ্য যন্ত্র সমূহ প্রমোদ-ভবন অহর্নিশি সঙ্গীতালাপে পুলকিত রাখিবার জন্য স্থাপিত হইল। কুমারের উদাস হৃদয়কে প্রলুব্ধ করিবার যত আয়োজন কিছুই অবশিষ্ট রহিল না—বীততৃষ্ণ হৃদয়কে

মৃত হস্তীকে পদাঙ্গুষ্ঠে বহুদূরে নিক্ষেপ করেন, যে স্থানে হস্তী পতিত হয় লোকে তাহাকে "হস্তী গর্ত্ত" বলিয়া থাকে। এক বাণ নিক্ষেপ করাতে যে গর্ত্ত হয় লোকে তাহাকে শরকূপ বলিয়া থাকে।

* শাক্যগণ স্বদেশ হইতে পলায়ন করিয়া জনহীন বনভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের লোক সংখ্যা কম হওয়াতে নিকট সম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে বিবাহ চলিত। এমন কি কেহ কেহ আপনার ভগিনীকেও বিবাহ করিয়াছিল। টর্ণারকৃত মহাবংশের উপক্রমণিকা দেখ।

সংসারানুরাগী করিতে মানুষের যাহা সাধ্য তাহার কিছুই ত্রুটী রহিল না।

গোপা বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী ছিলেন কি প্রকারে ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হয় তাহাও জানিতেন সুতরাং অবগুণ্ঠনবতী ছিলেন না। সকলে বলিতে লাগিল গোপা বড় নির্লজ্জা রমণী। এই কথা গোপার কর্ণে গেল, তিনি অন্তঃপুরচারিণী সর্ব্বজন সম্মুখে আত্মদোষ ক্ষালনার্থ বলিলেন, "ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে অবস্থায় থাকেন তাহাতেই শোভা পান, গুণবান ব্যক্তি কুশের বস্ত্রই পরিধান করুন, শতছিদ্র জীর্ণ বাসেই আচ্ছাদিত হউন অথবা কৃষ্ণ কায়ই হউন তিনি আপনার তেজে আপনি শোভা পান। ধর্ম্মই মনুষ্যের আবরণ ধর্ম্মই মনুষ্যের সৌন্দর্য্য। নানা অলঙ্কার ভূষিত বালকও যদি পাপানুসারী হয় তবে আর তাহার লাবণ্য থাকে না। হৃদয় যাহার পাপের আগার বাহ্যিক আবরণ তাহার কি করিবে? সে অমৃত মুখ বিষকুম্ভ। শারীরিক দোষ যাহার সংযত, বাক্য যাহার নিয়মিত, ইন্দ্রিয় সকল যাহার বশীভূত, চিত্তবৃত্তি যাহার নিরুদ্ধ, ও মন যাহার প্রসন্ন তাহার অবগুণ্ঠনে বদন ঢাকিবার প্রয়োজন কি? যাহাদিগের লজ্জা নাই, সম্ভ্রম নাই, যাহাদিগের চিত্ত বশীভূত হয় নাই, ইন্দ্রিয় সকল দুর্দ্দমনীয় শত অবগুণ্ঠনে আবৃত হইলেই বা তাহাদের রক্ষা কোথায়? আত্মবশ যাহার চিত্ত, পণ্ডিতে যাহার প্রাণ তাহারা চন্দ্র

সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বজন সমীপে প্রকাশিত হইলেই বা হানি কি? যে আপনাকে আপনি রক্ষা করে সেই সুরক্ষিতা নতুবা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া গৃহ মধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীগণ অরক্ষিতা। চরিত্র আমার দুর্ভেদ্য আবরণ, গুণ সমূহ আমার অজেয় দুর্গ, ধর্ম্ম আমার রক্ষক, বসনাবগুণ্ঠনে আমার প্রয়োজন কি?" এইরূপ সতেজ বাক্যে সিদ্ধার্থরমণী অবগুণ্ঠন ও অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে আত্মমত প্রচার করিলেন।*

সিদ্ধার্থ ও গোপার বিবাহ মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছিল। গোপা ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা, সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্মসাধিকা, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার অনুসারিণী ছিলেন। সিদ্ধার্থ এমন রমণীরত্ন লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। প্রিয়তমার বক্ষঃস্থলে আপনার হৃদয় ঢালিয়া দিলেন। পুষ্পদলে যেমন দুইটি শিশির-বিন্দু এক হইয়া যায় তেমনি ইহাঁদিগের দুই হৃদয়ের সুখ, দুই হৃদয়ের দুঃখ, দুই হৃদয়ের আশা এক হইয়া মিশিয়া গেল। এক আশা উভয়ে উভয়ের হইবেন, মহাপ্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল, কে কাহাকে সম্পূর্ণরূপে মিলাইয়া যাইতে পারেন। এক লক্ষ্য, উভয়ে বিশ্বজননীর অনন্ত হৃদয়ে মিশিয়া গিয়া অনন্ত শান্তি লাভ করিবেন। সিদ্ধার্থ এতদিন জীবন পথে একাকী অসহায় হইয়া চলিতে

* ললিত বিস্তর দ্বাদশ অধ্যায় দেখ।

ছিলেন, সংসারের কেহ তাঁহার জীবনের মহান্ উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করেনাই; তিনিও সংসার হইতে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। এখন জীবনের নূতন সরস পথ খুলিয়াগেল। দেখিলেন তাঁহার জীবনের গভীর মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার, তাঁহার জীবনের সহচরী হইবার উপযুক্ত একটি লোক সংসারে মিলিয়াছে, সুতরাং এই সময় হইতে কুমারের বৈরাগ্য প্রবণ হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। সাধ্বী গোপার অনাবিল প্রেমে, তাঁহার সেবা ও যত্নে সিদ্ধার্থের উদাসীনভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল। উভয়ে পবিত্র গভীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদনের শঙ্কাকুল হৃদয় প্রসন্ন হইল, পুত্রকে গৃহী করিবার কৌশল সফল হইল। কিন্তু জগতে ঈশ্বরেচ্ছার প্রতিকূল কে হইবে?

চতুর্থ অধ্যায়।

সন্ন্যাসের পূর্ব্বাবস্থা।

প্রবল ঝঞ্ঝার প্রাক্কালে মহাসাগর যেমন প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, কপিলবস্তু রাজপুরী সেইরূপ শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কাহারও প্রাণে কোন উদ্বেগ নাই—পিতা শুদ্ধোদন ভাবিয়াছেন আশঙ্কার কারণ অতীত হইয়াছে সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত; মাতৃসমা গৌতমীর কোমল প্রাণ আর চিন্তা তরঙ্গে আন্দোলিত হয় না। তিনি দেখিয়াছেন

পতিব্রতা গোপা স্বামীর হৃদয়ে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন। উভয়েই ভাবিতেছেন জীবনতরী সুমন্দ-সুখ মারুত-হিল্লোলে সংসার সাগর পার হইয়া যাইবে। রাজা বার্দ্ধক্যসীমায় পদক্ষেপ করিয়াছেন। গুণবান পুত্রের উপর রাজ্য ভার দিয়া শেষাবস্থায় নির্জ্জন বাস করিবেন ও ভগবানে নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যাইবেন, এইরূপ কল্পনাকাশে কত সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া কত সুখী হইতেছেন। কিন্তু এসংসারে মানুষের সকল ইচ্ছা কি পরিপূর্ণ হয়? শুদ্ধোদনের যে শেষকালে বহু ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে এ কথা তিনি তখন জানিতে পারেন নাই।

সিদ্ধার্থ গোপাকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছেন, বড় সুখে দিন কাটিয়া যাইতেছে। একদা শয়নাগারে নিদ্রিত আছেন, রজনী অবসান হইয়া যায়, এমন সময় বন্দিনীগণ সিদ্ধার্থকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিবার জন্য প্রাভাতিক মাঙ্গলিক গাথা গান করিতে লাগিলেন। "এই ত্রিভুবন জরা, ব্যাধি ও দুঃখে প্রজ্বলিত, মরণাগ্নিতে প্রদীপ্ত ও অনাথ। কুম্ভগত ভ্রমরের ন্যায় মূঢ় জগৎ কোন মতেই ইহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছে না। এই ত্রিভুবন শারদীয় অভ্রসম অনিত্য, এই জগতে জন্ম মৃত্যু রঙ্গশালার নট সদৃশ। বেগবতী গিরিনদীসম দ্রুতগামী মানবজীবন আকাশস্থ বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে। ভূলোকে ও দ্যুলোকে ভবতৃষ্ণার্ত্ত ও অজ্ঞানবশ জনগণ বিমূঢ় চিত্ত হইয়া

[illegible] চক্রের ন্যায় সর্ব্বদা ঘুরিতেছে। মৃগ যেমন প্রলুব্ধ হইয়া ব্যাধের জালে জড়িত হয়, সেইরূপ এই জগতীস্থ মানববৃন্দ সুন্দর রূপ, স্নিগ্ধ শব্দ, মনোহর গন্ধ, রস ও স্পর্শ সুখে মোহিত হইয়া পাশবদ্ধ হইয়াছে। মৃত্যু পরম বৈরী ও ভয়ের কারণ, বাসনা বহু শোক ও উপদ্রবের মূল, ভোগ্যবস্তু সকল অসিধারসম এবং বিষযন্ত্রনিভ অতএব ইহা পরিত্যাগ কর। বাসনা স্মৃতিশোককর অজ্ঞানকারী, ভয়হেতু, দুঃখমূল, ভবতৃষ্ণালতার আশ্রয়। আর্য্যজন এই বাসনাকে প্রজ্বলিত হুতাশন জানিয়া ভীত হইতেন, ইহা মহাপঙ্কসম, অসিসিন্ধুতুল্য, মধুদিগ্ধ ক্ষুর-ধারোপম। এই বাসনা জলবক্ষে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র ও গিরি-ঘোষসম ক্ষণস্থায়ী, বুধগণ ইহাকে রঙ্গশালার নট ও স্বপ্নবৎ জানিতেন। এই বাসনা মায়ামরিচী সদৃশ ও ক্ষণস্থায়ী, ইহা জল বুদ্বুদ ও ফেণ সম, জ্ঞানীগণ ইহাকে মিথ্যা পরিকল্পনা সমুত্থিত বলিয়া জানেন।

"প্রথম বয়সে শরীর কেমন সুন্দর, প্রিয় ও অভিলষিত থাকে কিন্তু যখন জরা ব্যাধি ও দুঃখে শ্রীহীন হয়, তখন মৃগ যেমন শুষ্ক নদী পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মনুষ্য ইহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ধনধান্য ও বহু দ্রব্য থাকিলে কত লোকে প্রিয় ও আত্মীয় হয় কিন্তু ধনহীন হইলে ও দুঃখে পড়িলে শূন্য অটবীর ন্যায় সেই আত্মীয়েরা [illegible]কে পরিত্যাগ করে। ফলবতী পুষ্পিত দ্রুমের ন্যায়

দানরত মনুষ্য, সকলের প্রীতিকর হয় কিন্তু সে জরাগ্রস্ত হইয়া ধনহীন হইলে গৃধ্রসম অপ্রিয় ও ভিক্ষুক হইয়া পড়ে। তড়িতাহত বৃক্ষের ন্যায় জরাজীর্ণ ব্যক্তি হতশ্রী হইয়া যায়। জরাগ্রস্ত ব্যক্তি আর গৃহে বাস করিবার সময় পায় না, অতএব হে মুনে! এই জরার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় বল। মালুলতা যেমন ঘন শালবনকে শুষ্ক করে, এই জরা সেইরূপ নর নারীকে শোষণ করিতেছে। পঙ্ক নিমগ্ন পুরুষের ন্যায় জরা বীর্য্য, পরাক্রম, ও বেগ হরণ করিতেছে, জরা স্বরূপ বিরূপ করিতেছে, জরা তেজ ও সুখ হরণ করিতেছে, জরা সকল পরিভবকারিণী, বলবীর্য্য ও সৌন্দর্য্যহারিণী। বহু রোগ ও ঘন ব্যাধি দুঃখে এই জগৎ সর্ব্বদা জ্বলিতেছে, অতএব হে মুনে! এই জগৎ জরাব্যাধিগত দেখিয়া শীঘ্র ইহার দুঃখ নিষ্কৃতির উপদেশ দেও। শিশিরে ঘন তুষার সংপাতে যেমন তৃণ গুল্ম বনৌষধি তেজোহীন হইয়া যায়, সেইরূপ তেজোহারিণী বহু ব্যাধিপূর্ণা জরা মানবের ইন্দ্রিয়, রূপ ও বল বিনাশ করিতেছে।

"নদীস্রোতে পতিত বৃক্ষের যেমন পত্র ফল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ এই ভব সংসারে প্রিয় দ্রব্য, প্রিয়জনের সহিত সর্ব্বদা বিচ্ছেদ হইতেছে, আর কাহারও সহিত পুনরায় মিলন হয় না, কেহ পুনরায় আগমন করে না, সকলেরই মরণ হইতেছে পতন হইতেছে, পতন কালের ক্রিয়া হইতেছে। মৃত্যু সকলকে বশীভূত করিয়াছে কিন্তু

কেহই মৃত্যুকে বশ করিতে পারে না। নদীস্রোত যেমন দারু খণ্ডকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত্যুও সেইরূপ সকলকে হরণ করে। জলবিহারী মকর যেমন জীবগণকে, গরুড় যেমন উরগকে, মৃগেন্দ্র যেমন গজকে, অগ্নি যেমন তৃণৌষধি প্রাণীগণকে গ্রাস করে, মৃত্যু সেইরূপ শত শত প্রাণীকে কবলস্থ করিতেছে। অতএব তুমি পূর্ব্বে ঈদৃশ বহু দোষ-প্রপীড়িত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য যে প্রণিধান করিয়াছিলে তাহা স্মরণ কর, অভিনিষ্ক্রমণ করিবার তোমার এই প্রকৃত সময়।”

চন্দ্রমা পশ্চিম আকাশে ডুবিয়া যাইতেছে, উষার পূর্ব্বাভাস পূর্ব্বাকাশে দেখা দিয়াছে, এমন সময়ে নারীকণ্ঠ নিঃসৃত এই অপূর্ব্ব গাথা শ্রবণ করিয়া সিদ্ধার্থ আপনাকে জাগ্রত কি নিদ্রিত বুঝিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন পৃথিবীতে এ সঙ্গীত সম্ভবে না, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। কিন্তু বিহঙ্গের অস্ফুট কাকলি তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিল, সঙ্গীতের অপূর্ব্বভাবে তিনি মোহিত হইলেন। সঙ্গীতের মোহন রবে আকাশ ভাসিয়া গেল। তাঁহার নিদ্রিত প্রাণ জাগ্রত হইল, প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যানল উদ্দীপ্ত হইয়া পড়িল। গাথা শুনিতে শুনিতে তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, সঙ্গীতের স্বর লহরী তাঁহাকে অভিভূত করিল, জীবনের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল। জীবনের পূর্ব্ব কথা ভাবিতে ভাবিতে উন্মনা হইয়া পড়িলেন, জীব-

নের উচ্চলক্ষ্য উজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। এই দিন হইতে তাঁহার প্রফুল্লতা চলিয়া গেল, চিন্তা মেঘে তাঁহার মুখ মলিন হইল, চিন্তা দিন দিন প্রবলতর হইয়া অন্য সকল কার্য্য গ্রাস করিয়া ফেলিল। গোপা কত চেষ্টা করিলেন, এ চিন্তা অপসারিত হইল না। প্রাণে গভীর ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে অমৃতান্ন ব্যতীত এ ক্ষুধার নিবৃত্তি কোথায়?

সিদ্ধার্থ দেখিলেন তিনি দিন দিন ঘোর সংসারী হইয়া পড়িতেছেন, মায়ার দুশ্ছেদ্য জাল তাঁহার হৃদয় ভূমিতে বিস্তৃত হইয়াছে, যে আমোদ আহ্লাদ বিষবৎ মনে করিতেন তাহাই তাঁহার আনন্দের কারণ হইতেছে। অতএব আর নয়, সময় থাকিতে বিষবৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে, এই ভাবিয়া পুনরায় নির্জ্জন প্রদেশে বসিয়া ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধ্যানের অদ্ভুত শক্তিতে তাঁহার মনশ্চক্ষু খুলিয়া গেল, সংসারসুখ ক্রমেই বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন এ সংসারে সকলই অনিত্য, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এ জীবন কাষ্ঠঘর্ষণোৎপন্ন অগ্নি-কণা সদৃশ। ইহা প্রজ্বলিত হইয়াই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়—কেহ জানে না কোথা হইতে এ জীবন আসিল, কোথায়ইবা চলিয়া গেল। এ জীবন বেণুরব সদৃশ ইহার উৎপত্তি ও বিলয় স্থান জ্ঞানীগণের বুদ্ধির অগম্য। এই অনিত্যতার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন নিত্যপদার্থ আছে

যাহা প্রাপ্ত হইলে মানুষ শান্তি লাভ করে। যদি আমি তাহা প্রাপ্ত হই, আমি মানুষের নিকট নূতন আলো আনায়ন করিতে পারি, যদি আমি নিজেমুক্ত হই, অপর সকলকে মুক্তির পথ দেখাইতে পারি এই ভাবিয়া সিদ্ধার্থ গভীর চিন্তাসাগরে মগ্ন থাকিতেন।

সিদ্ধার্থকে সর্ব্বদা চিন্তা মগ্ন দেখিয়া গোপার হৃদয় বিচলিত হইল। এক দিন গোপা সিদ্ধার্থের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। অর্দ্ধ রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায় এমন সময় তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, সমুদয় পৃথিবী কম্পিত হইতেছে, বৃক্ষ সকল মারুতভরে উন্মূলিত হইয়া মৃত্তিকাশায়ী হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী কক্ষ চ্যুত হইয়া অবনীতলে পতিত হইয়াছে, আপনার সুচিকণ কবরী ছিন্ন হইয়াছে, দক্ষিণ হস্তে মুকুট বিধ্বংসিত হইয়াছে, হস্তপদ ও পরিধান বস্ত্র খসিয়া পড়িয়াছে, মুক্তাহার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, শয়নখট্টা ভূমিশায়ী হইয়াছে, সুন্দর রাজছত্র দণ্ড ভগ্ন হইয়াছে, ভর্ত্তার আভরণ, বসন ও মুকুট, শয্যার নিকটে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, ঘন ঘন উল্কাপাত হইতেছে, নগরী গভীর তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে, রত্ন খচিত সুশোভনা গবাক্ষ জালিকা ছিন্ন হইয়াছে, মহাসাগর সংক্ষোভিত হইয়াছে। গোপা এই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দর্শনে চমকিয়া উঠিয়া স্বামীকে স্বপ্ন বিবরণ বলিলেন এবং ভয়ত্রস্তা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ! ঈদৃশ স্বপ্ন দর্শনে আমার কি ঘটিবে বল, আমার স্মৃতি ভ্রান্ত আমার মন শোকার্ত্ত হই-

য়াছে। "সিদ্ধার্থ ইহা শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়া গললগ্না গোপাকে সস্নেহ ভাবে বলিলেন "প্রিয়ে! তুমি প্রমুদিতা হও, তোমার কোন পাপ নাই। পুণ্যাত্মারাই ঈদৃশ স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকেন। তুমি সকলের পূজিতা ও ক্লেশ শত্রু বিনাশের কারণ হইবে। আমি মোহবিদ্যান্ধকারে প্রজ্ঞা-লোক প্রজ্জ্বলিত করিব। প্রিয়ে হৃষ্ট হও, খেদ করিও না আমি সকলের দুঃখ মোচনের জন্য এ জীবন অর্পণ করিব। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ প্রাণী মহাক্লেশে জীর্ণ শীর্ণ, কে তাহাদের দুর্গতির কথা একবার ভাবিয়া দেখে? আমি মানবের মহা-দুঃখ দেখিয়া আর সংসার সুখে মত্ত থাকিতে পারি না, অনিত্য সুখ ভোগে আমার লালসা নাই। এই বসুমতী আমার শয়নশয্যা, শৈল শৃঙ্গ আমার মস্তকের উপাধান হউক। প্রকৃতির জল আমার পানীয়, বন ফল আমার আহার হউক। নরনারী আমার ভ্রাতা ভগিনী, পশু পক্ষী আমার বন্ধু জন হউক। প্রাণাধিকা গোপা! আমি আর কি চাই, আমার আর কিছুতে সুখ নাই, তুমি প্রহৃষ্ট হও, জীব-নের মহান্ ব্রতে আমার সহায় হও।" এই বলিতে বলিতে সিদ্ধার্থ রোদন করিতে লাগিলেন। পতিপ্রাণা গোপা স্বামীর গলদেশ ধরিয়া নীরবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিলেন। স্বামীকে এমন মহৎ কার্য্য হইতে কিরূপেই বা প্রতিনিবৃত্ত করেন, কিরূপেই বা স্বামীকে সংসার হইতে বিদায় করিয়া একাকী এই ভবারণ্যে জীবন অবসান করেন। জগতের

দুঃখে প্রাণাধিক স্বামী ম্রিয়মাণ, সংসার ছাড়িলে যদি তাঁহার চিরবিষণ্ণ বদন প্রফুল্ল হয়, তাহাতে সহস্র দুঃখ হয় হউক, স্বামীর বিন্দু পরিমাণ সুখ উৎপাদন করিতে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয় তাহাতেই বা ক্ষতি কি, তথাপি স্বামীর দুঃখ ও রোদন আর প্রাণে সয় না। পতিপ্রাণা সতী আজ এই সঙ্কল্প করিলেন, স্বামীর পথে আর প্রতিবন্ধক হইবেন না, স্বামীর সুখের জন্য জীবন সর্ব্বস্ব পণ করিলেন।

শুদ্ধোদনের নির্ম্মল হৃদাকাশে পুনরায় মেঘ সঞ্চার হইল। পুত্রকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সিদ্ধার্থ এতদিন উদাসীন সংসারী ছিলেন, চারিটি সামান্য ঘটনা তাঁহাকে অবশেষে সংসার ছাড়া করিল।

এক দিন সায়ংকালে সিদ্ধার্থ বহু জন সমভিব্যাহারে নগরের পূর্ব্ব তোরণ দিয়া প্রমোদ কাননে গমন করিতেছেন, পথিমধ্যে জরাগ্রস্ত, বার্দ্ধক্যভারে প্রপীড়িত একজন বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারথি, এ খর্ব্বকায় দুর্ব্বল পুরুষ কে? ইহার রক্ত মাংস সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, স্নায়ু সকল চর্ম্ম ভেদ করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার শুক্লকেশ, হীন দন্ত ও ক্ষীণদেহ। দেখ যষ্টি খণ্ডের উপর ভর দিয়া কত কষ্টে স্খলিত পদে গমন করিতেছে।"

সারথি উত্তর করিল, "দেব! ঐ ব্যক্তি জরাভিভূত হইয়া ক্ষীণেন্দ্রিয়, সুদুঃখিত, বলবীর্য্যহীন, কার্য্যাক্ষম ও অসহায় হইয়া

পড়িয়াছে। বন্ধুজন নিবিড় বনস্থ শুষ্ক শাক সদৃশ ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।"

কুমার সারথির কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কি এই ব্যক্তির কুলধর্ম্ম, না সমুদয় জগতেরই এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে? ইহার প্রকৃত কথা আমাকে শীঘ্র বল, তদনুসারে ইহার কারণ নির্দ্ধারণে নিযুক্ত হইব।"

সারথি বলিল "দেব! ইহা কুলধর্ম্ম বা রাজধর্ম্ম নহে। জরা জগতীস্থ প্রত্যেক জীবের যৌবন বিনাশ করে। আপনি, আপনার পিতা, মাতা, জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গ সকলেই জরার অধীন, কাহারও গত্যন্তর নাই।"

এতৎ শ্রবণে কুমার বলিলেন "অবোধ জনের বুদ্ধিকে ধিক্। হায়! আমরা কি মূঢ়। যৌবন মদে মত্ত হইয়া এ শরীরের পরিণাম একবারও ভাবিয়া দেখি না। সারথি! আর নয় রথবেগ সম্বরণ কর। জরা যাহাকে একদিন আক্রমণ করিবে তাহার আবার ক্রীড়ামোদে প্রয়োজন কি?" এই বলিয়া রাজকুমার চিন্তাকুল মনে গৃহে ফিরিলেন। শুদ্ধোদন কুমারের প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ শ্রবণ করিয়া সশঙ্কিত হইলেন। গায়ক ও নর্ত্তকীদিগকে কুমারের বিনোদনার্থ নিয়োজিত করিলেন। পুত্রবৎসল শুদ্ধোদন মনে করিয়াছেন আমোদতরঙ্গে মত্ত রাখিয়া কুমারকে বৈরাগ্য চিন্তা হইতে বিরত করিবেন।

আর এক দিন কুমার নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া প্রমোদ উদ্যানে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সারথি! বিকটরূপ, বিবর্ণ-গাত্র, বিকলেন্দ্রিয়, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগকারী, সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক, উদরাময়গ্রস্ত, অতিক্লিষ্ট, স্বীয় মূত্রপুরীষোপরি শয়ান এ ব্যক্তি কে?

সারথি বলিল, "হে দেব! এ ব্যক্তি অতি কাতর, ব্যাধি-ভীত, ইহার মৃত্যুকাল উপস্থিত। এ ব্যক্তির আর আরোগ্য নাই, ইহার তেজ নাই, বল নাই, ত্রাণ নাই, এ ব্যক্তি নিতান্ত অসহায় ও নিরাশ্রয়।" কুমার বলিলেন "সুস্থাবস্থা স্বপ্নক্রীড়ার ন্যায় অনিত্য, ব্যাধিভয় কি ভয়ঙ্কর অবস্থা আনায়ন করে, কোন্ বিজ্ঞজন এই অবস্থা দর্শন করিয়া আমোদ আহ্লাদে মত্ত হইতে পারে?" কুমারের প্রমোদ কাননে যাওয়া হইল না। অতি উন্মনস্ক হইয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন; শুনিয়া রাজার প্রাণ শুকাইয়া গেল।

আর একদিন রাজকুমার নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া উদ্যানভূমিতে গমন করিতেছেন, এমন সময় খট্টার উপর বস্ত্রাবৃত এক মনুষ্য শরীর দেখিতে পাইলেন। বহুসংখ্যক লোক তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতেছে, অবিরল ধারে তাহাদিগের অশ্রুজল পড়িতেছে, অসহ্য দুঃখে কেশ পাশ ছিন্ন করিতেছে, তাহারা ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইতেছে, হৃদয় বিদারক করুণ বিলাপের সহিত

বক্ষঃস্থল করাঘাতে বিদীর্ণ করিতেছে। এই ভীষণ দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া রাজকুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারথি! এ কি? ইহারা মঞ্চোপরি শায়িত একটি পুরুষকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহাদিগের কেশ আলুলায়িত, ইহারা মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে, বক্ষে করাঘাত করিতেছে, বিবিধ বিলাপধ্বনিতে সকলকে শোক সাগরে ভাসাইতেছে।"

সারথি বলিল, "হে দেব! এব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। এ ব্যক্তি আর পৃথিবীতে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র দেখিতে পাইবেনা। পিতা, মাতা, মিত্র, জ্ঞাতি, গৃহ ও সুখ সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছে। আর আত্মীয় স্বজনকে দেখিতে পাইবেনা।"

সারথির কথা শ্রবণ করিয়া কুমার শোকার্ত্ত হইয়া বলিলেন, "জরা জর্জ্জরিত যৌবনকে ধিক্, বিবিধ ব্যাধি-পরাহত স্বস্থতাকে ধিক্, অনিত্য এই জীবনকে ধিক্, আমোদ রত পণ্ডিতজনকেও ধিক্। যদি জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকিত তাহাতেই বা কি? সংজ্ঞা থাকাই মানবের দুঃখের কারণ। জরাব্যাধি ও মৃত্যু যখন নিত্য সঙ্গী তখন আর কি? গৃহে ফিরিয়া চল, মুক্তির উপায় ভাল করিয়া চিন্তা করিব।"

আর একদিন রাজকুমার উত্তর দ্বার দিয়া বিলাসভবনে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে এক অপরূপ মনুষ্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারথি! এই প্রশান্তচিত্ত

শান্ত পুরুষ কে? ইহাঁর চক্ষু কখনও উৎক্ষিপ্ত হয় না, ইহাঁর বদন অবনত, পরিধান কাষায় বস্ত্র, হস্তে ভিক্ষাপাত্র, [illegible] সুপ্রশান্ত, ইহাঁর মূর্ত্তি বিনয় ও নম্রতার আধার। একি অপরূপ মনুষ্য দর্শন করিলাম!"

সারথি বলিল, "দেব! এ ব্যক্তি ভিক্ষু। ইনি সংসারের সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুবিনীত ইহাঁর আচরণ, ইনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন, সকলকে আপনার তুল্য দর্শন করেন, রাগ দ্বেষ পরাজয় করিয়াছেন, ভিক্ষায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজকুমার বলিলেন, "প্রাণের তৃপ্তিদায়ক কথা তুমি বলিয়াছ। পণ্ডিতেরা সর্ব্বদা প্রব্রজ্যার প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই প্রব্রজ্যাতে আপনার ও পরের হিত হয়, জীবন সুখের হয়, সুমধুর অমৃতফল লাভ হয়।"

কুমার আজ আর গৃহে ফিরিলেননা। জীবনের ইতি-কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য নির্জ্জন উদ্যানভবনে গমন করিলেন। বাল্যকাল হইতেই ভোগ সুখে কুমারের আসক্তি ছিল না। কুমারের সকলই অনিত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। সংসার তাঁহাকে সুখী করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। এই ভবসাগরে পড়িয়া চারিদিক শূন্য দেখিতেছিলেন, একটি আশ্রয়ের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। এই অশান্তির অবস্থায় বার্দ্ধক্যের ক্লেশ, ব্যাধির যন্ত্রণা, জীবনের পরিণাম দর্শন

করিয়া সংসারের প্রতি আরো বীতরাগ হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে সংসারের সুখ দুঃখের অতীত, সদানন্দ ভিক্ষুর প্রশান্ত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, সকল অনিত্যতার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় পাইয়াছি। আমিও এই ভিক্ষুর পথ অবলম্বন করিব, অন্য লোককেও এই পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিব। ভাবিয়াছিলাম সংসারী হইয়া লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দিব, এখন দেখিতেছি তাহা হইবার নহে। জীবন মন উৎসর্গ না করিলে দেশব্যাপী অধর্ম্ম হইতে লোককে রক্ষা করা যাইবে না। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মপালন সম্ভব বটে কিন্তু সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া উদাসীন না হইলে, ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হইয়া বাহির না হইলে ধর্ম্ম বিহীন মানবদিগকে সৎপথে আকর্ষণ করা যাইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়।

নবীন সন্ন্যাসী।

প্রবল ঝটিকা বহিতেছে, দিন যায়, রাত্রি যায় এ ঝটিকার নিবৃত্তি হইলনা। যত দিন যায় ঝড়ের বেগ তত প্রবল হইতে লাগিল। যত দিন যায় হৃদয়ের তুমুল আন্দোলন ঘোরতর হইয়া আসিল। কুমার বিজন উদ্যান ভবনে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আন্দোলনের শেষ মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য বিশাল

বৃক্ষতলে উপবেশন করেন, প্রাতঃ সূর্য্য মধ্যাহ্নাকাশ সমুজ্জল করে, মধ্যাহ্ন সূর্য্য দিক্‌দিগন্ত বিষাদান্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়া পশ্চিমে চলিয়া পড়ে, অস্তমিত সূর্য্য অন্ধকারময় দেশ স্বীয় তেজে দীপ্তিমান করিয়া পুনরায় পূর্ব্বাকাশে কিরণ ছটা বিকীর্ণ করিতে থাকে, তথাপি কুমার সে বৃক্ষতল পরিত্যাগ করেন না। অনাহারে অনিদ্রায় দিন যামিনী অতিবাহিত হইতে লাগিল কিন্তু কুমারের হৃদয় মধ্যে যে তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল তাহার আর নিবৃত্তি হইল না। সংসারে থাকিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না কিন্তু পিতার স্নেহময় প্রাণে কি প্রকারে আঘাত করিবেন, মাতৃসমা গৌতমীর স্নেহবন্ধন কিরূপে ছিন্ন করিবেন, পতিপ্রাণা গোপাকে কি বলিয়া জন্মের মত ছাড়িয়া যাইবেন, এই চিন্তা তাঁহাকে নিদারুণ ক্লেশ দিতেছিল। এক একবার মন দৃঢ় হইয়া উঠে আর পিতার অপার স্নেহ, তাঁহার করুণ বদন মনে উঠিয়া সকল দৃঢ়তা বিলীন করিয়া ফেলে। কত বার সংসার পরিত্যাগের জন্য তাঁহার মন দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া উঠিল কিন্তু গোপার কথা যখন মনে উঠিত—যে গোপা স্বামী ভিন্ন আর কাহাকে জানে না, যে গোপা স্বামীকেই একমাত্র জীবনের আশ্রয় করিয়াছে, যে গোপা এক দিনের জন্যও কখনও কোন কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেনাই, যে গোপা ভালবাসায় গঠিত, সেই গোপার কথা যখন মনে উঠিত, তখন সকল সঙ্কল্প আকাশে মিশিয়া যাইত। কিন্তু অপর

দিকে এ জীবনধারণ দুর্ব্বিসহ ভারবোধ হইয়া পড়িল, এ পাপপ্রবণ প্রাণ লইয়া বাস করা দুরূহ হইয়া উঠিল; দেশের মধ্যে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের রাজত্ব দেখিয়া, নরনারীর প্রাণ দিবানিশি জরা ব্যাধি ও মৃত্যু যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে দেখিয়া, অসার বস্তু লইয়া কোটি কোটি মানব দিন যামিনী যাপন করিতেছে দেখিয়া কুমারের প্রাণ দারুণ দুঃখে পরিতপ্ত হইত এবং মুক্তির উপায় চিন্তনে এবং নরনারীর দুঃখ বিমোচনে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইত, সকল সুখ বিসর্জ্জন করিয়া আপনার ও পরের প্রকৃত হিতের জন্য পৃথিবীর সকল দুঃখ নিজের মস্তকে বহন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইত।

সিদ্ধার্থের হৃদয় মধ্যে এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, গোপা এক পুত্র প্রসব করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ এ সংবাদ শ্রবণমাত্র বলিয়া উঠিলেন আর একটি বন্ধন উপস্থিত হইল। পুত্রমুখ নিঃসৃত এই কথা লোক মুখে শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন আমার পৌত্রের নাম রাহুল হউক। সিদ্ধার্থ দেখিলেন, যে সংসার বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ দিবানিশি আকুল, সেই সংসারের আর একটি নূতন বন্ধন উপস্থিত হইল। আর কিছুদিন সংসারে বাস করিলে আরো কত বন্ধন উপস্থিত হইবে এই ভাবিয়া শীঘ্র সংসার ত্যাগের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। পুত্রের জন্ম সংবাদে কুমার বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া রাজভবনে,

গমন করিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন নগরী শুভসংবাদে উৎসব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। শাক্যগণ জয়োল্লাসে চতুর্দ্দিক কম্পান্বিত করিতেছে। সিদ্ধার্থের আগমনসংবাদে রমণীগণ মঙ্গলগীতে তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য গৃহের গবাক্ষ ও ছাদে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, সুসজ্জিত রাজবর্ত্মের পার্শ্বস্থিত গৃহ হইতে পুষ্পগুচ্ছ ও কুসুমমালিকা অবিরল ধারে রাজকুমারের উপর বর্ষিত হইতেছে। নগর রমণী কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীতলহরী ও পুষ্পাসব-গন্ধে আমোদিত হইয়াছে। সমুদয় আনন্দ কোলাহল ভেদ করিয়া কৃশা গৌতমী নাম্নী কোন শাক্যকুমারী গাইতেছিলেন "এমন পুত্র যাহাদের সে পিতামাতা সুখী, এমন স্বামী যাহার সে রমণী সুখী"। এ সুমধুর সঙ্গীত সিদ্ধার্থের মনোযোগ আকর্ষণ, এ আমোদ উল্লাসের মধ্যে তাঁহার চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিল। পাপভারে যাহার প্রাণ আক্রান্ত সে কি আবার এ পৃথিবীতে সুখী? মোহাচ্ছন্ন হইয়া তাহারা ইহকাল ও পরকালের অশেষ দুর্গতি আনায়ন করিতেছে, আশুসুখের জন্য জীবন মহাদুঃখে নিমজ্জিত করিতেছে। যখন বাসনানল নির্ব্বাপিত হয়, তখন মানুষ সুখলাভ করে, যখন মোহ ও দ্বেষাগ্নি নিঃশেষিত হয় তখন মানুষ সুখী হইতে পারে; যখন গর্ব্ব, পাপ ও কুসংস্কারসম্ভূত মনোবিকার তিরোহিত হয় তখনই মানুষ সুখের মুখ সন্দর্শন করে। এই চিন্তায় কুমার আপনাতে আপনি ডুবিয়া

গেলেন। এই অলীক আনন্দ কোলাহলের মধ্যে যে তাঁহার হৃদয়সঙ্গীত গান করিল, যে উঁহাকে জীবনের মর্ম্ম কথা স্মরণ করাইয়া দিল, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া নিজের গলদেশের মহামূল্য হার তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। শাক্য কুমারী আকাশে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিল হতভাগিনী মনে করিল "সিদ্ধার্থ তাঁহার সৌন্দর্য্যে মজিয়া প্রেমচিহ্ন পাঠাইয়াছেন।" কুমার তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজকুমার আমোদতরঙ্গ ভেদ করিয়া একেবারে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। কলকণ্ঠা রমণীগণের গীত ধ্বনি, বীণার মধুর বাদ্যধ্বনি, বিহঙ্গের কলধ্বনি তাঁহার উদ্ভ্রান্ত মনকে প্রশান্ত করিতে কত প্রয়াস পাইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কুমারের মন কিছুতেই আত্মসঙ্কল্প বিস্মৃত হইল না। তিনি জীবনের মহাব্রত নিরীক্ষণ করিয়াছেন, কে তাঁহার ব্রত ভঙ্গ করে? স্বর্গীয় বলে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন কে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে? তিনি সংসারত্যাগে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন কিন্তু পিতার অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিলে পিতার করুণ প্রাণে দারুণ শেল বিদ্ধ হইবে, এই ভাবিয়া অশ্রুজলে মুখমণ্ডল অভিষিক্ত করিয়া পিতার নিকট মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

পুত্রবৎসল শুদ্ধোদন পুত্রের নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া হতচেতন হইলেন। বহুক্ষণ পরে চেতনা পাইয়া অশ্রুপূর্ণ

নয়নে অর্দ্ধস্ফুটভাবে বলিলেন, "প্রিয়বৎস! সংসার ত্যাগে তোমার কি প্রয়োজন, তোমার কিসের দুঃখ, সংসারে তোমার কিসের অভাব? এমন গুণবতী রূপবতী জীবনতোষিণী ভার্য্যা, এমন লাবণ্যের লীলাভূমি দিব্যকান্তি তনয়, তোমার কিসের দুঃখ? তোমার এ অনুপম রূপ যৌবন, এ বয়সে কি যোগীর বেশ শোভা পায়? পুষ্পাঘাতে যে শরীর মলিন হইয়া যায়, সে শরীরে কি ভিখারীর পরিধেয় সহ্য হয়? প্রাণাধিক! তোমাকে পাইয়া আমি হাতে স্বর্গ লাভ করিয়াছি, তোমাকে পাইয়া আমি প্রাণসমা প্রেয়সীর মৃত্যু যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়াছি, তুমি আমার দুঃখের ধন অমূল্য রতন। তুমি আমার বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন, অন্ধের যষ্টি। আমাকে ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে? তোমা ছাড়া আমার ধন জন জীবনে প্রয়োজন নাই। জীবন সর্ব্বস্ব ধন! আমাকে পরিত্যাগ করিও না।" এই বলিতে বলিতে রাজার বাক্‌রোধ হইল। অজস্রধারে অশ্রুজল গণ্ডদেশ ভাসাইয়া মেদিনী সিক্ত করিতে লাগিল। সিদ্ধার্থও পিতার দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। শোকের প্রথমে উচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ প্রশান্ত হইলে উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে রাজা বলিলেন "কেন তুমি সংসারত্যাগী হইবে বল? তুমি যাহা চাও তাহাই দিব, আমাকে এই রাজ্যকে এই রাজকুলকে অনুগ্রহ কর, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না।" কুমার বলিলেন "আমায় চারিটী বরদান করুন। যদি আমার

ভিক্ষা পূর্ণ করিতে পারেন আমি গৃহে থাকিব নতুবা আমার সংসারে থাকিবার আর উপায় নাই। আমার ভিক্ষা এই, জরা যেন আমাকে আক্রমণ না করে, যৌবন যেন চিরস্থায়ী হয়, সর্ব্বদা যেন সুস্থ থাকি ব্যাধি যেন কখনও স্পর্শ করিতে না পারে, আমার আয়ু যেন অমিত হয়, মৃত্যু যেন নিকটে না আসে। জরা ব্যাধি ও মৃত্যু ভয়ে আমি শঙ্কিত হইয়াছি। কি করিলে ইহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই বলুন, আমি গৃহত্যাগী হইব না।" রাজা পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া শোকার্ত্ত হৃদয়ে বলিলেন "জরা ব্যাধি ও মৃত্যু ভয় হইতে রক্ষা করি আমার এমন শক্তি কি আছে? কল্পান্ত তপস্যাকারী ঋষিগণও ইহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।" তখন কুমার বলিলেন "যদি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে না পারেন তবে আমায় আর একটি বর দিন। তৃষ্ণাসম্ভূত পুত্র স্নেহ ছিন্ন করুন, জগতের দুঃখমোচনে এ জীবন উৎসর্গ করিতে আমাকে অনুমতি দিন।" পুত্রের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদন আর্ত্তস্বরে চতুর্দ্দিক শোকার্ত্ত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পুত্রের গলদেশ ধরিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কত ক্রন্দন করিলেন। কিন্তু সকলই বিফল হইল। রাজার রোদনে পাষাণ বিগলিত হইল কিন্তু সিদ্ধার্থের মন টলিল না। রাজার বিলাপবচনে সিদ্ধার্থের আয়তলোচন জলধারা বিসর্জ্জন করিল কিন্তু উপগ্রীতার্থে স্থিরনিশ্চয় মন ফিরিল না। যখন সকল চেষ্টা

হাথ হইল, তখন শোকবিদগ্ধহৃদয়ে সাশ্রুনয়নে পুত্রকে উদাসীন হইতে অনুমতি দিলেন। ধর্ম্মলাভের জন্য পুত্রের অদম্য আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া ধার্ম্মিক পিতা একমাত্র পুত্রকে বনবাসী হইতে অনুমতি দিলেন। সিদ্ধার্থ ভক্তির সহিত পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং অন্তঃপুরে গমন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে শয়ান হইলেন।

এদিকে শুদ্ধোদন পুত্রকে সন্ন্যাসী হইতে অনুমতি দিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। একএকবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, আবার চেতনা পাইয়া বিলাপধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমোদ কোলাহল থামিয়া গেল, নগরী বিষাদ মূর্ত্তি ধারণ করিল। শাক্যগণ সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিল "মহারাজ! নিশ্চিন্ত হউন, কুমারকে আমরা রক্ষা করিব। তিনি একাকী আমরা শতসহস্র। তাঁহার কি শক্তি গৃহ হইতে পলায়ন করেন।" পঞ্চশত শাক্যবীর সশস্ত্র হইয়া কুমারের রক্ষার জন্য গর্জ্জনাদ করিল। সে আস্ফালন শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদনের উদ্বেলিত প্রাণ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। শাক্যবীরগণ কেহ গজে কেহ অশ্বে আরোহন করিয়া নগরের চতুর্দ্বার রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইল। কুমার গৃহত্যাগী হইবেন, এসংবাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। মহাপ্রজাবতী গৌতমী চেটীদিগকে আহ্বান করিলেন। শত প্রদীপ প্রজ্জলিত হইল। অন্ধকার স্থান দিবালোকের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। দাস দাসী সকলেই প্রতিজ্ঞা

করিল, সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া কুমারকে রক্ষা করিবে। নর্ত্তকীগণ মনোহারিণী ভূষায় অলঙ্কৃতা হইয়া সিদ্ধার্থের শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিবিধ হাবভাব ও লীলা সহকারে সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে লাগিল। রমণীগণ বিবিধ রসে অঙ্গ বিক্ষেপ করিয়া, বিবিধরূপে বঙ্কিমকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহার উদাস প্রাণ হরণ করিতে চেষ্টা করিল, তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত মনকে প্রশান্ত করিতে প্রয়াস পাইল কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অচল অটল মন চঞ্চল হইল না। রাজকুমার নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। "যাঁহার জন্য আমাদের এত ক্লেশ তিনি বিঘোর নিদ্রায় অচেতন অতএব আর নৃত্যে প্রয়োজন কি?" এই বলিয়া রমণীগণ সেই গৃহে শায়িত হইল। গৃহ ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া উজ্জ্বল দীপমালা ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া গেল। রজনী যখন দ্বিপ্রহরা, যখন জীবজন্তু নিদ্রার সুকোমল অঙ্কে বিশ্রাম করিতেছিল, রজনীর বিশাল নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কেবল নিশাচর প্রাণীদিগের বিকট গর্জ্জন শুনা যাইতেছিল, তখন সিদ্ধার্থ ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে উপবেশন করিলেন। চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া দেখিলেন, সুষুপ্ত নর্ত্তকীগণের মধ্যে কেহ বিবস্ত্র হইয়া বীভৎস বেশ ধারণ করিয়াছে, কেহ সুচিক্কণ কবরীগ্রন্থি ছিন্ন হওয়াতে কেশজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াছে, কাহারও আভরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কাহারও বদনে বিকট ভঙ্গী, নয়ন ঘূর্ণায়মান হইয়া

ভীতি উৎপাদন করিতেছে। কেহ অমানুষ হাস্য করিতেছে, কেহ প্রলাপ বকিতেছে, কেহ দন্তঘর্ষণে কড়মড় শব্দ করিতেছে, কাহারও বদন হইতে লালা নিঃসৃত হইতেছে, কাহারও নাসিকাশব্দে গৃহ শব্দায়মান হইয়াছে। গৃহমধ্যে এই শ্মশানমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সিদ্ধার্থ মানবশরীরের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। যে সকল রমণীদেহ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অপরূপ বেশে মনোহরণ করিতেছিল, সেই দেহলতিকার এই বীভৎস বেশ দর্শন করিয়া সিদ্ধার্থের প্রাণে ভোগবিলাসের প্রতি মহাঘৃণা সঞ্জাত হইল। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "এ রাক্ষসীগণের সঙ্গে মানুষ কি প্রকারে সুখভোগ করে। ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই; আমি চির বিদায় গ্রহণ করি। দুর্ম্মতি জীবগণ পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া মোহান্ধকার হইতে মুক্ত হইতে পারেনা।" এই শ্মশানদৃশ্য দর্শন করিয়া সিদ্ধার্থের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। তিনি জীবনের লক্ষ্য স্মরণে নিযুক্ত হইলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, প্রাণীবৃন্দকে তৃষ্ণার দুশ্ছেদ্য নিগড়বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন, অজ্ঞানপটলতিমিরাবৃতনয়ন সংসারী লোকের অবিদ্যান্ধকার বিদূরীত করিয়া ধর্ম্মালোকে তাহাদিগের প্রজ্ঞাচক্ষু বিশুদ্ধ করিবেন, গর্ব্বস্ফীত মানোন্মত্ত জনগণের অহঙ্কার বিনাশ করিবেন, এবং সংসার বাসনা তিরোহিতকারী হৃদয়মনতৃপ্তকারী নূতন ধর্ম্ম প্রকাশ করিবেন।"

জীবনের উচ্চলক্ষ্য ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, আত্মবিসর্জ্জনের দুর্জ্জয়বাসনা, পাপেরপ্রতি অপরিসীম ঘৃণা, ধর্ম্মের জন্য অজেয় তৃষ্ণা, জীবেরপ্রতি অপারকরুণা উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহাকে অভিভূত করিল। সুষুপ্তা নারীগণের প্রতি পুনরায় তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। এবার তাহাদিগের জন্য মহাকরুণা উপস্থিত হইল। উৎসর্গীকৃত বধ্য পশুর ন্যায় এই রমণীগণ ইন্দ্রিয়পাশে বদ্ধ হইয়াছে, মহাপঙ্কনিমগ্ন দুর্ব্বল হস্তীর ন্যায় মহামোহে নিমজ্জিত হইয়াছে, দীপশিখানিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় ইহারা বাসনানলে ভস্মীভূত হইতেছে, জালবদ্ধমীনের ন্যায় ইহারা প্রলোভনে ধড়ফড় করিতেছে, মহাসমুদ্রে ভগ্নতরীর ন্যায় ইহাদিগের জীবন মগ্নপ্রায় হইয়াছে, কৃষ্ণপক্ষের শশীর ন্যায় ইহাদিগের জীবন যৌবন বিশুষ্ক হইতেছে, মূত্রপুরীষমধ্যে ক্রীড়মান কীটের ন্যায় ইহারা অসার আমোদে সুখী হইতেছে। হায়! ইহাদিগের কি কষ্ট! ইহাদিগের জীবনের পরিণাম কি ভয়ঙ্কর। কে জীবের এ দুর্দ্দশা মোচন করিবে? কি উপায়ে জীবের এ দুর্দ্দশা ঘুচিবে? এই জীব শরীর কি অসার, এ শরীরের অভ্যন্তর অস্র মেদ মূত্র পুরীষে পরিপূর্ণ। প্লীহা যকৃৎ পিত্তরস মজ্জা স্নায়ু ধমনী হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস্ সর্ব্বদা বিকৃতরূপে সঞ্চালিত হইতেছে, রক্তস্রোত প্রবলবেগে প্রধাবিত হইতেছে, নানাপ্রকার কীট এ শরীরে বাস করিতেছে। এ শরীরের অভ্যন্তর দর্শন করিলে কাহার

না ভীতি সঞ্চার হয়? এই অসার শরীরের জন্য মানুষ কি পাপেই না মগ্ন হয়? ইহা ভাবিতে ভাবিতে জীবের দুঃখে ম্রিয়মাণ সিদ্ধার্থের গণ্ডদেশ বহিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাগণ জীবের পাপবিনাশার্থ আত্মবলিদান করিয়াছেন, তাহাদিগের সুমহৎ জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া এখন সংসারত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন রজনী চন্দ্রালোকে ভাসিতেছে। জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই সকলেই নিদ্রিত, কেবল সুদূরে অনন্ত আকাশে চন্দ্রমা ও নক্ষত্রগুলির নিদ্রা নাই, তাহারা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। সিদ্ধার্থ অনিমেষলোচনে অসীম আকাশে দৃষ্টি করিয়া অনন্তে বিলীন হইয়া গেলেন, পৃথিবীর জন্য তাঁহার জীবন, এই সত্য উপলব্ধি করিলেন।

তিনি বাহিরে দৃষ্টিকরিয়া দেখিলেন দ্বারসন্নিকটে সতর্ক হইয়া কে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আহ্বান করাতে সারথি ছন্দক উপস্থিত হইল। তাহাকে বলিলেন "এই রজনীতেই আমি গৃহত্যাগ করিব। তুমি অশ্ব প্রস্তুত কর। বাল্যকাল হইতে যে জন্য আমার প্রাণ ক্রন্দন করে অদ্য তাহা লাভ করিব। ছন্দক বিলম্ব করিও না, শীঘ্র অশ্ব প্রস্তুত করিয়া আন।"

রাজকুমারের নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া ছন্দকের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল—তাহার আর বাক্য সরিল না। রুদ্ধকণ্ঠে শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া বলিল "রাজকুমার! এমন

নিদারুণ কথা বলিবেননা, এ মৃণালকোমলদেহ, এ শশাঙ্ক বদন, এ কমলদলশোভনলোচন একি তপস্যার যোগ্য? আপনি এ দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করুন, আমাদিগের জীবন রক্ষা করুন।"

সিদ্ধার্থ বলিলেন "ছন্দক! কে সাধ করিয়া এমন প্রাণপ্রিয় স্ত্রী, প্রাণসম পুত্র, স্নেহময় পিতাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? সংসারে আমার মতি নাই, নানা ভোগবিলাসে পরিবেষ্টিত থাকিয়া আমি তাহাতে নির্লিপ্ত ছিলাম, নানা সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিয়াও আমার মন তৃপ্ত হইত না। যাহাতে মন তৃপ্ত নয় তাহা লইয়া কেন এ জীবন যাপন করিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এ জীবন তপস্যায় নিযুক্ত করিব, এ চেষ্টায় যদি শরীর ধ্বংস হয় তাহাও শ্লাঘ্য মনে করি। ধর্ম্মহীনতা আর সহ্য হয় না—জীবের দুঃখ আর সহিতে পারিনা, ছন্দক! গৃহত্যাগে তুমি আমার সহায় হও, তপস্যার বিঘ্ন হইও না।"

ছন্দক বলিল "দেবেন্দ্র বা মনুষ্যেন্দ্র হইবার জন্যই লোকে দুষ্কর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হয়। আর্য্যপুত্রের তাহার কিছুরই অভাব নাই। বহুজনসমাকীর্ণ, বহুঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ এই রমণীয় নগর, নানাবিধ পুষ্প ফল মণ্ডিত ও বিহগ গুঞ্জিত প্রমোদ উদ্যান, কুমুদ কহ্লার পরিশোভিত সরোবর, কৈলাসপর্ব্বত সদৃশ মহাপ্রাসাদ, রত্নকিঙ্কিণী জালসমীরিত অন্তঃপুর, বিবিধবাদিত্রসংযোগে হাস্যলাস্য ক্রীড়িত অমিত

স্থথিত উপাচার, এ সকল থাকিতে আপনার তপস্যার প্রয়োজন কি? দেবপুত্রের এমন তরুণ যৌবন, কোমল শরীর, কৃষ্ণকেশ। এখন ক্ষান্ত হউন বৃদ্ধবয়সে তপস্যা করিবেন।”

কুমার বলিলেন “বাসনা সম্ভোগ অনিত্য, অধ্রুব, ধর্ম্ম-নাশকর। ইহা চপলারন্যায় চঞ্চল, জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, পরিণামে বেদনাত্মক। ইহা মায়ামরীচি সদৃশ; যে ইহা দ্বারা প্রলুব্ধ, দুঃখ ভোগে তাহার জীবন পর্য্যবসিত হয়। জ্ঞানীগণ সভয়ে ইহা পরিত্যাগ করেন, নির্ব্বোধেরাই ইহার পরিচর্য্যা করে। ছন্দক! কে কবে কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার তৃপ্তি লাভ করিয়াছে? ইহা যত সম্ভোগ করা যায় ততই লালসা প্রবল হইয়া উঠে। ভোগ তৃষ্ণার অধীন হইয়া মানব কি দুষ্কার্য্যেই না রত হয়? তৃষ্ণার বহুদোষ আমি অবগত হইয়াছি। আর আমি ইহাতে জড়িত হইব না। এই ভবসমুদ্র নিজে উত্তীর্ণ হইয়া জগৎকে উত্তীর্ণ হইবার পথ প্রদর্শন করিব। নিজে মুক্ত হইয়া চরাচর বিশ্বের মুক্তির পথ অনর্গল করিব।”

সিদ্ধার্থের কথা শ্রবণ করিয়া ছন্দক শোকদগ্ধহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিল “দেব! তবে কি সংসারত্যাগে আপনি কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন?”

সিদ্ধার্থ বলিলেন “অটল অচলের ন্যায় আমার প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ়! মোক্ষপথ নির্দ্ধারণে জীবন যৌবন সকলই উৎসর্গ করিয়াছি। দিঙমণ্ডল সংক্রান্ত করিয়া আপনি যদি আমার

মস্তকে পতিত হয়, হিমালয়শৃঙ্গ স্খলিত হইয়া যদি আমার গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ করে, জলরাশি সংক্ষোভিত হইয়া যদি মহাপ্লাবন উপস্থিত করে, তথাপি আমার সঙ্কল্প বিচলিত হইবে না। অতএব আমাকে আর প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইও না। ছন্দক তোমাকে অনুনয় করি, এ সুমহৎ কার্য্যে তুমি আমার সহায় হও।" ছন্দকের সম্মুখে মানব-জীবনের নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, সে দ্বার দিয়া একটী নূতন রাজ্য তাহার নয়নপথে প্রকাশিত হইল। সে রাজ্যের অসীমতা সে রাজ্যের পরাক্রম ও শোভা দেখিয়া সে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও নীরব হইল। সে অপূর্ব্ব অদৃষ্ট রাজ্যের নূতন বার্ত্তা জগতে আনায়ন করিবার জন্য সিদ্ধার্থ এ অনিত্য ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসারসুখ পরিবর্জ্জন করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা জীবনের সদ্ব্যয় আর কি হইতে পারে, এই চিন্তা করিয়া ছন্দক বলিল, "প্রভুর আজ্ঞাপালনে যদি এ জীবন সমর্পণ করিতে হয়, দাস তাহাতেও কুণ্ঠিত নহে।" দ্রুতগামী অশ্ব প্রস্তুত করিবার জন্য ছন্দক অশ্বালয়ে গমন করিল। ছন্দক বিদায় হইলে সিদ্ধার্থ ভাবিলেন জন্মেরমত এ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিলাম, গমনকালে একবার নব-সঞ্জাত পুত্র ও প্রাণাধিকা গোপার মুখ দর্শন করিয়া যাই, মনে মনে এই চিন্তা করিয়া ধীর পদসঞ্চারে তিনি সুতিকা গারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন, প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, সপ্তদিনের শিশু সুস্থ

উজ্জ্বল [illegible] রহিয়াছে, গোপা আলুলায়িত কেশে একহস্ত সন্তানের মস্তকতলে রাখিয়া অপর হস্তে তাহাকে বক্ষঃস্থলে জড়াইয়া পুষ্পশয্যায় বিঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া আছেন। সন্তানটি জন্মেরমত একবার বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন এই শেষ বাসনা, কিন্তু তাহা পূর্ণ হইলনা। পাছে গোপার নিদ্রা ভঙ্গ হয়, পাছে গৃহত্যাগের এত চেষ্টা ব্যর্থ হয়, এই ভয়ে শেষ আশা চরিতার্থ হইলনা।

সিদ্ধার্থ স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে কত বিসম্বাদী ভাব তাঁহার মনের উপর দিয়া চলিয়া গেল। পরে মুহূর্ত্তে দুর্জ্জয় বলপ্রয়োগে হৃদয় হইতে স্নেহের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিলেন, উন্মাদেরন্যায় দ্রুতপদবিক্ষেপে নিমেষ মধ্যে অন্তঃপুরসীমা অতিক্রম করিয়া উন্মনস্কভাবে ছন্দ-কের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে ছন্দক অতিবেগে দ্রুতগামী কণ্ঠক নামক সুবৃহৎ শুভ্র অশ্ব সজ্জিত করিয়া উপস্থিত হইল। সিদ্ধার্থ শশব্যস্তে এক লম্ফে অশ্বোপরি উপবিষ্ট হইলেন। নগরদ্বারে শত প্রহরী জাগরূক হইয়া আছে এই ভয়ে তিনি নীরবে নগর প্রাচীরাভিমুখে অশ্ব চালিত করিলেন, ছন্দকও নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল। মহাবলঅশ্ব একলম্ফে সমুন্নত প্রাচীর পার হইয়া নগরের বাহির হইল। যে নগরে স্নেহ-ময় পিতা, পতিপ্রাণাভার্য্যা, সদ্যজাতপুত্র, জীবনের লীলা স্থান পড়িয়া রহিল, সে নগরের প্রতি শেষদৃষ্টি নিক্ষেপ

করিবার জন্য সিদ্ধার্থ অশ্ববেগ সম্বরণ করিয়া একবার থামিলেন। তাঁহার হৃদয়ের এই দুর্ব্বলতা আশ্রয় করিয়া মার* তাঁহাকে অভীপ্সিত ব্রত হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইল। বাঞ্ছা সুখের প্রলোভন তাঁহার হৃদয়মধ্যে উদিত হইল। সিদ্ধার্থ ভীমবলে সে প্রলোভন পরাজয় করিলেন। তিনি ধর্ম্মের জন্য তৃষিত, নরনারীর দুঃখেবিদগ্ধ, তাই এ প্রলোভন সহজে অতিক্রম করিলেন কিন্তু হায়! এ পৃথিবীতে কত দুর্ব্বলচিত্ত লোক ধর্ম্মের জন্য একপদ অগ্রসর হইয়া প্রলোভন উপস্থিত হইবামাত্র তাহাতে জড়িত হইয়া পড়ে।

সিদ্ধার্থ ইঙ্গিত করিলেন, অশ্ব নক্ষত্রবেগে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে ছুটিয়া চলিল. পথে শতবাধা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া অশ্ব প্রধাবিত হইল। শাক্যরাজ্য পার হইয়া বৈশালী, বৈশালী রাজ্য পার হইয়া মল্লরাজ্যে প্রবেশ করিল। কত দেশ কত জনপদ পার হইয়া অবশেষে রজনী প্রভাতকালে অশ্ব কপিলবস্তু হইতে পঞ্চাচত্বারিংশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী অনোমানদীতীরে উপস্থিত হইল। নদী উত্তীর্ণ হইয়া সিদ্ধার্থ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। নদীর রজতবর্ণ সিকতাময় বেলাভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বলিলেন "ছন্দক! আমার গাত্রাভরণ ও অশ্ব লইয়া তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। আমি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ

* প্রলোভন।

করিয়া যথেচ্ছস্থানে চলিয়া যাই।" ছন্দক বলিল "প্রভু আমিও সন্ন্যাসী হইয়া আপনার অনুবর্ত্তন করিব।" ছন্দক কত অনুনয় করিল কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেননা। তিনি একে একে গাত্রাভরণ উন্মোচন করিয়া ছন্দকের হস্তে দিলেন। ছন্দক নীরবে সজল নয়নে এ হৃদয়বিদারকদৃশ্য দেখিতে লাগিল। "সুচিক্কণ ভ্রমরকৃষ্ণ দীর্ঘ কেশজাল সন্ন্যাসীর শোভা পায় না" এই চিন্তা করিয়া হস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন। নিজপরিহিত রত্নজড়িত বারাণসীবস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ভাবিলেন "এ মহামূল্য বস্ত্র ভিক্ষুকের উপযুক্ত নয়, অতএব ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।" চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া দেখিলেন, এক ব্যাধ শতছিদ্র জীর্ণ কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া নদীতীরে শীকার অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাহার বস্ত্রের সহিত নিজবস্ত্রের পরিবর্ত্তন করিলেন। ব্যাধ আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া বস্ত্র বিক্রয় করিবার জন্য নগরাভিমুখে চলিয়া গেল। যাঁহার শরীর সর্ব্বদা মণি মুক্তায় জড়িত হইয়া থাকিত, যাঁহার কেশের পারিপাট্য সাধনে কত বিলাস সামগ্রী কত পরিচারক সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত, যিনি দিবসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বেশ পরিধান করিতেন, যিনি যানারোহণ ব্যতীত কখনও একপদ অগ্রসর হননাই, অনবদ্যবপুঃ দিব্য-কান্তি, সুকোমলশরীর এমন রাজপুত্র অলঙ্কার উন্মোচন

করিলেন, কেশপাশ ছেদন করিলেন, সুকোমল পদ উলঙ্গ করিলেন, কাষায়বস্ত্র তিন খণ্ডে ছিন্ন করিয়া পরিধান করিলেন। হস্তে ভিক্ষাপাত্র, কোমরে রজ্জুর কোমরবন্ধ, সূচিকা, ক্ষুর ও জল ছাকনী গ্রহণ করিয়া নবীন রাজপুত্র সন্ন্যাসী হইলেন: হা পরমেশ্বর! এসংসারে কাহাকে কি বেশে সাজাও কে বলিতে পারে? যে চিরজীবন রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিবে ভাবিয়াছিল তাহাকে ভিক্ষা-পাত্র হস্তে দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দেও; যে ভাবিয়া-ছিল অবিশ্রান্ত সুখে এ জীবন ভাসমান হইবে, দুঃখ-সাগরে তাহার জীবনতরী ডুবাইয়া দেও; যে দুর্দ্দিন অন্ধকারে পড়িয়া ভাবিয়াছিল, আর সুখসূর্য্যের মুখ দর্শন হইবে না তাহাকে সুখের উচ্চতম সোপানে আরূঢ় করিয়া দেও। পরমেশ্বর! তোমার ইচ্ছার গভীর মর্ম্ম কে উদ্ঘাটন করিবে?

রাজকুমারের সন্ন্যাসবেশ দর্শন করিয়া ছন্দক বস্ত্রে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। কণ্ঠক রাজকুমারের দীন বেশ দর্শন করিয়া চক্ষের জল ছাড়িয়া দিল। পিতার অতুল বিভব ও রমণীয় প্রাসাদ, অনুপম ক্ষমতা, রূপবতী গুণবতী যুবতী ভার্য্যা, সপ্তদিনের পুত্র পশ্চাতে রাখিয়া সমু-দয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়সে সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসী হইলেন। সেই নির্জ্জন নদীসৈকতে, সন্ন্যাসীবেশে সজ্জিত হইয়া সিদ্ধার্থ বলিলেন "ছন্দক! এই আভরণ লইয়া পিতাকে

দিও। সকলকে বলিও আমার জন্য যেন কেহ দুঃখ না করে। পিতাকে বলিও আমি অকৃতজ্ঞ নই, কোন সংসারিক দুঃখে বিরক্ত হইয়া আমি সন্ন্যাসী হইনাই। দুঃখ শান্তির উপায় নির্দ্ধারণ এবং জীবের দুর্গতি বিনাশ করিতে আমি সন্ন্যাসী হইলাম। যখন আমার আশা সফল হইবে, তখন পিতার নিকট ফিরিয়া যাইব, এবং সকলের অশ্রুজল বিমোচন করিব। অতএব তুমি শীঘ্র ফিরিয়া গিয়া আমার উৎকণ্ঠিত পিতাকে এই সংবাদ দিয়া সান্ত্বনা কর। অধিক বিলম্ব হইলে মহাদুঃখে তাঁহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাঁহাদিগের অভাবে কে আমার শিশু পুত্রকে রক্ষা করিবে? ছন্দক! আর বিলম্ব করিও না, আমার জন্য খেদ করিও না, তুমি শীঘ্র ফিরিয়া যাও।"

ছন্দক অশ্ব লইয়া বিষন্ন মনে গৃহে ফিরিল। যত দূর দৃষ্টি যায় পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিল, যখন আর দেখা গেল না তখন উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে চতুর্দ্দিক শোকসাগরে ভাসাইয়া কপিলবস্তু অভিমুখে ফিরিয়া চলিল। শ্মশানে মৃত-পুত্র দাহ করিয়া পিতা যেমন কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া আসেন, ছন্দকও আজ সেইরূপে রোদন করিতে করিতে চলিল। বর্ণিত আছে যে অশ্ব কণ্ঠক প্রভুর শোকে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

কুমার গৃহহইতে চলিয়া গেলে, অন্তঃপুরিকাগণ কুমারকে দেখিতে না পাইয়া গৃহে গৃহে প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে তাঁহার অনু-

সন্ধানার্থ বহির্গত হইল। অন্তঃপুরের সকল স্থান খুঁজিল কিন্তু কুমারকে পাইল না। তাহারা নিরাশ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল, গভীর নিশীথে তাহাদিগের বিলাপধ্বনি নিদ্রিত প্রাণীবৃন্দকে চমকিত করিয়া জাগ্রত করিল। সে বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদন শঙ্কাকুল হৃদয়ে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং অন্তঃপুরে কিসের শব্দ, জানিবার জন্য শাক্যদিগকে প্রেরণ করিলেন। শাক্যগণ দ্রুতপদে ফিরিয়া গিয়া বলিল "কুমার অন্তঃপুর হইতে কোথায় গিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছে না।" এতৎশ্রবণে শুদ্ধোদনের প্রাণ উড়িয়া গেল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া কাহাকেও নগরদ্বার রক্ষা করিতে কাহাকেও নগর মধ্যে কুমারের অন্বেষণ করিতে প্রেরণ করিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া অনুসন্ধানার্থ নূতন লোক পাঠাইলেন। নগরের কোনও স্থান খুঁজিতে অবশিষ্ট রহিল না কিন্তু কোন স্থানেই কুমারকে পাওয়া গেলনা। তখন রাজা চতুর্দ্দিগে অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে আদেশ করিলেন "কুমারকে না পাইলে গৃহে ফিরিওনা।" অশ্বারোহীগণ চতুর্দ্দিকে বিদ্যুৎ বেগে ছুটিল। পর্ব্বত কাননে প্রবেশ করিয়া কুমারের অনুসন্ধান করিল কিন্তু কুমারকে প্রাপ্ত হইল না। তাহারা দেশ বিদেশে প্রবিষ্ট হইয়া রাজপুত্রের অন্বেষণ করিল, কোথাও তাঁহাকে পাইল না। বহুঅনুসন্ধানের পর একদল অশ্বারোহী

দূর হইতে দেখিল এক ব্যক্তি কুমারের বস্ত্রাদি মস্তকে করিয়া আসিতেছে। "এ ব্যক্তি বস্ত্রলোভে কুমারের প্রাণ বধ করিয়াছে এই মনে করিয়া তাহারা ঐ ব্যক্তিকে বন্দী করিল। তাহারা ক্ষণকাল পরে দেখিল ছন্দক কুমারের আভরণ লইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে আসিতেছে। তাহার নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বন্দীকে ছাড়িয়া দিল। যখন অশ্বারোহীগণ শুনিল কুমার সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তিনি আর কখনও গৃহে ফিরিবেননা, তখন ছন্দকের সহিত বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া চলিল।

ছন্দক আভরণ লইয়া অন্তঃপুরে যেখানে রাজা উন্মত্ত প্রায় হইয়া বসিয়াছিলেন সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আভরণ দর্শন করিয়া শুদ্ধোদন ও গৌতমী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। সে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া চারিদিক্ হইতে রমণীগণ দৌড়িয়া আসিল এবং ভূমিতলে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। গৌতমীর হৃদয়বিদারক বিলাপ শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বহুযত্নে তাঁহার চেতনা সঞ্চার হইল। চেতনা পাইয়া অর্দ্ধ স্ফুট ভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। "হা! অন্ধের যষ্টি! হা! বৃদ্ধের সম্বল! আমাকে ছাড়িয়া কোথায় গেলে? হা পুত্র! আমার আর কেহ নাই, আর যে ক্লেশ সহ্য হয়না। হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া যায়।" এই বলিতে বলিতে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই রূপে রাজা মুহুর্মুহু চেতনা হারা

চাইতে লাগিলেন! এদিকে গৌতমীর বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে আকুল হইয়া উঠিল, রমণীগণের কোমল প্রাণে দুঃখাভিঘাত অসহ্য হইয়া পড়িল, শাক্যগণ অবিরল-ধারে অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিল, প্রজাগণ হাহাকার ধ্বনিতে চারিদিক পরিপূর্ণ করিল, রাজপুরী বিষাদমূর্ত্তি ধারণ করিল। অবশেষে শুদ্ধোদন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বলিলেন "মহর্ষি কালদেবল বলিয়াছেন পুত্র বুদ্ধ হইবেন, বুদ্ধ হইয়া জগতের দুঃখ শান্তির উপায় করিয়া দিবেন। পুত্র জগতের দুঃখমোচনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সৎকার্য্য আর কি হইতে পারে? অতএব আর কেহ তাঁহার জন্য খেদ করিও না। তাঁহার জীবনব্রত উদ্‌যাপিত হউক, সকলে এই আশীর্ব্বাদ কর।" গৌতমী শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, নীরবে সরোবর তীরে গমন করিয়া কুমারের আভরণ তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন। স্মৃতিচিহ্ন অতলজলে মুহূর্ত্তমধ্যে ডুবিয়া গেল, কিন্তু স্মৃতি অপসারিত হইল না। সে হৃদয়কন্দরে আসক্ত থাকিয়া হুতাশনের ন্যায় দিবানিশি জ্বলিতে লাগিল। গোপার কথা আর কি বলিব? কুমার চলিয়া গিয়াছেন এই সংবাদ শ্রবণমাত্র বজ্রাহতের ন্যায় তাঁহার স্মৃতি বুদ্ধি বিলুপ্ত হইল, তাঁহার চক্ষু হইতে জলধারা পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু মুখ হইতে বিলাপ বাক্য স্ফুরিত হইল না, জড়ের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। যে শোক এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াছিল,

...কের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে তাহা উথলিয়া উঠিল। বহুক্ষণ বিলাপ করিয়া গোপা সুদীর্ঘ কেশদাম ছিন্ন করিলেন, একে একে গাত্রাভরণ খুলিয়া ফেলিলেন, রাজবেশ দূরে ফেলিয়া একখানি সামান্য বস্ত্র পরিধান করিলেন। এই দিন হইতে গোপা ভূমিশয্যা সার করিলেন, উপাদেয় দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিয়া কখনও একাহার, কখনও অনশনে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই দিন হইতে গোপা অঙ্গরাগ পরিত্যাগ করিয়া আপনার লাবণ্য ভস্মে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন। গোপা স্বামী থাকিতে বিধবা হইলেন, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে দিন কাটাইতে লাগিলেন। স্বামী সকল ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, পতিব্রতা কামিনী আর কি করিবেন, তিনিও যৌবনে সন্ন্যাসিনী হইলেন। গোপার সন্ন্যাসিনীবেশ দর্শন করিয়া আত্মীয় স্বজনের প্রাণ দুঃখে বিদীর্ণ হইল—নীরব প্রকৃতিও যেন মুখঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। অঞ্জনরাজ আসিয়া গোপাকে কত সান্ত্বনা করিলেন, কত অনুরোধ করিলেন কিন্তু গোপা সন্ন্যাসিনী বেশ পরিত্যাগ করিলেন না। অঞ্জনরাজ তাঁহার শোকার্ত্ত হৃদয়কে শান্ত করিবার জন্য দেবদহে লইয়া যাইতে কত প্রয়াস পাইলেন কিন্তু গোপা কিছুতেই স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিলেন না। সুকুমার দেহে ব্রহ্মচর্য্যের বিষম ক্লেশ সহিল না। গোপার সকল সুখ স্বপ্নের মত ফুরাইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

সাধনা ও সিদ্ধি।

সিদ্ধার্থ সংসার হইতে বিদায় লইয়া অনোমাতীরবর্ত্তী অনুপ্রিয় নামক চূতবনে সাতদিন অতিবাহিত করিলেন। সংসারবন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এখন হৃদয় মন ও দেহ জীবনের লক্ষ্যসাধনে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিতে পারিবেন এই চিন্তায় তিনি মহাসুখী হইলেন। সপ্তদিন পর অনুপ্রিয় বন পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণপূর্ব্বা-ভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে শাকী, পদ্মা ও ব্রহ্মর্ষি রৈবতের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই সমাদরের সহিত নবীনসন্ন্যাসীকে আশ্রয় দেন। সিদ্ধার্থ ক্রমে বৈশালী নগরে * উপস্থিত হইলেন। তথায় অরাড় কালাম নামক এক মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসী তিনশত শিষ্যের সহিত বাস করিতেছেন। অরাড় সিদ্ধার্থের অপরূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বহু সমাদরে আপ-নার আশ্রমে তাঁহাকে স্থান দান করিলেন। সিদ্ধার্থ তাঁহার নিকট দর্শন শাস্ত্র ও ধ্যান শিক্ষা করিতে লাগিলেন কিন্তু অল্পদি[illegible] গুরুর সমুদয় বিদ্যা অধিগত করিলেন অথচ

---

* জেনারল কনিংহাম বলেন বারাণসীর ২৪০ মাইল পূর্ব্ব উত্তরবর্ত্তী বেসার নামকস্থানে প্রাচীন বৈশালী স্থাপিত ছিল। এই গ্রাম পাটনার উত্তরে।

যে জন্য সংসার ছাড়িয়াছেন তাহা মিলিল না সুতরাং অরাড়ের আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া রাজগৃহ * অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রাজগৃহ সে সময়ে মগধরাজ্যের রাজধানী। বিম্বসার এ রাজ্যের মহাপ্রতাপান্বিত রাজা। বিন্ধ্যাচলের পাঁচটী শাখা-শৈল এই নগরকে পরিবেষ্টন করিয়া ইহার স্বাভাবিক রমণীয়তা আরো বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই সকল শৈলের নিভৃত কন্দরে কন্দরে তপস্বীগণ জনকোলাহলের অতীত থাকিয়া নাগরিক সর্ব্বপ্রকার সুবিধা সম্ভোগ করিয়া চিন্ময় পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। সিদ্ধার্থ নগরের এক পার্শ্বস্থিত পাণ্ডব শৈলের † এক নির্জ্জন গুহায় আবাস স্থান নিরূপিত করেন। রজনী প্রভাতে তিনি ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া উদরান্ন সংগ্রহের জন্য রাজগৃহের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। নগরবাসীগণ এই অপরূপ ভিক্ষুকের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন

---

* রাজগৃহ বারাণসীর ১৯০ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ এবং পাটনার ৩০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে বর্ত্তমান গয়ার সন্নিকটে। রাজগৃহকে একণে রাজগির পাহাড় বলিয়া থাকে। এই স্থানে বিম্বসার নির্ম্মিত দুর্গ প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে।

† জেনারেল কানিংহাম বলেন অধুনা যাহাকে রত্নগিরি বলে পূর্ব্বে তাহাই পাণ্ডবশৈল নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

করিয়া তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। রমণী-গণ তাঁহার দর্শনে অতৃপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, গৃহী গৃহকার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া তাঁহার দর্শন লালসায় বাতায়নদ্বারে গমন করিল, পথিকগণ গন্তব্য স্থানে গমন না করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল, বণিক ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিয়া তাঁহার মুখপানে নিবদ্ধ দৃষ্টি হইয়া রহিল।

নগররক্ষকগণ রাজাকে সংবাদ দিল এক অপূর্ব্ব পুরুষ নগরে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা করিতেছেন, তাঁহার রূপ দেখিয়া বোধ হয় "ব্রহ্মা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কি চন্দ্র রাহু ভয়ে পলাইয়া এ নগরে উপস্থিত হইয়াছেন।" বিম্বসার গবাক্ষ দ্বার দিয়া সে মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং অনুচরদিগকে এ পুরুষ রত্নের অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন। * সিদ্ধার্থ পাণ্ডবশৈলপার্শ্বে গমন করিয়া ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্য আহার করিতে বসিলেন। ভিক্ষাপাত্রে বিবিধ

---

* বিম্বসার বলিয়াদিলেন যদি এ মূর্ত্তি যাইতে যাইতে অদৃশ্য হইয়া যায় তবে ইহাকে মনুষ্য মনে করিও না। যদি অন্তরীক্ষে উড়িয়া চলিয়া যায় তবে জানিও ইহা এক জিনমূর্ত্তি, যদি মৃত্তিকা মধ্যে লুক্কা-য়িত হয় তবে ইহাকে সর্পরাজ বলিয়া জানিও, যদি উনি সংগৃহীত খাদ্য আহার করেন তবে মনুষ্য বলিয়া বুঝিও। সে সময়ের লোকে এইসকল অমূলক কথায় বিশ্বাস করিত।

দ্রব্য মিশ্রিত ছিল। যিনি বাল্যকাল হইতে রাজভোগে [illegible] তিনি অতি কষ্টে সেই সকল দ্রব্য উদ-রস্থ করিলেন। কিন্তু বারংবার বমনোদ্বেগ হইয়া তাহা বহির্গত হইবার উপক্রম হইল। বহু কষ্টে সেই সকল অন-ভ্যস্ত খাদ্য উদরে রাখিতে সমর্থ হইলেন। বিবিধ সুস্বাদু বিলাসদ্রব্যে যাহার আহার সামগ্রী প্রস্তুত হইত তিনি কিনা আজ ইতর লোকের অখাদ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া কোন প্রকারে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। এরূপ কষ্টসহ না হইলে সিদ্ধার্থ কি বুদ্ধ হইতে পারিতেন? সুখশয্যায় শয়ন করিয়া কে কবে ধর্ম্মরত্ন লাভ করিয়াছে?

রাজানুচরগণ সিদ্ধার্থকে পাণ্ডবশৈল গুহায় আহার করিতে দেখিয়া রাজাকে তৎসংবাদ প্রদান করিল। রাজা অভিজাত ও সেনাগণসহ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হই-লেন। একখণ্ড শিলার উপর উপবেশন করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "হে সৌন্দর্য্যের সার মহাপুরুষ! আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন?" সিদ্ধার্থ বলিলেন "মহা-রাজ! আমি শাক্যরাজধানী কপিলবস্তুনগর হইতে আসিয়াছি।" তৎপর রাজা প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারি-লেন যে ইনি রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ। যদিও বিম্ব-সারের সহিত সিদ্ধার্থের কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই তথাপি বাল্যকালহইতে ইহারা প্রেমচিহ্নস্বরূপ নানা প্রকার উপঢৌ-কন পরস্পরকে পাঠাইয়া দিতেন। এই অভাবনীয় স্থানে

সেই প্রাচীন বন্ধুর দর্শন পাইয়া বিম্বসার মহাহ্লাদিত হইলেন। কোন পারিবারিক অসম্মিলনের জন্য বুঝি সিদ্ধার্থ রাজ্যত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, এই মনে করিয়া রাজা তাঁহাকে বলিলেন "প্রিয়বন্ধু! কেন সন্ন্যাসী হইয়াছেন, আমার এই রাজ্যের অর্দ্ধাংশ সম্ভোগ করুন।" তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন "রাজন! কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কবে কাহার কামনার তৃপ্তি হইয়াছে? বাসনা বিষসম অনন্ত দোষের আকর, ইহা অশেষ ক্লেশের কারণ। এই বাসনাকে উৎসন্ন করিবার জন্য পিতার রাজ্যধন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি। অসার বাসনাবদ্ধ হইয়া জীবগণ মহা-ক্লেশ সহ্য করিতেছে, কেন আর সে ক্লেশে মুহ্যমান হইতে আমাকে অনুরোধ করিতেছেন? আমি পরম শুভকর জ্ঞান-লাভে এ জীবন উৎসর্গ করিয়াছি।"

"যখন আপনি পরমজ্ঞান লাভ করিবেন তখন রাজগৃহে পদার্পণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিতে হইবে।" এই বলিয়া বিম্বসার সিদ্ধার্থকে অভিবাদনপূর্ব্বক পরিজনসহ নগরে প্রবেশ করিলেন। সিদ্ধার্থ রাজার কথায় সম্মত হইয়া শৈলে শৈলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোন শৈলগুহায় রুদ্রক রামপুত্র নামক এক ঋষি বাস করিয়া ৭০০ শিষ্যকে শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। সিদ্ধার্থ তাঁহার শিষ্য হইয়া অল্প দিন মধ্যেই গুরুর সমকক্ষ হইলেন। তখন রুদ্রক বলিলেন "এস, আমরা উভয়ে এই শিষ্যদিগকে শিক্ষা প্রদান করি।"

"পরম শান্তিলাভ করিব এই জন্য সন্ন্যাসী হইয়াছি আপনার নিকট আমার কামনা সফল হইল না সুতরাং আর এখানে থাকা আমার অভিপ্রেত নয়" এই বলিয়া সিদ্ধার্থ রুদ্রকের প্রস্তাবে অস্বীকার করিলেন।

সিদ্ধার্থ অরাড় ও রুদ্রকের নিকট হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দু যোগপ্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট লক্ষ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে যাহাতে মনের অভিনিবেশ হয়, সঙ্কল্পাতীত হইয়া যাহাতে আনন্দ হয়, যাহাতে সুখ ও দুঃখের অতীত হওয়া যায়, যাহাতে পার্থিব বিষয়ের বহির্ভূত হইয়া সর্ব্ব প্রকার বিষয়ে উপেক্ষা সঞ্চার হয় যাহাতে স্থানের অনন্ত ভাব, আত্মার অনন্ত ভাব, ও পার্থিব সর্ব্ব বিষয়ের অনিত্য ভাব সঞ্চার হয়, এই সপ্ত প্রকার ধ্যান শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে প্রকার ধ্যানে ভাবজ্ঞান ও অভাবজ্ঞান তিরোহিত হয় তাঁহারা তাহা জানিতেন না সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট সিদ্ধার্থের মনোরথ সিদ্ধ হইল না।

তিনি ভাবিলেন অরাড় ও রুদ্রক কাম্য বস্তুর উপভোগ হইতে শরীর মন নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন কিন্তু শরীর মনে এখনও কামনার বিষয় রহিয়াছে, এখনও শরীর মনে বাসনার তীব্রবেদনা অনুভব করিয়া থাকেন। পাপ কার্য্য করিতে বিরত হইলাম তাহাতে কি? যদি মন হইতে পাপেচ্ছার মূলোৎপাটিত না হইল তবে কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? অতএব কেবল শাস্ত্রপাঠ দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া

কিম্বা পাপ কার্য্য হইতে বিরত হইয়াও সুখী হইতে পারিনা। এখন হইতে শরীর মন এমন ভাবে ক্লিষ্ট করিব যাহাতে তাহারা পাপ কার্য্য বা পাপ চিন্তা করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হইয়া পড়ে। কঠোর তপস্যায় শরীর মন ক্ষয় করিব। ঘর্ষণে ঘর্ষণে ক্ষয় না হইলে মণির মলিনতা বিনষ্ট হইয়া উজ্জ্বলতা প্রকাশিত হয় না। কৃচ্ছ্র সাধনে শরীর মন ক্ষয় না করিলে কলুষভাব ধ্বংস হইয়া তাহাদের অলৌকিক শক্তি জন্মিবেনা। মনে মনে এই চিন্তা করিয়া সিদ্ধার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে উরুবিল্ব গ্রামে * উপস্থিত হইলেন। নৈরঞ্জনা নদী এই গ্রামের পাদদেশ ধৌত করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। মৎস্য ও কচ্ছপ প্রভৃতি জল জন্তু উল্লাস মনে নদীর সুনির্মল জলে ক্রীড়া করিতেছিল। শ্যামল পত্রাচ্ছাদিত তরুকুল সুগন্ধিকুসুমে সজ্জিত হইয়া বনভূমি সুসৌরভে পূর্ণ করিয়াছিল। বৃক্ষের উচ্চশাখে উপবেশন করিয়া দিক্‌দিগন্ত সুরলহরীতে ভাসাইয়া বিহঙ্গম অপূর্ব্বগানে মগ্ন হইয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখীগুলি লতা-গুল্মের কোমল পত্রাবরণে লুকাইয়া নৃত্য করিতে করিতে মনোসুখে অদম্য সঙ্গীত গান করিতেছিল। তরুতল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে লতাগুল্মের কুঞ্জবন। কোথাও বা

* উরুবিল্বের বর্ত্তমান নাম উরাইল। এই স্থান বুদ্ধগয়ার নিকটে, রাজগৃহ হইতে প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম।

বৃক্ষতলস্থ কৃষ্ণবর্ণ সুবিস্তৃত প্রস্তরখণ্ড নদীর নির্মল সলিলে অবগাহন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। সমুদয় বনভূমি পুণ্য, শান্তি ও পবিত্রতার আবাস স্থান বলিয়া বোধ হইতেছিল। স্থানের অপূর্ব্ব ভাব দর্শন করিয়া সিদ্ধার্থের মনে ধর্ম্মভাব আপনাপনি জাগিয়া উঠিল। এই স্থান তপস্যার অনুকূল মনে করিয়া এখানেই আধ্যাত্মিক মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রিয়বিজয়, পাপচিন্তার মূলোৎপাটন, সত্যজ্ঞের ধ্যান, মনের একাগ্রতা ও স্থৈর্য্য সাধনে শরীর মন নিয়োজিত করিলেন। এই সময়ে কোণ্ডাণ্য ও অপর চারিজন ব্রাহ্মণ পুত্র যাহারা ইতিপূর্ব্বে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া সিদ্ধার্থের সহিত সম্মিলিত হইল।

লক্ষ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত সিদ্ধার্থ দুষ্কর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তৎকাল প্রচলিত কঠোর যোগসিদ্ধ হইয়া অলৌকিক পরাক্রম লাভ করিবার জন্য মনুষ্যশক্তিতে যাহা করা সম্ভব তাহার কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। প্রথমতঃ তিনি ভূমিতলে উপবেশন করিয়া আস্ফানক নামক মহাধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বায়ু শরীর মধ্যে নিরুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যতই ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেন শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া ততই তিরোহিত হইতে লাগিল। শরীর মধ্যে বায়ু অবরুদ্ধ হওয়াতে গ্রীষ্মকালের কথা আর কি, ঘোরতর শীতকালেও তাঁহার কক্ষ ললাট ও সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদজল নির্গত হইয়া মেদিনী সিক্ত করিতে লাগিল।

তাঁহার শরীর হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া ভূমিতলে এত সঞ্চিত হইতে লাগিল যে তাহা বাষ্পাকারে আকাশে উড়িয়া চলিল। শরীরমধ্যে অবরুদ্ধ বায়ু বহির্গত হইতে না পারিয়া কর্ণরন্ধ্র দ্বারা বিপুল শব্দে বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। তথাপি সাধনার বিরাম নাই আরো দ্বিগুণতর রূপে ইচ্ছাশক্তি পরিচালন করিতে লাগিলেন। সাধন প্রক্রিয়ায় কর্ণদ্বার দিয়া বায়ু নির্গম পথ বন্ধ হইয়া গেল। বায়ু আর বাহির হইবার পথ না পাইয়া ঊর্দ্ধ-মুখে ধাবিত হইল। শির ও কপাল সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। ঊর্দ্ধগামী বায়ু নির্গমনের পথ না পাইয়া অধোগামী হইল। নিবদ্ধ বায়ু উদরে প্রবেশ করিয়া নি-দারুণ যন্ত্রণা উৎপাদন করিল। এই দুষ্কর তপস্যায় ছয় বর্ষ অতীত হইল। এই ছয় বৎসর কাল কখনও বা একটি বদরী, কখনও তিল, কখনও বা একটি তণ্ডুল আহার করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছেন। ক্রমে যখন তপস্যা ঘোরতর হইয়া উঠিল তখন অনশনে কতদিন অতিবাহিত করিয়াছেন। কত গ্রীষ্ম, কত বর্ষা, কত রৌদ্র, কত বৃষ্টি তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে কিছুতেই তাঁহার যোগ ভঙ্গ হয় নাই! শীতের প্রখর প্রতাপে বনের পশুও গহ্বরে আশ্রয় লইত কিন্তু রাজার পুত্র সিদ্ধার্থ অনাবৃত শরীরে সে শীত সহ্য করিয়াছেন। দংশ মশক সরীসৃপের নিদারুণ দংশনে বনের পশু চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিত তিনি কিছুতেই দৃক্‌পাত

করিতেন না। এই ছয় বৎসরে এক দিনের জন্য কুঞ্চিত জানু প্রসারিত করেন নাই, এক দিনের জন্যও আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হন নাই। এই অস্বাভাবিক সাধনে তাঁহার নশ্বর দেহ কঙ্কালে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহার রক্ত মাংস শুষ্ক, নয়ন কোটরস্থ, অস্থি সকল বহির্গত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার শরীর এমনই বিকৃত হইয়াছিল যে তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বুঝা যাইত না। রাখাল ও কাঠু-রিয়াগণ তাঁহাকে পিশাচ মনে করিয়া তাঁহার গাত্রে ধূলি ও নানা প্রকার অশুচি দ্রব্য নিক্ষেপ করিত। তিনি ক্রমে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি জীবিত কি মৃত শিষ্যগণ বহু আয়াসেও তাহা বুঝিতে পারিত না। এই ছয় বৎসর কাল অনাহার অনিদ্রায় কাটাইলেন, একদিনের জন্যও অন্য কিছু দর্শন করেন নাই, অন্য কাহারও সহিত আলাপ করেন নাই, অন্য কিছু চিন্তা করেন নাই, কেবল এক মহাধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন তথাপি সিদ্ধার্থের আশা সফল হইল না, এত করিয়াও যখন তিনি সিদ্ধ হইতে পারিলেন না, তখন বুঝিতে পারিলেন শরীরকে এ প্রকারে ক্লিষ্ট করিলে মনোরথ সিদ্ধ হইবে না। এই ভাবিতে ভাবিতে এক দিন যোগাসন পরিত্যাগ করিয়া নৈরঞ্জন নদীতীরে ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতে প্রয়াস পাইলেন। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই ভূমিতলে অচেতন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল, শ্বাস প্রশ্বাস অবরুদ্ধ হইল।

শিষ্যগণ ভাবিল হায়! এইবার বুঝি সিদ্ধার্থের প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিল। বহু শুশ্রুষার পর তাহারা দেখিল এখনও সিদ্ধার্থের প্রাণ বাহির হয় নাই। দারুণ উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া শিষ্যগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল, বহুক্ষণ পরে সিদ্ধার্থ চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। তিনি সুস্থ হইয়া শরীরনিগ্রহ ও শারীরিক বৈরাগ্যের অসারতা উপলব্ধি করিলেন। আগে ভাবিয়া ছিলেন গৈরিকবসন পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীর সজ্জায় দেহ সাজাইয়া শরীরকে নিপীড়ন করিলেই বুঝি জ্ঞান চক্ষু উজ্জল হইয়া উঠিবে; এখন বুঝিতে পারিলেন ধর্ম্মসাধনের পক্ষে শরীরকে রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই হইতে পুনরায় নিয়মিতরূপে আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার শরীরে বল সঞ্চার হইতে লাগিল। এই দুষ্কর সাধনের ছয় বর্ষ কাল সেই একখানি কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া ছিলেন; সে বস্ত্রখানি শত খণ্ডে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। নদী তটে মহাশ্মশানে রাধানাম্নী এক জন মৃত গরিব স্ত্রীলোকের একখানি বস্ত্র পড়িয়াছিল, সিদ্ধার্থ তাহাই প্রক্ষালন করিয়া পরিধান করিলেন। তাঁহার পঞ্চ শিষ্যের ধারণা ছিল, শরীরকে নিপীড়িত করিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক বিজয় সম্পূর্ণ অসম্ভব। সিদ্ধার্থকে পুনরায় শরীর পুষ্টির জন্য আহার করিতে ও লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র পরিধান করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি শিষ্যগণের শ্রদ্ধা ভক্তি ও

অটল বিশ্বাস চঞ্চল হইল। তিনি ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিলেন এই ভাবিয়া অবশেষে তাঁহারা গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া কাশীর নিকটবর্ত্তী ঋষিপত্তনে চলিয়া গেল। যে সাধন লক্ষ্য প্রাপ্তির একমাত্র উপায় মনে করিয়া সিদ্ধার্থ শরীর মন সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিয়াছিলেন, সে সাধনে লক্ষ্য প্রাপ্তি হইল না। কি করিলে চিরঈপ্সীত ধন লাভ হইবে এই চিন্তায় যখন তাঁহার প্রাণ আকুল, নানা প্রকার সন্দেহে তাঁহার মন দোলায়মান হইতেছিল, যখন বন্ধু জনের উৎসাহ বাক্য দুর্ব্বল মানবাত্মার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, হায়! এমন নিদারুণ সময়ে শিষ্যগণ তাঁহাকে একাকি কাননে মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এ মহাসঙ্কটে তাঁহার বেদনায় ব্যথিত হয়, এমন আর কেহ রহিল না।

এই অসহায় অবস্থায় পড়িয়া যখন তিনি চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতেছিলেন, তখন মার যেন তাঁহার নিকট দয়ার্দ্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইল। যতক্ষণ মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, প্রলোভন প্রাণের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে সাহস করে না; কিন্তু যখনই বিশ্বাস টলিয়া যায় তখনই প্রলোভন আসিয়া আক্রমণ করিতে থাকে। পাপের বীভৎসমূর্ত্তি দেখিলে মানুষ সহজে কুকার্য্যে রত হইতে পারে না, তাই অনেক সময়ে পাপ ভ্রান্ত যুক্তির আশ্রয় লইয়া অথবা ভদ্রবেশ পরিধান করিয়া মানবের হৃদয় জয় করে। হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় মার সুমিষ্ট বচনে বলিতে

গেল "হে শাক্য-পুত্র! উত্থান কর, কেন শরীরপাত র? শরীর রক্ষা না হইলে কি ধর্ম্মাচরণ হয়? তোমাকে র্শন করিয়া বড় ব্যথিত হইয়াছি। তোমার শরীর শুষ্ক ইয়াছে, তোমার দেহের রক্তকাঞ্চনাভ বর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে, তোমার মৃত্যু নিকট। এ পথ পরিত্যাগ করিয়া যাজ্ঞিক দিগকে ধন দান কর, তোমার মহাপুণ্য হইবে। মারের াক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধার্থের নিস্তেজ দেহেও বিক্রম সঞ্চার হইল। তিনি সদর্পে বলিলেন "আমাকে প্রলুব্ধ করিতে ন বৃথা প্রয়াস পাইতেছ? যাহারা নির্ব্বোধ, যাহারা াধর্ম্ম জ্ঞান হীন তাহারাই তোমার প্রলোভনে বিপথগামী য়। পঞ্চেন্দ্রিয় সুখ, কাম, ক্রোধ, বাসনা, আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার, সন্দেহ এবং অকৃতজ্ঞতা তোমার এই অষ্ট সেনা- পতি পার্থিব ধন ও যশোলিপ্সু দিগকেই পরাজিত করিতে পারে। মৃত্যুকে আমি গ্রাহ্য করি না, মৃত্যুতেই আমার জীবন, এই শরীর ও শারীরিক ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারি- লেই চিত্তের প্রসন্নতা হয়। তপস্যা বলে আমি এমন জ্ঞান লাভ করিব যে, শরীর ধ্বংস হইলেও আমার চিত্তের প্রসন্নতা নষ্ট হইবেনা। ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া জীবন াগ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। তুমি দূর হও, আমাকে র্শ করিতে পারিবেনা।" মারের বল বিক্রম মুহূর্ত্ত ধ্যে চূর্ণীকৃত হইল। পাপ বাসনা ধর্ম্মের দুঃসহ জ্যোতি সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল।

সিদ্ধার্থ মনোরথসিদ্ধির জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইল, সঙ্গীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন, অতঃপর কি করিবেন ভাবিয়া পার পাইলেন না। তাঁহার আশা কি সফল হইবে না, এমন কি কোন সাধনা নাই যাহা আশ্রয় করিলে মন বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞানের অতীত হইয়া যায়? মুহুর্মুহু নানা প্রকার সন্দেহ আসিয়া তাঁহার হৃদয় মন আক্রমণ করিতে লাগিল। যে দর্শন শাস্ত্রে এত দিন বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন তাহার সত্যতায় সন্দিগ্ধ হইলেন। যে শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন মোক্ষফল লাভের উপায় মনে করিয়াছিলেন তাহাতে শান্তি পাইলেন না। বহু বৎসর ধরিয়া সংসার ও সাংসারিক সুখের অসারতা ও ক্ষণভঙ্গুরতা উপলব্ধি করিয়া আসিতেছিলেন; তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সংসার মধ্যে পাপের বীজ নিহিত রহিয়াছে, শীঘ্র হউক কি বিলম্বে হউক সে বীজ হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে। সেই অসার সংসার এখন নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। ঐশ্বর্য্য ও গৌরবের মোহিনী মূর্ত্তি, গৃহের অপার সুখ, আত্মীয় স্বজনের অতুল প্রেম একে একে তাঁহার মনের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। এই সুখ দৃশ্য দর্শন করিয়া তিনি ভাবিলেন, তবে কি গৃহে ফিরিয়া যাইব? তাঁহার অদর্শনে পিতার যে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা হই-

য়াছে, মাতা গৌতমী যে দুঃখে অশ্রু জল ছাড়িয়াছেন, তাঁহার বিরহে গোপা যে বিধবা অপেক্ষাও সমধিক দুঃখ সহিতেছেন, রাহুল যে পিতা থাকিতে অনাথ হইয়াছে, বন্ধু বান্ধবগণ যে শোকে ম্রিয়মান হইয়াছে, এই শোক দৃশ্য যখন মনে উদিত হইল, তখন সিদ্ধার্থের দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞায় অজেয় প্রাণও গলিয়া গেল। মনে ভাবিলেন তবে গৃহে ফিরিয়া যাই। পরক্ষণেই মনে হইল পিতাকে জীবন্মৃত করিয়াছি, ভার্য্যাকে বিধবা করিয়াছি, রাজভবন শ্মশান করিয়াছি, নিজেও কতক্লেশ পাইলাম, যে জন্য এত করিলাম সকলই কি ব্যর্থ হইবে? মানুষের দণ্ডায়মান হইবার কি তবে নিশ্চিত ভূমি নাই? যদি মুক্তির পথ না পাইলাম তবে এ অসার শরীর ধারণ করিয়াইবা কি লাভ? যদি জীবের দুঃখভার হরণ করিতে না পারিলাম তবে আর জীবনে প্রয়োজন কি? সংসারে ফিরিয়া কি এ উদাস প্রাণ আর সুখী হইবে? যে জন্য এ মন পাগল হইয়াছে সংসারে তাহা মিলিবে না। তবে সংসারে আমার সুখ নাই, আমার গৃহে যাওয়া হইবে না। নিরাশায় সিদ্ধার্থের প্রাণ নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। হায়! হায়! সিদ্ধার্থ তোমার দুঃখের কথা মনে হইলে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। ভ্রান্ত শাস্ত্র কর্তৃক বিপথে নীত হইয়া তুমি ভাবিয়াছিলে, আত্মবলে মুক্তির পথ উদ্ভাবন করিবে! যে ভগবানের করুণায় জীবের মুক্তি হয়,

তাঁহার প্রতি নির্ভর না করিয়া তুমি কি ক্লেশই সহ্য না করিয়াছ।

অতঃপর কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন এই ভাবিতে ভাবিতে সিদ্ধার্থ অচেতন হইয়া পড়িলেন। অচেতনাবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যেন দেবরাজ ইন্দ্র একটী ত্রিতন্ত্রী বীণা হস্তে উপস্থিত হইয়াছেন। বীণার একটী তার অপরিমিত রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা হইতে অতি কর্কশ স্বর বহির্গত হইল। আর একটী তার অতি শিথিল ছিল তাহা হইতে কোন শব্দই বাহির হইল না। তৃতীয় তার উপযুক্ত রূপে বাঁধা হইয়াছিল, তাহা হইতে স্বর বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক মুগ্ধ করিল। এই স্বপ্ন দর্শনে তাঁহার নিরাশার অন্ধকার ভেদ করিয়া আশার জ্যোতি সমুদিত হইল, যে চিন্তা-মেঘে তাঁহার প্রাণ সমাচ্ছন্ন ছিল তাহা বিলীন হইয়া গেল, বিশ্বাসবল আপনার পরাক্রম বিস্তার করিতে লাগিল। এক দিকে নিদারুণ শরীরনিগ্রহ, অপর দিকে বিলাসসম্ভোগ এই উভয়ই পরিহার্য্য ভাবিয়া মধ্যপথ অবলম্বনীয় মনে করিলেন। তরুতলে উপবেশন করিয়া ধ্যান করিলে মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, এই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইল। শরীরকে স্বচ্ছন্দে রাখিয়া ধ্যানসাগরে মগ্ন হইতে মনস্থ করিলেন।

উরুবিল্ব বনের নিকট সেনানী গ্রামে সুজাতা নাম্নী এক পরম সাধ্বী ধর্ম্মপরায়ণা রমণী বাস করিতেন। সুজাতা

উক্ত গ্রামের এক ধনীর কন্যা। তিনি বাল্যকালে এক
ন্যগ্রোধ বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট মানস করিয়া-
ছিলেন, যদি মনোমত স্বামী লাভ করেন এবং প্রথম গর্ভে
পুত্র সন্তান হয়, তবে প্রতি বৎসর চৈত্র পূর্ণিমার দিবস
মনোমত উপঢৌকন প্রদান করিবেন। সুজাতার আকাঙ্ক্ষা
পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি আজ দেবতার নিকট আপনার
প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন। উত্তম আহারে পরিপুষ্ট সহস্র
ধেনু মনোনীত করিলেন। তাহাদিগের সুমিষ্ট দুগ্ধ পঞ্চশত
গাভীকে পান করাইলেন। তাহাদিগের দুগ্ধ আবার দ্বিশত
পঞ্চাশৎ ধেনু পান করিল। এইরূপে অবশেষে গাভীর
সংখ্যা অষ্টটিতে পরিণত হইল। এই অষ্ট গাভী স্বতঃপ্রবৃত্ত
হইয়া অতি সুমিষ্ট দুগ্ধ ক্ষরণ করিতে লাগিল। সুজাতা
এই দুগ্ধে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া স্বীয় দাসী পূর্ণাকে আদেশ
করিলেন "পূর্ণা যাও, ন্যগ্রোধ তরুতল সুপরিষ্কৃত কর।"
কর্ত্রীর আদেশ পালন করিতে পূর্ণা গমন করিল। সিদ্ধার্থ
রাত্রিশেষে মুখ প্রক্ষালন করিয়া পূর্ণা যে তরুতল পরিষ্কৃত
করিতেছিল, সেইখানে উপবেশন করিলেন। পূর্ণা বৃক্ষের
অপরদিকে গমন করিয়াছিল, সে সিদ্ধার্থের আগমন দর্শন
করে নাই। ফিরিয়া দেখিল এক অপরূপ মূর্ত্তি বৃক্ষতলে
উপবিষ্ট হইয়া আছে। সে দৌড়িয়া গিয়া সুজাতাকে
এ সংবাদ প্রদান করিল। সুজাতা মহাহ্লাদে মত্ত হইয়া
বলিলেন ' পূর্ণা! আজ হইতে তুমি আমার কন্যা হইলে।"

সুজাতা সুসজ্জিত হইলেন, সুবর্ণ পাত্রে পায়সান্ন রাখিয়া সুবর্ণ পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন, শুভ্র বস্ত্রে পাত্র ঢাকিয়া তাহা মস্তকে লইয়া বৃক্ষতলে উপনীত হইলেন। সুজাতা সে বৃক্ষতলবাসী অপরূপ মূর্ত্তি দর্শনে ভাবিলেন, দেবতা আজ প্রসন্ন হইয়া মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছেন। সুজাতা তাঁহাকে সুগন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত করিয়া ভক্তির সহিত পায়সান্ন প্রদান করিলেন। "তোমার কামনা পূর্ণ হউক" এই বলিয়া সিদ্ধার্থ তাহা গ্রহণ করিলেন। সুজাতা মহানন্দে গৃহে ফিরিলেন।

পায়সান্ন হস্তে লইয়া সিদ্ধার্থ নৈরঞ্জর কূলে উপস্থিত হইলেন। বড়বর্ষান্তে নদীজলে অবগাহন করিয়া সন্তপ্ত শরীর সুশীতল হইল। তীরে উপবেশন করিয়া প্রাণ ভরিয়া পায়সান্ন ভোজন পূর্ব্বক সুবর্ণপাত্র নদীজলে ফেলিয়া দিলেন। নৈরঞ্জর তীরবর্ত্তী বন-ফুল-সুবাসিত এক নিভৃত স্থানে সারাদিন যাপন করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে সিদ্ধার্থ গাত্রোত্থান করিয়া বনাভ্যন্তরে গমন করিতে লাগি-লেন। সম্মুখে এক বিশাল বট বৃক্ষ দেখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে স্বস্তিক নামক এক জন ঘাস কর্ত্তকের নিকট হইতে পরম রমণীয় সুকোমল শ্যামল দূর্ব্বাদল ভিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা বটবৃক্ষ মূলে যোগাসন প্রস্তুত করিলেন। এই আসনের উপর ক্রোড়ে হস্ত রাখিয়া বীরা-

সনে* উপবিষ্ট হইলেন। "এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হউক; ত্বক, অস্থি, মাংস ধ্বংস হউক; সুতরাং পরম জ্ঞান না পাইয়া যেন আমার শরীর এই আসন হইতে বিচলিত না হয়।" এই স্বরূপ সঙ্কল্পে প্রাণ বাঁধিয়া সিদ্ধার্থ ধ্যানসাগরে ডুবিয়া গেলেন।

ধর্মধন কত ক্লেশে সঞ্চিত হয়, কিন্তু এক মুহূর্তের দুর্বলতায় যে বহুকালের তপস্যার ধন নাশ প্রাপ্ত হয়। ধর্ম রাজ্যে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই নূতন ভাবের প্রলোভন আসিয়া মানবকে বিপথগামী করিতে প্রয়াস পায়। যতদিন পাপের মূল সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত না হয়, ততদিন আর মানবের নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কোথায়? ধর্ম লাভের জন্য সিদ্ধার্থ মহাপ্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, বর্ণিত আছে এই সময়ে মার আপনকন্যা রাগ, অরতি ও তৃষ্ণাকে সিদ্ধার্থের যোগ ভঙ্গের জন্য প্রেরণ করে। কন্যাগণ আপনাদের সৌন্দর্য্যে চারিদিক বিভাসিত করিয়া সিদ্ধার্থের প্রাণ হরণের চেষ্টা করিতে লাগিল। "লবণোদক পান করিয়া কাহার তৃষ্ণা নিবারণ হয়, বুদ্বুদ তুল্য ক্ষণস্থায়ী রূপ সম্ভোগ করিয়া কে তৃপ্তি লাভ করে? কে নিজের হস্তে ইহকাল পর-

* বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পদ, দক্ষিণ উরুর উপরে বাম পদ, এবং দক্ষিণ পদের উপরে বাম হস্ত, বাম পদের উপরে দক্ষিণ হস্ততল ঊর্দ্ধমুখে সন্নিবেশ করিয়া ঋজুশরীরে উপবেশনের নাম বীরাসন। ইহার অপর নাম পদ্মাসন।

কালের সকল দুঃখমূল হলাহল পান করে?” এই বলিয়া সিদ্ধার্থ রমণীদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। ইহার পর মার আপনার সৈন্যসামন্তসহ সিদ্ধার্থ বিজয় করিতে অগ্রসর হইল। “ধর্ম্মজ্ঞান লাভের জন্য আমি পিতা মাতা, স্ত্রীপুত্র, ধন-জন ও ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি—অসহনীয় ক্লেশ মস্তক পাতিয়া বহন করিয়াছি, আমি কি আর প্রলোভনে মুগ্ধ হইতে পারি?” এই বলিয়া সিদ্ধার্থ সঙ্কল্পের অক্ষয় কবচে প্রাণ আচ্ছাদন করিলেন। সঙ্কল্পের ভীষণ প্রতাপে প্রলোভন সমূলে নির্ব্বংশ হইয়া গেল। মারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সূর্য্যাস্ত সময়ে ধর্ম্মভাব জয়লাভ করিল।

পাপেচ্ছা সম্পূর্ণ রূপে বশীভূত হওয়াতে মন ধর্ম্ম লাভের জন্য একাগ্র হইয়া উঠিল। ইন্দ্রিয় অনিত্য, ইন্দ্রিয়ের বিষয় অনিত্য, সর্ব্বপ্রকার সুখ অনিত্য, এই জ্ঞান সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সকল অসার এই জ্ঞান যাহার সর্ব্বদা উজ্জ্বল সে কি আর ইন্দ্রিয়বিকারগ্রস্ত হইতে পারে? সংযম দ্বারা শাক্য কে নিয়মিত করিলেন, বাক্য সত্য ভিন্ন অসত্য উচ্চারণে অক্ষম হইয়া পড়িল। চিত্ত দয়া প্রেম ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ করিলেন, রিপুর উত্তেজনা অসম্ভব হইল। যখন ইন্দ্রিয় ও চিত্ত আয়ত্বাধীন হইল, তখন সুখ ও দুঃখ, অনুরাগ ও বিরাগ, স্তুতি ও নিন্দার অতীত হইয়া গেলেন। ধর্ম্ম লাভ করিতে মানব মনের যে অবস্থার প্রয়োজন সিদ্ধার্থ তাহা প্রাপ্ত

হইলেন। পাপ জ্ঞান তিরোহিত হইল এখন ধর্ম্মজ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য মহাসমাধি আরম্ভ করিলেন।

প্রথমতঃ সত্য কি অসত্য কি, নিত্য কি অনিত্য কি এই বিতর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎপর নিত্য ও অনিত্যের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে নিত্যানিত্য প্রভেদ জ্ঞান জন্মিবামাত্র তাঁহার চিত্ত অতুল সুখে ভাসিতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ যখন দেখিলেন সংসারে একমাত্র নিত্য বস্তু আর সকল ছায়া মাত্র, তখন বিতর্ক ও বিচার পরিত্যাগ করিয়া একান্তে সেই একমাত্র বস্তুর চিন্তনে মহাসুখ লাভ করিলেন। তৃতীয়তঃ প্রীতি ও বিরাগ উভয়েতেই তাঁহার উপেক্ষা জন্মিল। কিন্তু এখনও সুখ দুঃখের স্মৃতি তিরোহিত হইল না, শরীর এখনও সুখ দুঃখ উপলব্ধি করিতে সক্ষম রহিল। চতুর্থতঃ যখন তাঁহার সুখও গেল দুঃখও গেল, চিত্তের প্রসন্নতা ও বিষাদ তিরোহিত হইল, তখন সুখ দুঃখের প্রতি উপেক্ষা এবং স্মৃতি পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইল। সিদ্ধার্থ আপনাহারা হই আর আপনার পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভব করিলেননা।

এইরূপে ধ্যান সমাধিতে যখন সিদ্ধার্থ বুঝিলেন এক মাত্র নিত্য বস্তু আর সকল অসার, তখন সর্ব্বস্ব সেই এক বস্তুতে অর্পণ করিলেন, সেই এক নিত্য বস্তুই তাঁহার সকল সুখ হইল, সেই একেতে মগ্ন হইয়া আর আপনাকে দেখিতে পাইলেন না। রাত্রির প্রথম যামে যখন সিদ্ধার্থের এই

অবস্থা হইল তখনই তিনি পরম জ্ঞান লাভ করিলেন, অবিদ্যা-ন্ধকার তিরোহিত হইল, দিব্য চক্ষে জীবগণকে দর্শন করিলেন। ধ্যান স্রোত বহিতে লাগিল। রাত্রির মধ্যম যামে তাঁহার এই জ্ঞান উদয় হইল, যে তাঁহার জন্মভূমি নাই, ধাম নাই, গোত্র নাই, জাতি নাই, বর্ণ নাই, জীবন নাই, আয়ু নাই—তিনি পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্বদিগের বংশ সম্ভূত। [illegible] অবসান সময়ে তিনি বুঝিতে পারিলেন, জরামরণ জাতি (১) জ্ঞান সম্ভূত। জাতি জ্ঞান ভব (২) প্রত্যয় হইতে [illegible]পন্ন। ভব প্রত্যয় উপা[illegible]নের (৩) ফল। উপাদান তৃষ্ণা (৪) হইতে জাত। তৃষ্ণা বেদনা (৫) সম্ভূত। বেদনা স্পর্শ প্রত্যয়ের (৬) ফল। স্পর্শ ষড়ায়তন (৭) জাত। ষড়ায়তন নামরূপ (৮) জাত। নামরূপ (৯) বিজ্ঞানের ফল। বিজ্ঞান সংস্কার (১০) হইতে উৎপন্ন। সংস্কার অবিদ্যার (১১) ফল। অতএব এই অবিদ্যাকে যদি নিরোধ করা যায় তবে জরা মরণ থাকিবে না।

অরুণোদয় [illegible] র্ব্বে এই জ্ঞান লাভ করিলেন। [illegible]

---

(১) জাতি—[illegible] অস্তিত্ব। (২) ভব—জগৎ। (৩) উপাদান—চারিভূত। (৪) তৃষ্ণা—বাসনা। (৫) বেদনা—বাহ্যবস্তুর জ্ঞান। (৬) স্পর্শ—ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ। (৭) ষড়ায়তন—মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়। (৮) নাম রূপ—ইন্দ্রিয়ের বিষয়। (৯) বিজ্ঞান—আমিত্ব জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। (১০) সংস্কার—প্রবৃত্তি নিচয়। (১১) অবিদ্যা—অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান, অনিত্যে নিত্যজ্ঞান।

কালের পর তাঁহার আশা পূর্ণ হইল। যে জ্ঞান লাভের জন্য রাজপুত্র সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, যে জ্ঞান লাভের জন্য অলৌকিক তপস্যা ও আত্মনিগ্রহ করিয়াছিলেন, এতদিন পরে সেই জ্ঞান লাভ করিলেন। যৌবনে যে জরা মরণ দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, দুষ্কর সাধনার পর তাঁহার অজ্ঞাত হইবার জ্ঞান উপার্জ্জন করিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ এখনও সিদ্ধ হন নাই। কেবল জ্ঞানলাভে মানুষ সিদ্ধ হইতে পারে না। নিজের জীবনে এই অবিদ্যা অসম্ভব করিবার জন্য প্রাণের দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান তিরোহিত হইল। তাঁহার সকল সন্দেহ ও মিথ্যা ধর্ম্মমত চলিয়া গেল। ধ্যান করিতে লাগিল, রিপুগণ জন্মের মত বিদায় লইল। ধ্যানের প্রভাবে নাই হৃদয়ের নিভৃত স্থানের প্রিয় পাপগুলি পলায়ন করিল। মহাবলে, মহোৎসাহে ধ্যান করিতে লাগিলেন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার পাপ ধ্বংস হইয়া গেল। সিদ্ধার্থ নবিধা জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার শরীর মৃতের ন্যায় নিস্পন্দ হইল, স্থাণুবৎ পড়িয়া রহিল। তাঁর শারীরিক ক্রিয়া রহিত হইল। আর তাঁহার চিত্তের চাঞ্চল্য নাই, আশা নাই, তৃষ্ণা নাই, অনুরাগ নাই, বিরাগ নাই, ইচ্ছা নাই, উদাসীন ভাবও নাই, মহাশান্তিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুখের নির্ব্বাণ, দুঃখের নির্ব্বাণ, ইন্দ্রিয়ের নির্ব্বাণ, ইচ্ছার নির্ব্বাণ হইল। সিদ্ধার্থ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত

যখন বুদ্ধ ক্ষীরায়ণতলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তপুস্স ও ভল্লিক নামক উড়িষ্যা দেশীয় দুই ভ্রাতা পণ্য দ্রব্যে শকট পূর্ণ করিয়া উরুবিল্ব বন মধ্যে উপস্থিত হইল। তাহাদিগের শকটের চক্র মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হওয়াতে সাহায্যের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তরুতলে বুদ্ধের সৌম্যমূর্ত্তি সন্দর্শন করিল। দর্শনমাত্র তাহাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হইল। তাহারা বিবিধ সুখাদ্য দ্রব্য আনিয়া বুদ্ধকে আহার করিতে দিল। বহু দিন অনাহারের পর বুদ্ধ উপাদেয় দ্রব্য ভোজনে তৃপ্ত হইলেন এবং মনানন্দে পুনর্ব্বার ক্ষীরায়ণমূলে গমন করিয়া চিন্তা সাগরে ডুবিয়া গেলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

ধর্ম্মপ্রচার।

বুদ্ধ বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি অমৃতধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহলোকে আর এমন ধর্ম্ম নাই। সত্যধর্ম্ম না পাইয়া জীবগণ অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতেছে, আমি সর্ব্ব দুঃখ নির্ব্বাপক ধর্ম্ম পাইয়া কি বন মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিব? অপর দিকে প্রচলিত ধর্ম্ম ও তাঁহার ধর্ম্মে মহাপার্থক্য দর্শন করিয়া ভাবিলেন, লোকে এ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে কি না। প্রায়শ্চিত্ত,

বলিদান ক্রিয়াকলাপ, মন্ত্র তন্ত্র ও দেবদেবী ও ব্রাহ্মণের উপর বিশ্বাস প্রচলিত ধর্ম্মের প্রাণ, আত্মসংযম ও জীবে দয়া নবধর্ম্মের প্রাণ। এ নূতন ধর্ম্ম দেশ গ্রহণ করিবে কি না, এই ভাবিয়া বুদ্ধ আকুল হইলেন। নরনারী এই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে সক্ষম হইবে না, এই ভাবিয়া এক এক বার তাঁহার প্রাণ নিরাশান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, এই ধর্ম্ম প্রচার করিতে তাঁহার নিজের উপযুক্ত ক্ষমতা হইয়াছে কি না, এক একবার সে বিষয়েও সন্দিহান হইতে লাগিলেন। কিন্তু নরনারীর দুর্গতির কথা মনে হইবা মাত্র তাহাদের জন্য মহাকরুণা উপস্থিত হইল। 'আমি এদেশে ক্ষিতি জুড়িয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিব। এ ধর্ম্ম সকলেই গ্রহণ করিবে। * ' এই ভাব মনে উদয় হইবামাত্র তাঁহার সকল সংশয় ঘুচিয়া গেল। অদম্য উৎসাহে প্রাণ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। সত্য প্রচারের জন্য প্রাণে দেবতার আদেশ উপস্থিত হইল। বুদ্ধ সাধনে সিদ্ধ হইয়া সত্য লাভ করিয়াছেন, এখন জগতের দ্বারে দ্বারে সেই সত্য বিলাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ঘোর ধর্ম্মবিপ্লবে জগৎ পরিপ্লাবিত করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। একাকী জগতের সঙ্গে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া সত্যের বিজয় নিশান উড্ডীয়মান করিলেন।

---

* ললিত বিস্তরের পঞ্চবিংশাধ্যায় ৫১০ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রথমতঃ তাঁহার প্রাচীন গুরু রুদ্রককে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন এ সংবাদ শ্রবণে ভাবিলেন আরাড় কালামের নিকট গমন করিয়া প্রচার করিবেন। কিন্তু তিনিও আর ইহলোকে নাই এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার পূর্ব্বতন পঞ্চশিষ্যকে নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে মৃগদাব* অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে সূর্য্যের প্রখরতাপে ক্লান্ত হইয়া বুদ্ধ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসিয়া আছেন এমন সময়ে গয়ার নিকট আজীবক নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। আজীবক বুদ্ধের অপূর্ব্ব প্রশান্তমূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে মানুষ আপনার মত চিরানন্দ ও পরম শান্তি লাভ করিতে পারে?" বুদ্ধ বলিলেন "অজ্ঞানতা ও পাপের মূল নির্ম্মূলন করিয়াই আমার এ অবস্থা হইয়াছে।" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কোথায় কি উদ্দেশ্যে গমন করিতেছেন?" বুদ্ধ বলিলেন "যাহারা ঘোরান্ধকারে সমাচ্ছন্ন তাহাদিগের নিকট আলোক প্রকাশ করিব, জগতে অমৃতের দ্বার উদ্ঘাটন করিব, বিশ্বসংসারে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিব, এই লক্ষ্য করিয়া বারাণসী গমন করিতেছি।" তাঁহার তেজোময় বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ

* মৃগদাব বারাণসীর তিন মাইল উত্তর। এখানে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোক এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ অবস্থিত আছে। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম সারনাথ।

ক্রোধোন্মত্ত হইল, তাহার শুভ্র ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বিকট মুখে বলিল "তোমার ঐ পথ, আমার এই পথ" এই বলিয়া সে দক্ষিণ মুখে দ্রুতপদে গমন করিল, বুদ্ধ পরবমচনে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া উত্তর মুখে চলিয়া গেলেন।

বুদ্ধ যাইতে যাইতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন নদীতীরে এক নাবিকের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে বলিলেন "অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নদী পার করিয়া দেও।" নাবিক বলিল "তরপণ্য দিন, এখনই আপনাকে পর পারে লইয়া যাইতেছি।" বুদ্ধ বলিলেন "আমি তরপণ্য কোথায় পাইব? আমি অতি গরিব, আমার ধন সম্পদ কিছুই নাই, একটি ভগ্ন মৃত্তিকাপাত্রের মূল্য দিতেও আমি অক্ষম। আমি পারের পয়সা কোথায় পাইব?" "তরপণ্যই আমার জীবিকা, আমার স্ত্রীপুত্রের অবলম্বন, পয়সা না পাইলে আমি পার করিতে পারিনা" নাবিক এই বলিয়া পার করিতে অস্বীকার করিল। এই সময়ে বলাকাশ্রেণী আকাশমার্গে নদী পার হইয়া যাইতেছিল, বুদ্ধ তাহারদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নাবিককে বলিলেন "দেখ ঐ বলাকাশ্রেণী কেমন অনায়াসে নদী উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, উহারা কাহাকেও তরপণ্য দেয় না, আমিও আধ্যাত্মিক বলে নদী পার হই।" কথিত আছে এই বলিয়া তিনি আকাশপথে পর পারে উত্তীর্ণ হইলেন।

গঙ্গা পার হইয়া তিনি মৃগদাবে গমন করিলেন। তাঁহার পঞ্চশিষ্য দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া পরামর্শ করিল, যে ব্যক্তি ব্রত ভঙ্গ করিয়াছে, তাহাকে গুরু বলিয়া সম্মান করা দূরে থাকুক, তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে। কিন্তু ইনি রাজবংশোদ্ভব এই জন্য বসিবার কুশাসন দিতে হইবে। কেবল কোণ্ডান্য এ পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। বুদ্ধ নিকটে আসিলে অপর চারিজন তাঁহার সহিত অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিল। কিন্তু কোণ্ডাণ্য তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া পরম সুখ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি ও অমৃতময় উপদেশের অদ্ভুত প্রভাবে কোণ্ডাণ্যের সরল প্রাণে ধর্ম্মরাজ্যের নূতন পথ খুলিয়া গেল।

সেই দিন দিবাবসানে কোণ্ডাণ্য নবধর্ম্ম ভাবে মগ্ন হইয়া গুরুর নিকটে বসিয়া আছেন, সন্ধ্যাসতী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার গলদেশে অনন্ত নক্ষত্র রচিত সুন্দর হারাবলী, পশ্চাদ্দেশে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘরূপী আলুলায়িত কেশজাল, অনন্ত আকাশ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র, দ্যুলোক তাঁহার মস্তকের মুকুট, এ বিশ্ব তাঁহার দেহ লতিকা। সন্ধ্যার আগমনে চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, বনভূমি মহানিস্তব্ধ। অপর চারিজন শিষ্য এমন সময়ে তথায় উপনীত হইল। ধর্ম্মভাবে বুদ্ধের শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে মহাতেজ বহির্গত হইতে লাগিল। রাত্রির প্রথম যাম তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া অতিবাহিত করিলেন, দ্বিতীয় যাম অমৃতময় কথায়

কাটিয়া গেল। যখন রাত্রি গম্ভীর হইয়া আসিল, চরাচর জগৎ সুষুপ্ত হইয়া পড়িল, তখন সেই অনন্ত নৈশ গগনতলে উপবিষ্ট হইয়া সেই নির্জ্জন গহন বনে বুদ্ধ ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন। "হে ভিক্ষুগণ! এক দিকে সংসারী লোক দিগের উপভোগ্য ইন্দ্রিয় সুখ, অপর দিকে ফলহীন দুঃখকর ব্রহ্মচর্য্য এই উভয়ই ধর্ম্মার্থীগণ পরিত্যাগ করিবেক। আমি এক মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়াছি, যে পথ অবলম্বন করিলে চক্ষু উন্মীলিত হয়, দিব্য জ্ঞান জন্মে, শান্তি লাভ হয়, মানব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। সৎদৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকা আহরণ, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি সম্যক সমাধি, আমার আবিষ্কৃত এই অষ্ট পথ। দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের পথ আমার প্রচারিত এই চারিটি মহাসত্য। জন্ম হওয়াতেই নানা-প্রকার দুঃখ পাইতে হয়। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুই দুঃখ। অপ্রিয়ের সহিত মিলন ও প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদই দুঃখ। অতৃপ্তবাসনাও দুঃখ। সংক্ষেপতঃ অনুরাগোৎপন্ন পঞ্চ স্কন্ধ দুঃখ। জীবন-তৃষ্ণা, ইন্দ্রিয়সুখ-তৃষ্ণা দুঃখের কারণ। এই তৃষ্ণা ধ্বংস হইলেই দুঃখ নিরোধ হয়। হে ভিক্ষু-গণ! পূর্ব্বোক্ত অষ্ট পথ দুঃখ নিরোধের পথ। প্রাচীন শাস্ত্র অথবা গুরূপদেশে আমি এ মহাসত্য লাভ করি নাই। আমি নূতন জ্ঞান, নূতন চক্ষু, নূতন বিদ্যা, নূতন মেধা ও নূতন আ-লোকে এ সত্য দর্শন করিয়াছি পাইয়াছি, সত্য বলিয়া ধারণ

করিয়াছি। সহজ জ্ঞান ও বিচার শক্তির প্রভাবে এ সত্য জীবনে পরিণত করিয়া দুঃখের হস্ত হইতে চির পরিত্রাণ পাইয়াছি। আমার মুক্তি অবিনশ্বর হইয়াছে।" * এই ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া কোণ্ডানেয়র জ্ঞান চক্ষু ফুটিয়া গেল। তিনি মহাসত্য দর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন, তাঁহার সকল সংশয় অপসারিত হইল। কোণ্ডাণ্য বুদ্ধের প্রথম শিষ্য হইলেন। দ্বিতীয় দিনে সকলে ভিক্ষা সংগ্রহে বাহির হইয়াছেন, কেবল বাপা ও বুদ্ধ আশ্রমে ছিলেন, অবসর বুঝিয়া বুদ্ধ ধর্ম্মবলে বাপাকে শিষ্য করিলেন। তৃতীয় দিনে ভদ্রীয়, চতুর্থ দিনে মহানাম ও পঞ্চম দিনে অশ্বজিৎকে দীক্ষিত করিয়া লইলেন।

বর্ষাকাল আসিল। বর্ষার তিনমাস বুদ্ধ মৃগদাবে অবস্থিতি করিলেন। এই সময়ে যাহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত তিনি উৎসাহ ও উদ্যমে পরিপূর্ণ হইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। যশ নামক একজন ভদ্রসন্তান সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া রজনীযোগে গৃহ হইতে পলাইয়া যাইতেছিল, বুদ্ধ তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ বিযুক্ত করিয়া শিষ্য করিয়া লইলেন। যশের পিতা মাতা ও স্ত্রী কিছুদিন পরে বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন কিন্তু তাঁহারা গৃহাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ অনুরাগী সন্ন্যাসী

* এই উপদেশকে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র বলে। এইটি বুদ্ধের প্রথম উপদেশ। ললিত বিস্তর ৫৪৯ পৃষ্ঠা ও ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র দেখ।

অপেক্ষা বিরাগী গৃহস্থকে অধিক সম্মান করিতেন। অনেক গৃহস্থ তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া দেবদেবীর উপাসনা পরিত্যাগ করিল। মৃগদাবে অপূর্ব্ব তপোধন আসিয়াছেন এই সংবাদ শ্রবণে দলে দলে কত লোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল, কত লোকে তাঁহার অমৃত কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিল। একদিন বুদ্ধ বসিয়া আছেন এমন সময়ে আজীবক বিষণ্ণ বদনে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আজীবক গয়ার পথে বুদ্ধকে ভ্রুভঙ্গী করিয়া বিহঙ্গু নামক গ্রামের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। এই গ্রামের এক ব্যাধ তাহাকে তপস্বী জানিয়া ভরণ পোষণ করিত। একদা ব্যাধ এক দূরদেশে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিল—ব্যাধকন্যা আজীবকের আহার সামগ্রী লইয়া তাহার পর্ণকুটীরে উপস্থিত। কন্যার ষোড়শী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণের প্রাণ বিচলিত হইল। ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করিল, হয় এই কন্যাকে বিবাহ করিবে নতুবা অনাহারে এদেহ বিসর্জ্জন দিবে ব্যাধ নাই, কে কন্যাদান করে সুতরাং আজীবক অনশন ব্রত আরম্ভ করিল। যখন ব্রাহ্মণ অনাহারে মুমূর্ষ দশায় উপস্থিত এমন সময়ে একদিন ব্যাধ গৃহে ফিরিয়া সকল বিবরণ অবগত হইল। ব্যাধ হৃষ্টচিত্তে সাধুকে কন্যা সমর্পণ করিল। নিয়মিত সময়ে সাধুর এক পুত্র জন্মিল। সাধু বড় অলস ও অপরিচ্ছন্ন, এই কারণে তাহার পত্নী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদা তিরস্কার করিত—পত্নীর তাড়না অবশেষে

জাগ্রত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হইল—বুদ্ধের কথা মনে পড়িল—সাধু সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া সকল দুঃখ নিরসনের জন্য বুদ্ধের নিকট গমন করিল। বুদ্ধ তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।

বর্ষার তিন মাসে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা সর্ব্ব সুদ্ধ ৬০ জন হইল। বর্ষান্তে এই শিষ্যগুলিকে সমবেত করিয়া বুদ্ধ বলিলেন "প্রেমাস্পদ বান্ধবগণ! তোমরা যে সত্য লাভ করিয়াছ পরম সুখে তাহা উপভোগ কর। সত্য লাভ করাতে আমাদের এক গুরুতর দায়িত্ব বাড়িয়াছে। পরিত্রাণের শুভ সংবাদ দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিতে হইবে। তোমরা সকলে বিভিন্ন দিকে গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার প্রবৃত্ত হও—ধর্ম্ম রাজ্যের সমাচার পাইয়া কত লোক ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব পরিত্যাগ করিবে, ধর্ম্মের জন্য মুক্তির জন্য লালায়িত হইবে। তোমরা উৎসাহের সহিত প্রচারে বহির্গত হও, আমি নিজে উরুবিল্বের সেনানী গ্রামাভিমুখে গমন করি।" এই ষাটি জন নিরাশ্রয় নিঃসহায় দীন দুঃখী কোটি কোটি লোকের ধর্ম্ম মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিল. এই কয়েক জন পথের ভিখারী অতুল প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পরাহত করিতে যাত্রা করিল। তাহারা দেশে দেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল নূতন ধর্ম্মের জয় ধ্বনিতে দেশ কাঁপিয়া উঠিল, প্রবল ধর্ম্ম বিপ্লবের সূত্রপাত হইল।

বুদ্ধ উরুবিল যাইতে পথিমধ্যে কাপাশীয় বনে ত্রিশ জন ব্যভিচারী ধনী সন্তানকে শিষ্য করিলেন। গুরুর আদেশ অনুসারে তাহারা ভিক্ষাপাত্র ও চীবর লইয়া দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে ধাবমান হইল। উরুবিল্ বনে কাশ্যপ ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় বাস করিতেন। ইঁহারা তিন জনেই মহাসুপণ্ডিত দার্শনিক ও অগ্নির উপাসক। বহু সংখ্যক শিষ্য ইঁহাদিগের নিকট অধ্যয়ন করিত। বুদ্ধের সহিত কাশ্যপের প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিল। অবশেষে বুদ্ধের অলৌকিক প্রভাব দর্শনে তাঁহার ধর্ম্মমতে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া তিনি স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। কাশ্যপের ভ্রাতৃদ্বয় এবং শিষ্য মণ্ডলী ও বুদ্ধের শিষ্য হইলেন। বিদ্যাবলে, ধর্ম্মবলে ও চরিত্রবলে কাশ্যপ দেশ বিখ্যাত ছিলেন। সেই কাশ্যপ বুদ্ধের অনুসরণ করিয়াছেন, এ সংবাদ প্রচার হইবামাত্র দেশে দেশে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। শিষ্যগণের উৎসাহ দশগুণ বর্দ্ধিত হইল। এক দিন বুদ্ধ নূতন শিষ্য মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া গয়ার সন্নিকটবর্ত্তী গন্ধহস্তী পর্ব্বতে বসিয়া আছেন, রাজগৃহের রমণীয় উপত্যকা তাঁহাদিগের সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া আছে, এমন সময়ে সম্মুখবর্ত্তী এক পাহাড়ে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বুদ্ধ দাবানলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "মানুষ যতদিন অবিদ্যার অধীন থাকে ততদিন তাহারাও ঐ বনের ন্যায় জ্বলিতে থাকে। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহের উত্তেজনায় তাহাদিগের বাসনা ও তৃষ্ণা আরো জ্বলিয়া

উঠে। চক্ষু বাহ্য জগত দর্শন করে, এই দর্শন হইতে সুখ কি দুঃখ অনুভব হয়। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়জ্ঞান থাকাতেই কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তি, জরা ব্যাধি ও মৃত্যু-ভয় আসিয়া মানব হৃদয় অভিভূত করিয়া ফেলে; হে কাশ্যপ! শুষ্ক কাষ্ঠ পাইয়া ঐ অগ্নির তেজ যেমন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বনভূমি ভস্মীভূত করিতেছে, ইন্দ্রিয় জ্ঞান থাকাতেই বাসনা ও তৃষ্ণানল প্রবল হইয়া জগতীস্থ নর নারীকে দগ্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা আমার এই ধর্ম্ম পালন করে, আত্মশুদ্ধি যে ধর্ম্মের প্রবেশ দ্বার এবং প্রেম যে ধর্ম্মের শেষ লক্ষ্য তাহারা সকল অজ্ঞানতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। প্রবৃত্তি তাহাদিগের বশীভূত হয়, ইন্দ্রিয়জ্ঞান আর বাসনাকে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদিগের হৃদয় হইতে পাপের মূল উৎপাটিত হয়। প্রকৃত মুক্তিপ্রার্থীগণ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া আর তৃষ্ণানলে পুড়িয়া মরে না। তাহারা আর জাতি বিচ্ছেদ, ক্রিয়া কলাপ, যাগ যজ্ঞ, ও বলিদানের বৃথা নিয়মে জড়িত হইয়া থাকে না।" এই উপদেশের মধ্যে বুদ্ধ যাহা বলিয়াছেন তাহার কেমন চমৎকার ভাব, যাহা বলেন নাই তাহারই বা কেমন গভীর মর্ম্ম! ইন্দ্রিয়ের বিষয় লইয়া আমরা যত চিন্তা করি, ইন্দ্রিয় সেবার জন্য আমাদিগের বাসনা ততই প্রবল হইয়া উঠে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় যত আমাদের চিন্তার অতীত হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়

সুখ উপভোগের ইচ্ছাও সেই পরিমাণে তিরোহিত হয়। ইহার পর যখন আত্মোৎকর্ষ দ্বারা তৃষ্ণার শান্তি হয় তখন হৃদয় পরিশুদ্ধ হইয়া যায়, পুণ্যনীরে সকল কলঙ্ক প্রক্ষালিত হয়, ইন্দ্রিয় কুবাসনা পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যের সহায় হয়, জগতের প্রতি অপার প্রেম আসিয়া হৃদয় অধিকার করে, যে জগতে সকলেই মিত্র সে জগতে আর কাম ক্রোধের বিষয় কোথায়?

এইরূপ ধর্ম্মালাপে কিয়ৎকাল তথায় অতিবাহিত করিয়া বুদ্ধ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে শিষ্যগণসহ রাজগৃহাভিমুখে গমন করিলেন। রাজগৃহ সে সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। মগধ সাম্রাজ্য গঙ্গাতীর হইতে দক্ষিণে পঞ্চাশৎ ক্রোশ এবং শোণ নদীর পূর্ব্বে পঞ্চাশৎ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বুদ্ধের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহারাজ বিম্বসার তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। নগরের বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী বুদ্ধের দর্শন লালসায় রাজপথ ছাইয়া ফেলিল। লোকের গমনাগমন বন্ধ হইয়া গেল। বহুদূর ব্যাপিয়া মনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হইল না। এই বহু জনাকীর্ণ স্থানে বুদ্ধ কাশ্যপকে প্রশ্ন করিলেন "কেন তুমি অগ্নির উপাসনা পরিত্যাগ করিলে?" কাশ্যপ বলিলেন "কতকগুলি লোক রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও ইন্দ্রিয় সেবায় সুখানুভব করে, অপর কতকগুলি লোক কৃত্রিম

বৈরাগ্য ও বলিদানে সুখ প্রাপ্ত হয়, এই উভয়ই ফল বিহীন উপলব্ধি হওয়াতে আমি পূর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি। যে ইন্দ্রিয়ের দাস সে কি পরম শান্তি পাইতে পারে, যে বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপে অনুরক্ত সে কি নির্ব্বাণের অধিকারী? কেবল আত্মোৎকর্ষ দ্বারাই মানুষ নির্ব্বাণরূপ পরম শান্তি লাভ করিতে পারে।" বুদ্ধ অতঃপর চারি মহাসত্যের ব্যাখ্যা করিলেন। বিম্বসার তাহা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। একদিকে সুপণ্ডিত কাশ্যপ অপর দিকে মহারাজা বিম্বসার বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, এ সংবাদ প্রচার হইবামাত্র রাজ্য মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। পরদিন শত শত লোক বুদ্ধের দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ লালসায় যষ্টিবনে সমাগত হইল। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে মধ্যাহ্ন ভোজন দ্রব্য সংগ্রহের জন্য বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দর্শনমাত্র শত শত লোক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিল। নর নারীর আনন্দ কোলাহলে নগর পরিপূর্ণ হইল। পাছে কোন জীবের প্রাণ বধ হয়, এই আশঙ্কায় প্রফুল্ল বদন অবনত করিয়া তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে করিতে অবশেষে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। রাজা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন "প্রভু যষ্টিবন বহুদূরে অতএব অদূরস্থিত বেণুবনে বাস করিয়া কৃতার্থ করুন।" এই হইতে বুদ্ধ বেণুবন গ্রহণ করিয়া বহু বৎসর

সেইদিন

পর্য্যন্ত বর্ষাকালে এখানে আসিয়া বাস করিতেন, এই বেণু বনেই তাঁহার মুখ নিঃসৃত অমৃত কথা শ্রবণ করিয়া কত লোক নির্ব্বাণ পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই বেণুবনে বুদ্ধ দুইমাস কাল অবস্থিতি করিলেন। একদা অশ্বজিৎ ভিক্ষুবেশে রাজগৃহের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন, তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি, উজ্জ্বল জ্যোতি, করুণাপূর্ণ দৃষ্টি ও পুণ্যময় বদন মণ্ডল দর্শন করিয়া উপতীষ্য নামক এক ব্রাহ্মণ তনয়ের হৃদয়ে ধর্ম্মলাভের জন্য গভীর তৃষ্ণার সঞ্চার হয়। উপতীষ্য আপনার হৃদয়ের অবস্থা কালিত নামক অপর এক ব্রাহ্মণ পুত্রকে অবগত করেন। বুদ্ধশিষ্যের মনোমুগ্ধকর জীবন দর্শন করিয়া, তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও পবিত্র ব্যবহারে ব্রাহ্মণ তনয়দ্বয়ের হৃদয় আকৃষ্ট হইল। কিছুদিন পরে ইহাঁরা উভয়ে বুদ্ধের নিকট দীক্ষিত হইলেন। নব জীবন লাভ করিয়া উপতীষ্য সারিপুত্র এবং কালিত মৌদ্গল্যায়ন নাম গ্রহণ করিলেন। যে দিন সারিপুত্র দীক্ষিত হইলেন সেই দিন বুদ্ধ ভিক্ষুদিগের সমাজ সংস্থাপন করিলেন। এই সমাজের নাম সংঘ হইল। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন পরমোৎসাহী মহাতেজস্বী ও অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন, এইজন্য বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সংঘ মধ্যে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রাচীন শিষ্যগণ আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিয়া গুরুর প্রতি বিরক্ত হইল এবং সংঘ মধ্যে হিংসানল প্রজ্বলিত করিল। বুদ্ধ শিষ্যদিগের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ

হইয়া সকলকে আহ্বান করিলেন। সকলে সমবেত হইলে তিনি বলিলেন, "পাপ হইতে নিবৃত্তি, পুণ্যোপার্জ্জন ও আত্মশুদ্ধি ভিক্ষুদিগের ধর্ম্ম, তোমরা কেন হিংসানলে পুড়িয়া ধর্ম্ম বিস্মৃত হইতেছ" বুদ্ধের উপদেশে শিষ্যগণের উত্তেজিত হৃদয় প্রশান্ত হইল কিন্তু সংঘের পবিত্রতা রক্ষার্থ তিনি কতকগুলি নিয়ম এই সময়ে বিধিবদ্ধ করিলেন। যে সংঘে এই সকল নিয়ম প্রণীত হয়, তাহার নাম "শ্রাবক সন্নিপাত" এবং যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় তাহার নাম "প্রতিমোক্ষ"।

বুদ্ধ যখন রাজগৃহে আগমন করেন, তখন রাজ্যমধ্যে মহা ধূমধাম পড়িয়াছিল, তাঁহার নির্জ্জন বাসস্থান সর্ব্বদা জনাকীর্ণ থাকিত কিন্তু সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের পর বহুদিন পর্য্যন্ত আর কেহ দীক্ষিত না হওয়াতে সাধারণ লোকের উৎসাহাগ্নি ক্রমে নিবিয়া আসিল। অশিক্ষিত মানব হৃদয় স্বভাবতঃ নূতন প্রিয়। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশগুলি বারংবার শ্রবণ করাতে তাহার নূতনত্ব চলিয়া গেল, তখন নগরবাসীগণ প্রথমতঃ উৎসাহহীন, তৎপর বীতশ্রদ্ধ, অবশেষে বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। যাহারা পিতা মাতার একমাত্র পুত্রকে ঘরের বাহির করিয়া সন্ন্যাসী করিয়াছে, যাহারা অনেক গৃহ শ্মশানতুল্য করিয়াছে, যাহারা প্রচলিত ধর্ম্মের বিনাশ সাধনে তৎপর হইয়াছে, যাহারা সমাজের আবহমানকাল প্রচলিত রীতি

নীতি উচ্ছেদ করিয়া ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে সমতা করিতেছে, যাহারা ভিক্ষুদিগের নির্ম্মল সুখ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া গৃহীদিগকে গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রোৎসাহিত করিতেছে, সংক্ষেপতঃ যাহারা জীবসৃষ্টির বিনাশ সাধনে রত হইয়াছে, তাহাদিগের বিরুদ্ধে নগরবাসীগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। যখনই ভিক্ষুগণ ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিত, নগরবাসীগণ তাহাদিগকে এবং বুদ্ধকে নানা প্রকারে অপমানিত করিত। ভিক্ষুগণ লোকের অসদ্ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া বুদ্ধকে জানাইল। তিনি বলিলেন, "লোকে যাহা অমঙ্গল মনে করিয়া তোমাদিগকে তিরস্কার করিতেছে, তাহাই চিরমঙ্গলকর। তোমরা নগরবাসীদিগকে বলিও বুদ্ধ ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সত্যই তাঁহার অমোঘাস্ত্র, সত্য ভিন্ন আর কোন অস্ত্র তিনি জানেন না। এই সত্যের বলেই অনেক লোক তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে, সত্যের বলেই তাঁহার দল বল দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।"

বুদ্ধ কত লোকের অনুরাগ ও কত লোকের বিরাগ ভাজন হইয়া মহোৎসাহের সহিত নবধর্ম্মের নূতন তত্ত্ব ঘোষণা করিতে লাগিলেন। দেশ বিদেশে তাঁহার নাম ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। পুত্র সিদ্ধ হইয়া শত শত লোককে নবজীবন দান করিতেছেন, এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল

হইয়া পড়িলেন। পুত্রকে কপিলবস্তু নগরে আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন, কিন্তু প্রেরিত লোক বুদ্ধের অপূর্ব্ব ধর্ম্ম কথা শ্রবণে সংসার মায়া বিস্মৃত হইয়া ভিক্ষুবেশে দেশে দেশে ফিরিতে লাগিল। বহুদিন অতীত হইল তথাচ পুত্র অথবা পুত্রের সংবাদ লইয়া কেহ ফিরিল না। শুদ্ধোদন ব্যস্ত হইয়া অপর লোক প্রেরণ করিলেন, সে ব্যক্তিও বুদ্ধের অনুসরণ করিল। বুদ্ধের উপদেশের কি মোহিনী শক্তি, তাঁহার জীবনের কি অদ্ভুত আকর্ষণ, যে তাঁহার নিকটে আসিল সেই সংসারমায়া চিরজীবনের মত বিসর্জ্জন করিল। কপিলবস্তু হইতে ক্রমে নয় বারে বহু সংখ্যক লোক বুদ্ধকে গৃহে লইয়া যাইতে প্রেরিত হইল, কিন্তু এক জনও ফিরিয়া গৃহে গেল না। শুদ্ধোধন অবশেষে বুদ্ধের বাল্যসখা কালউদায়িনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কালউদায়িন রাজসংসারের অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। শুদ্ধোদন অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাহাকে বলিলেন "আমার জীবন ফুরাইয়া আসিল একবার পুত্র মুখ দেখিয়া এ দগ্ধ প্রাণ শীতল করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু যত লোক পুত্রের নিকট পাঠাইলাম, কেহই ফিরিয়া আসিল না কিম্বা কোন সংবাদ পাঠাইলনা। তুমি আমার শেষ অবলম্বন, এ বৃদ্ধের প্রতি দয়া করিয়া একবার রাজগৃহে যাও এবং পুত্রকে বল যে 'মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার পিতা একবার তোমার মুখ দেখিতে চান।" কালউদায়িন রাজগৃহাভিমুখে গমন

করিল। বুদ্ধ কিয়দ্দিন হইল উরুবিল্ব হইতে আসিয়া বেণু-বনে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে কালউদায়িন তথায় উপনীত হইল। বুদ্ধের নব জীবন, চরিত্রের মাধুর্য্য ও পবিত্রতা দর্শন করিয়া কালউদায়িন মুগ্ধ হইয়া গেল। যে কথা ইহজীবনে কেহ কখনও শ্রবণ করে নাই এমন পরিত্রাণপ্রদ মধুর বাক্য শুনিয়া কালউদায়িন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

দুই মাস চলিয়া গেল, বসন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। বাসন্তী মারুত বহিতে লাগিল, জল স্থল নবীন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, তরুকুল নবপত্রে সজ্জিত হইয়া ফুলভরে অবনত হইল। ধরণী শ্যামল দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত হইল। শীতাপগমে জীবকুল আনন্দোৎসবে ডুবিয়া গেল। সমস্ত প্রকৃতি লাবণ্য ছটা বিকাশ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন মধুর সময়ে একদিন কালউদায়িন বুদ্ধকে বলিলেন "দেশ ভ্রমণের এই উপযুক্ত সময়, চলুন আমরা এস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হই। আপনার পিতারও মৃত্যুকাল নিকটস্থ হইল, তাঁহার প্রাণের বড়সাধ মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার আপনার মুখ দর্শন করিয়া সন্তপ্ত প্রাণ শীতল করেন।" বুদ্ধ পিতৃদর্শনে গমন করিতে স্বীকার করিয়া বহুসংখ্যক শিষ্য সমভিব্যাহারে কপিলবস্তু অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজগৃহ হইতে কপিলবস্তু যাইতে কিয়ৎকাল মল্লদেশে অবস্থিতি করেন। মল্লরাজগণ এই সময়ে বৌদ্ধ

ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। উপালী নামক রাজসংসারের একজন ক্ষৌরকার ভিক্ষুশ্রেণীভুক্ত হন। উপালী ভিক্ষু হইলেন, মল্লরাজগণের মস্তক তাঁহার চরণে অবনত হইল। বুদ্ধ দুই মাসে রাজগৃহ হইতে কপিলবস্তু পঁহুছিলেন এবং সংঘের নিয়মানুসারে নগরের অনতিদূরস্থ ন্যগ্রোধ বনে আবাস স্থান নির্ণয় করিলেন। বুদ্ধের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে নগরস্থ বালক ও বালিকাগণ দলবদ্ধ হইয়া পুষ্পমালা দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে বহির্গত হইল। যুবক ও বৃদ্ধগণ তাহাদিগের পশ্চাতে পর্য্যায়ক্রমে অগ্রসর হইলেন। ন্যগ্রোধ বনে মহা সমারোহ হইল। শুদ্ধোদন, তাঁহার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে অভিবাদন না করাতে তাঁহারা অনেকেই মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। দিবাবসানে সকলেই গৃহে ফিরিলেন, সন্ন্যাসী-দল ন্যগ্রোধ বনে রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। একবার ভাবিলেন ভিক্ষার জন্য একবারে রাজবাটী যাইবেন, কি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে করিতে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু সংঘের নিয়মানুসারে গৃহে গৃহে ভিক্ষা করাই স্থির করিলেন। অপর ভিক্ষুর পক্ষে যে নিয়ম তিনি রাজপুত্র ও গুরু বলিয়া তাঁহার পক্ষে ভিন্ন নিয়ম হইতে পারে না। বুদ্ধ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের ভিখারী বেশ দেখিয়া নগরবাসীগণ

কাঁদিয়া আকুল হইল। গৃহে অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিতে অন্ন মুষ্টির জন্য রাজপুত্র দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন, রমণী-গণের কোমল প্রাণে এ নিদারুণ দৃশ্য সহিল না, তাহারা নানা প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিল। চতুর্দিকে আর্ত্ত-নাদ ও কোলাহল শ্রবণ করিয়া গোপা প্রাসাদের উপর উঠিলেন। উঠিয়া দেখেন তাঁহার প্রাণাধিক স্বামী অনা-বৃত পদে, মুণ্ডিত মস্তকে, হরিদ্র পরিচ্ছদে গাত্রাবরণ করিয়া অবনত বদনে, হস্তে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ধীরপদসঞ্চারে অগ্রসর হইতেছেন। গোপা স্বামীর সে মূর্ত্তি দেখিয়া জ্ঞানহারা হইলেন। রাজকুমারের এ বেশ দেখিয়া কাহার না অশ্রু জল পতিত হয়? যিনি সুবর্ণযান ভিন্ন কখনও এক পদ অগ্রসর হন নাই, মণি মুক্তায় যাঁহার শরীর সর্ব্বদা সজ্জিত থাকিত, ষোড়শোপচার ভিন্ন যাঁহার আহার হইত না, তিনি কি না আজ মৃৎপাত্র হস্তে লইয়া পিতার রাজ-ধানীতে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। এ দৃশ্য কাহার প্রাণে সহ্য হয়? গোপা! তোমার ঐ সরল মুখে অশ্রুজল দেখিয়া আমারও কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। গোপা আত্ম সং-সংবরণ করিয়া রাজার নিকট স্বামীর সংবাদ পাঠাইলেন। রাজা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, বাহিরে আসিয়া পুত্রের সেই দীনবেশ দেখিয়া অধীরে রোদন করিতে লাগিলেন। ইচ্ছা হইল পুত্রকে ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করেন কিন্তু বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। বহু কষ্টে শোকাচ-

বেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন "কেন উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আমাদিগকে লজ্জা দেও? আমি কি এত গুলি ভিক্ষুর আহার দিতে পারিতাম না?" বুদ্ধ বলিলেন "মহারাজ! ভিক্ষা বৃত্তিই আমাদিগের বংশের রীতি।" রাজা বলিলেন "আমরা রাজতনয় আমাদিগের বংশের কেহ কখনও উদরান্নের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে নাই।" বুদ্ধ পুনরায় বলিলেন "আপনি ও আপনার পরিবার রাজ-বংশজাত হইতে পারেন, কিন্তু আমি পূর্ব্বতন বুদ্ধগণের বংশসম্ভূত। তাঁহারা ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে জীবন ধারণ করিতেন। কিন্তু পিতঃ! যদি কেহ কোন মহামূল্য গুপ্তধন প্রাপ্ত হয়, তখন সেই অমূল্য রত্ন পিতাকেই উপহার দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া সেই রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বজন সম্মুখে পিতাকে বলিলেন "পিতঃ! জাগ্রত হউন আর বিলম্ব করিবেন না, পবিত্র জীবন লাভে যত্ন করুন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপালন করে সে ইহলোক ও পরলোকে নির্ম্মল সুখ সম্ভোগ করে। অতএব পবিত্র জীবন লাভ করুন, আর পাপের অনুসরণ করিবেন না। যাহারা সৎপথে থাকে উভয়লোকে তাহারা পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়।" * রাজা তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া ভিক্ষাপাত্র নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং পুত্রকে লইয়া বাটীর অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। বুদ্ধ উপস্থিত হইবামাত্র

---

* মোক্ষ মূলার প্রকাশিত ধর্ম্মপদের ১৬৮ এবং ১৬৯ শ্লোক দেখ।

পরিজন ও দাসদাসীবর্গ তাহাকে যথোচিত সমাদর করিতে লাগিল। রাজপরিবারের সকলেই সেখানে উপস্থিত কেবল গোপাকে কেহ দেখিল না। "আমার প্রতি যদি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র অনুরাগ থাকে, তবে তিনি অবশ্যই আমার নিকট আসিবেন। এখানে আসিলেই আমি প্রাণের কথা তাঁহার নিকট খুলিয়া বলিতে পারিব।" এই ভাবিয়া গোপা গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া রহিলেন। বুদ্ধ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন গোপা নাই, অমনি দুই জন শিষ্য সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। শিষ্যদিগকে বলিয়া রাখিলেন, যদি কোন রমণী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রয়াস পায়, তাঁহারা যেন কোন প্রতিবন্ধকতাচরণ না করে। বুদ্ধ নিকটে আসিলে গোপা কথা বলিবেন কি কাঁদিয়াই অস্থির। বহু চেষ্টাতেও মুখ ফুটিয়া একটী কথা বাহির হইল না। স্বামীর পদতলে পড়িয়া অশ্রুজলে সে চরণযুগল সিক্ত করিতে লাগিলেন। বহু দিন পরে সে চরণ স্পর্শে তাঁহার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। নিষ্পন্দ ভাবে সে চরণ আলিঙ্গন করিয়া ভূমিতলে পড়িয়া রহিলেন। গোপার মনের দুঃখ প্রকাশ হইতে পারে ভাষায় এমন শব্দ নাই—অব্যক্ত ভাষায় আজ কাঁদিতে লাগিলেন—সে অব্যক্ত ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া সিদ্ধার্থের উদাসীন প্রাণও চঞ্চল হইল। হায়! অনাদি কি দুঃখের কারণ। বুদ্ধ জগতের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, গোপা তাঁহার সেই উচ্চভাব

বুঝিতে না পারিয়া কত ক্লেশ পাইতেছেন। চিরকাল এই ভাবে ক্রন্দন করিলেও স্বামী আর তাঁহার হইবেন না এই ভাবিয়া গোপা অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। শুদ্ধোদন পুত্রকে বলিলেন যে অবধি তুমি গৃহ ছাড়িয়া গিয়াছ, সেই হইতে তোমার পত্নী এই নবীন বয়সে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া দিন কাটাইতেছেন, অনাহারে অনিদ্রায় কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া আছেন; তাঁহার বৈধব্য দশা, তাঁহার অপার ক্লেশ দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়, রাজরাণী হইয়া কেহ কখনও এমন দুঃখের জীবন যাপন করে না। কত লোকে তাঁহাকে এ পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে কত চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু তিনি ব্রহ্মচর্য্যে শরীর নিপাত করিবেন এই সঙ্কল্প করিয়াছেন: বুদ্ধ নির্ব্বাক হইয়া পত্নীর দুঃখবারতা শ্রবণ করিলেন। যে গোপা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন, আশ্রয়তরুজ্ঞানে জীবনের চিরসহায় জ্ঞানে যে তাঁহাকে প্রাণ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, সেই অবলাকে এই ভূমণ্ডলে নিরাশার অপার সাগরে ডুবাইয়াছেন, বুদ্ধ নিষ্পন্দভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই বিষাদ পূর্ণ চিন্তা করিতেছিলেন। বিনাপরাধে প্রাণাধিকা পত্নীর সুখের পথে কণ্টক হইয়াছেন, ক্ষণমাত্র এই চিন্তা করিয়া পত্নীকে অনন্ত সুখে সুখী করিবার জন্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। ধর্ম্মের সে অমৃত কথা শ্রবণ করিয়া গোপার শোকদগ্ধ প্রাণ কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইল।

রাজা ও রাজপরিবারবর্গ সে অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিয়া নব ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন।

পরদিন গৌতমীগর্ভজাত নন্দের বিবাহ ও রাজ্যাভিষেক। এই সুখের দিনে বুদ্ধ একবার নন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। বুদ্ধ কি যে এক অলৌকিক আকর্ষণে তাঁহাকে টানিলেন, কি যে মহামন্ত্রে তাহাকে মুগ্ধ করিলেন, তাঁহার রাজ্যসুখ ও বিবাহসুখ অসার ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইল। বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া যে অননুভূতপূর্ব্ব অনুপম নির্ম্মল সুখের ছায়ামাত্র দেখিয়া তাহার প্রাণ বিমুগ্ধ হইল, সে সুখ আয়ত্ত করিতে পারিলে, না জানি আরো কত সুখ! রাজভবনে হাহাকার পড়িয়া গেল, পাত্রী সুন্দরী বড় আশা করিয়াছিলেন আজি তাঁহার বিবাহ, আজ হইতে তিনি রাজমহিষী হইবেন, তিনি কত সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন কিন্তু হায়! সে সুখ উপভোগ না করিতেই আকাশে লীন হইয়া গেল। সুন্দরী ও রাজপরিজনগণ কত বিলাপ করিলেন, নন্দের মন ফিরাইতে কত উপায় অবলম্বন করিলেন, কিছুতেই তাহার মন ফিরিল না। অনন্ত কালের অনন্ত সুখ যে আভাসমাত্র দেখিয়াছে সে কি আর এই পৃথিবীর পঙ্কিল সুখে ভুলিয়া থাকিতে পারে?

বুদ্ধ এক দিন আহার করিতে রাজবাটী আসিয়াছেন। গোপা রাহুলকে বহুমূল্য বস্ত্রে সজ্জিত করিয়া বলিলেন

"বৎস! আজ তোমার পিতার নিকট গমন করিয়া পিতৃধনের জন্য প্রার্থনা কর।" রাহুল সাত বৎসরের হইয়াছে কিন্তু পিতা কে তাহা জানে না। বালক সরলতার সহিত বলিল "কে আমার পিতা? রাজা ছাড়া আমি আর কাহাকেও জানি না।" গোপা পুত্রকে গবাক্ষ দ্বারের নিকটে লইয়া গিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন ঐ যে উজ্জ্বল প্রশান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী দেখিতেছ উনিই তোমার পিতা—উহাঁর নিকট বহুমূল্য ধন আছে—যে হইতে উনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন সেই হইতে আমরা আর সে অমূল্যধনের মুখ দেখিতে পাই না। যাও তোমার পিতার নিকট গমন করিয়া বল, 'পিতঃ! আমি আপনার পুত্র, আমি শাক্যবংশের নেতা হইব, আমি পিতৃধন পাইতে ইচ্ছা করি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন'।" রাহুল পিতার নিকট গমন করিয়া নির্ভীক মনে ও প্রীতি বিস্ফারিত নয়নে বলিল "পিতঃ! আপনাকে দেখিয়া আমার বড় সুখ হইয়াছে।" বুদ্ধ সে কথার কোন উত্তর দিলেন না, আহারাদি সম্পন্ন করিয়া ন্যগ্রোধ বনাভিমুখে চলিয়া গেলেন। রাহুল তাঁহার অনুসরণ করিয়া বারংবার পৈতৃকধন যাচ্ঞা করিতে লাগিল। বুদ্ধ মৌনী হইয়া রহিলেন, পুত্রকে নিবারণ করিলেননা. শিষ্যগণও বালককে কিছু বলিল না। অবশেষে ন্যগ্রোধ বনে উপনীত হইয়া তিনি ভাবিলেন "এই পৃথিবীর নশ্বর-

ধন দুঃখের কারণ। আমি বোধিদ্রুমমূলে যে সপ্তরত্ন পাই-য়াছি আজ ইহাকে তাহাই প্রদান করিব এবং আমার আধ্যাত্মিক ধনের উত্তরাধিকারী করিয়া যাইব।" তখন সারিপুত্রকে বলিলেন "এই বালককে সহচর করিয়া লও।" সাত বৎসরের নিরীহ সরল বালক—শিষ্যগণ তাহার রাজপরিচ্ছদ দূরে ফেলিয়া দিল, মণি মুক্তা গাত্র হইতে উন্মোচন করিল। পদদ্বয় উপানদ্বিহীন, মস্তক মুণ্ডিত হইল, হরিদ্রবর্ণ জীর্ণ চীবর গাত্রবস্ত্র হইল। রাহুল সৌভাগ্যবান যে এমন পিতা পাইয়াছিল, বুদ্ধ সৌভাগ্য-বান যে পুত্রকে সংসারের মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া অনন্ত অক্ষয়ধনের অধিকারী করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। গণনাপরতন্ত্র সংসারী পিতা পুত্রকে লক্ষপতি দেখিয়া আহ্লাদিত হন, ধার্ম্মিক পিতা পুত্রকে চরিত্রবান দেখিলেই সুখী হইয়া থাকেন। সংসারের বিভব অপেক্ষা কি নিত্যকাল স্থায়ী চরিত্রধন অধিক মূল্যবান নহে? কিন্তু হায়! এ পঙ্কিল সংসারে এমন পিতা কয় জন, যাঁহারা পুত্রকে নিজ হস্তে ধর্ম্মের জন্য, পরোপকারের জন্য, দেশের জন্য পুত্রকে সন্ন্যাসী বেশে সাজাইয়া সুখানুভব করেন? রাহুল ভিক্ষুশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে শুনিয়া রাজপরিবার শোকাকুল হইল। বৃদ্ধের শোকে শুদ্ধোদন জীবন্মৃত হইয়াছিলেন, তাহার পর দ্বিতীয় পুত্র নন্দ ক্ষতপ্রাণে শেল বিদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন,

শেষে যে বৃদ্ধের একমাত্র সম্বল, বংশের এক মাত্র প্রদীপ ছিল সেও পরিত্যাগ করিল, বৃদ্ধের ভগ্নপ্রাণে আর কত মনস্তাপ সহ্য হয়। বৃদ্ধ দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান পরিশূন্য হইয়া ন্যগ্রোধ বনে গমন করিলেন এবং সজল নয়নে গদগদভাবে পুত্রকে বলিলেন "আমার যাহা হইবার হইয়াছে, আমার একটী অনুরোধ রাখিও, পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত আর কাহারও সন্তানকে সংঘ মধ্যে গ্রহণ করিওনা।" বুদ্ধ পিতৃ-আজ্ঞা পালনে স্বীকৃত হইলেন। সেই হইতে নিয়ম হইল পিতামাতার সম্মতি ব্যতীত কেহ ভিক্ষুশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেনা। ইহারপর বুদ্ধ যতদিন কপিলবস্তু ছিলেন পিতার সঙ্গে সর্ব্বদা ধর্ম্মালাপে যাপন করিতেন। বহুদিন ওই স্থানে প্রবাস করিয়া শাক্যবংশীয়দিগের মনে নব-ধর্ম্মের নূতন সত্য দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া তিনি রাজগৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

কপিলবস্তু হইতে রাজগৃহের পথে অনোমা নদীতীর-বর্ত্তী অনুপ্রিয় নামক চূতবনে কিয়দ্দিন বাস করিলেন। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া এই স্থানেই প্রথম সন্ন্যাসীবেশ ধারণ করেন, এই স্থান হইতেই ছন্দককে বিদায় দেন; এখন সেই সকল কথা সেই সময়ের অবস্থা মনে উঠিয়া স্থানটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দশগুণ বর্দ্ধিত করিল। এই স্থানে বাসকালীন অনেকগুলি লোক তাঁহার শিষ্য হয়। তন্মধ্যে আনন্দ, দেবদত্ত ও অনিরুদ্ধ বৌদ্ধ জগতে সুপ্রসিদ্ধ।

শুক্লোদন, অমৃতোদন, ধৌতোদন ও ঘনিতোদন নামে শুদ্ধো-দনের চারি সহোদর ভ্রাতা ছিল। আনন্দ ও দেবদত্ত শুক্লোদনের এবং অনিরুদ্ধ অমৃতোদনের পুত্র। বুদ্ধ এই সময়ে তাঁহার শ্বশুর বংশীয় অনেক লোককে দীক্ষিত করিয়া সশিষ্যে রাজগৃহের বেণুবনে উপস্থিত হইলেন।

বেণুবনে বর্ষাকাল কাটিয়া গেল। এই স্থানে এক দিন শ্রাবস্তিবাসী সুদত্ত নামক একজন ধনবান বণিকপুত্র বুদ্ধের নিকট ধর্ম্মের নূতন তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রতিদিন তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। নূতন ধর্ম্মের পবিত্রতা, শান্তি, আনন্দ, প্রেম ও করুণার ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার প্রাণ বিমুগ্ধ হইল। অপর দিকে বুদ্ধের জীবনের মোহিনী শক্তিতে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অপার সুখ-সাগরে অবগাহন করিলেন। সুদত্ত নিরাশ্রয়ের পরম সহায় ছিলেন এইজন্য অনাথপিণ্ডদ নামে তিনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত হন। অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধকে বর্ষান্তে শ্রাবস্তি নগরে শুভা-গমন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া স্বয়ং অগ্রেই গমন করিলেন।

শ্রাবস্তি নগর * সমৃদ্ধিশালী কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রসেনজিৎ নামক নরপতি এখানে রাজত্ব করিতেন।

---

* শ্রাবস্তি নগর বারাণসীর ৫৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে সাহেৎ মাহেৎ নামক ভগ্নাবশেষ পূর্ণ স্থানে অবস্থিত ছিল। ঘর্ঘরা নদীর উত্তর বর্ত্তি অযোধ্যাপ্রদেশের নাম কোশল। জেনারল কনিংহাম সাহেবের ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোলের ৪০৭ পৃষ্ঠা হইতে দেখ।

ঐরাবতী নদী এই নগরের নিম্নদেশ দিয়া প্রবাহিত হইত। অনাথপিণ্ডদ এই রমণীয় স্থানের জেতবন নামক রমণীয় উদ্যানে বহু অর্থব্যয় করিয়া এক বিহার নির্ম্মাণ করিলেন। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর তৃতীয় বর্ষান্তে বুদ্ধ বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে রাজগৃহ পরিত্যাগ করেন। পথিমধ্যে বৈশালি নগরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া শ্রাবস্তি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে শিষ্যগণ অগ্রগামী হইয়া বিশ্রাম স্থান অধিকার করিল, গুরুজনদিগের বিশ্রামের জন্য একটুকু স্থানও রহিল না। তাঁহারা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া ও বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া সারা রজনী যাপন করিলেন। প্রভাতে উঠিয়া বুদ্ধ দেখিলেন তাঁহারা বাহিরে অবস্থিতি করিতেছেন। অবশেষে তাহার কারণ অবগত হইয়া ভাবিলেন আমার জীবদ্দশাতেই যদি সন্ন্যাসীগণ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়, আমার মৃত্যুর পর না জানি কি হইবে। তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া দোষীদিগকে সমুচিত তিরস্কার করিলেন। তাহাদিগের সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বল কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানের পাত্র?" "কেহ বলিল রাজ্যত্যাগ করিয়া যে সন্ন্যাসী হইয়াছে, কেহ বলিল যে সন্ন্যাস ধর্ম্মের নিয়ম অবগত আছে, কেহ বলিল যিনি নির্ব্বাণ পথে উপনীত হইয়াছেন।" বুদ্ধ বলিলেন "আমার ধর্ম্মে ইহারা কেহই সম্মানের পাত্র নহে। আমার ধর্ম্মে যাহারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক সম্মানের পাত্র।” বুদ্ধ শ্রাবস্তি নগরে উপস্থিত হইলে মহা সমারোহে বিহারোৎসর্গ ক্রিয়া আরম্ভ হইল। নবমাসে এই মহোৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসবে অনাথপিণ্ডদের কত অর্থ ব্যয় হইল কেহ তাহা গণনা করিয়া স্থির করিতে পারে নাই। তাঁহার ভক্তি ও সৌজন্যগুণে সন্ন্যাসীগণ পরম প্রীতিলাভ করিলেন। এই হইতে জেতবন বুদ্ধের অতি প্রিয় বিহার ভূমি হইল। এই বিহারেই তিনি ত্রিপেটকের মূলসূত্র সমুদয় ব্যাখ্যা করেন এবং নিজ তনয় রাহুলকে বিংশ বর্ষে ভিক্ষু পদে গ্রহণ করেন এবং সেই উপলক্ষে রাহুল সূত্র ব্যাখ্যাত হয়। এই বিহারে তিনি চারিবার বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন। বর্ষা সময়ে কত লোক তাঁহার নিকট ধর্মশিক্ষার জন্য আসিত, কত লোক হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া জন্মেরমত মুক্ত হইয়া যাইত। অনুকূল ভূমি জানিয়া তিনি ধর্মের নিগূঢ় মর্ম্ম সকল এখানেই শিষ্যদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোশলাধিপতি প্রসন্নজিৎ এই সকল উপদেশগুণে বৌদ্ধ হইয়া বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও প্রচারের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

জেতবন বিহারকালে অনাথপিণ্ডদ প্রত্যহ শত শত ভিক্ষুর ব্যয়ভার বহন করিতেন। বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছিলেন। নিজের জন্য কিছুই রাখেন নাই। তিনি প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে মঠে গমন

করিয়া ধর্ম্মসাধনায় যোগ দিতেন। বাণিজ্য ব্যবসায়ে আর তত মনোযোগ দিতে পারিতেন না। যখনই মঠে যাইতেন তখনই সন্ন্যাসীদিগকে বহু উপঢৌকন প্রদান করিতেন। প্রতি দিন পাঁচশত সন্ন্যাসীর আহার সামগ্রী প্রস্তুত রাখিতেন। তিনি সন্ন্যাসীদিগের পিতা মাতা স্বরূপ ছিলেন। এই জন্য বুদ্ধ স্বয়ং তাঁহার ভবনে গমন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অপর কত সন্ন্যাসী তাঁহার ভবনে আগমন করিত তাহার সংখ্যা ছিল না। একদিকে তাঁহার দানস্রোত অবিরল ধারে বহিতে লাগিল, অপর-দিকে বণিকগণ তাঁহার নিকট হইতে বহু অর্থ ধার করিয়া আর তাহা প্রত্যর্পণ করিল না। মৃত্তিকা মধ্যে তাঁহার অগণনীয় ধন প্রোথিত ছিল, নদী ভঙ্গে তাহা জলসাৎ হইল। ধনাগমেরও কোন উপায় রহিল না। অনাথপিণ্ডদ ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়িলেন—আত্মীয় স্বজন আসিয়া তাঁহার উদারহস্ত খর্ব্ব করিতে পরামর্শ দিলেন কিন্তু তিনি সকলকে একই কথা বলিয়া নির্ব্বাক্ করিয়া দিতেন। তিনি বলিতেন "যে ধর্ম্ম সত্য বলিয়া জানিয়াছি, যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া প্রাণে আরাম লাভ করিয়াছি সে ধর্ম্মের উন্নতির জন্য যদি সর্ব্বস্ব দান করিয়া পথে পথে আহারের জন্য ভিক্ষা করিতে হয়—সে ধর্ম্মের উন্নতির জন্য যদি এ অসার শরীর বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাতেইবা ক্ষতি কি? এই তুচ্ছ ধন, এই অনিত্য শরীর ক্ষয় করিলে যদি অনন্ত জীবের ধর্ম্ম-

রাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতে কেন কুণ্ঠিত হইব? এই ধর্ম্মে আমার প্রাণ মজিয়াছে অতএব আমাকে আর প্রতিনিবৃত্ত করিতে বৃথা প্রয়াস পাইও না।" অনাথপিণ্ডদ এইরূপ উজ্জ্বল বিশ্বাস ও অটল দৃঢ়তার সহিত ধর্ম্মের জন্য সকল ব্যয় করিয়া ভীষণ দারিদ্র্যতার সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু সাধুকার্য্য করিয়া কেহ কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সাধুতার গুণে পুনরায় তাঁহার গৃহে অপরিসীম ধনরাশি সঞ্চিত হইতে লাগিল।

বুদ্ধ শ্রাবস্তি হইতে রাজগৃহে গমন করিয়া বর্ষাকাল যাপন করিলেন। এই সময়ে উগ্রসেন নামক এক জন দড়া বাজিকরকে সংঘ মধ্যে গ্রহণ করেন এবং তাহাকে এই বলিয়া উপদেশ দেন, যে "তুমি নবজীবন লাভ করিয়া জীবনের পর পারে গমন করিতেছ, যাহা তোমার অগ্রে, যাহা তোমার পশ্চাতে, যাহা তোমার মধ্যে সকল পরিত্যাগ কর। যদি মন সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তবে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে—আর তোমার অধোগতি হইবে না।" *

বুদ্ধ বর্ষাবসানে গঙ্গাপার হইয়া পশ্চিমে বৈশালীর মহাবন উদ্যানে বাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন রোহিণী নদীর জলাধিকার লইয়া শাক্য ও কোলিয়দের ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। বুদ্ধ বৈশালী হইতে

* ধর্ম্মপদ ৩৪৮ শ্লোক দেখ।

তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া, উভয় পক্ষীয় লোক দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পৃথিবী কি বহু মূল্যবান পদার্থ ?" তাহারা বলিল "ইহার আর মূল্য কি", "এই জল কি বহুমূল্যবান পদার্থ ?" "কখনই নহে।" "তোমাদের জীবন কি বহু মূল্যবান পদার্থ ?" "জীবন অমূল্যধন—জীবন থাকিলে সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়।" তখন বুদ্ধ বলিলেন "যাহা তোমরা অমূল্য বলিতেছ সেই অমূল্য ধনকে কেন মূল্যহীন পদার্থের জন্য বিনাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছ ? ক্ষান্ত হও, সামান্য অস্থায়ী বি·য়ের জন্য কেন বন্ধুজনের রক্তপাতে পৃথিবী কলঙ্কিত করিবে, আপনাদিগের দুর্গতির পথ উদ্ঘাটন করিবে ?" বুদ্ধের এই সুযুক্তি পূর্ণ কথায় বিবাদ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি যুদ্ধপ্রয়াসী পিতৃকুল ও শ্বশুর কুলে শান্তি স্থাপন করিয়া পুনরায় বৈশালী গমন করিলেন এবং এই স্থানেই বর্ষাকাল যাপন জন্য উদ্যোগী হইলেন।

বর্ষার অর্দ্ধেক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, এমন সময়ে সংবাদ আসিল শুদ্ধোদন মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। বুদ্ধ পিতৃদর্শনে গমন করিয়া দেখিলেন, পিতার অন্তিমকাল উপস্থিত নশ্বরদেহ পরিত্যাগের আর বিলম্ব নাই। বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণ রাজাকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার অবসন্ন ..হে শক্তি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন—মুহুর্ত্ত মধ্যে রাজার মুমূর্ষু দেহে বল সঞ্চার হইল। মৃত্যু সময়ে পুত্র মুখ দর্শন করিয়া শুদ্ধোদনের মলিন বদন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাজার

বয়ঃক্রম সপ্তনবতি বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে, তাহাতে আবার শোকতাপে জরাজীর্ণ, রাত্রি শেষে পুনরায় তাঁহার বুদ্ধি লুপ্ত হইল, পরদিন সূর্য্যোদয় সময়ে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজপুরী শোকসাগরে মগ্ন হইল। বুদ্ধদেব স্বয়ং বিধিমতে পিতৃদেহ শ্মশানক্ষেত্রে ভস্মীভূত করিলেন। অনন্তর আত্মীয় স্বজনদিগকে প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা দিয়া নিজে মহাবনের কূটাগার বিহারে গমন করিলেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যুতে শাক্যরাজকুল নির্ম্মূল প্রায় হইল। রাজকুমারগণ একে একে সকলেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর রাজপরিবারে কেবল কতকগুলি স্বামী পরিত্যক্তা রমণী ও শিশুসন্তান রহিল, ইহাদিগের আর্ত্তনাদ, হাহাকার ও হুতাশ ধ্বনিতে রাজপুরী নিরন্তর শব্দায়মান হইতে লাগিল। রাজসিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিল, রাজপ্রাসাদে আর কেহ বাস করে না; পতিহীনা রমণীগণ যে গৃহে স্বামীসুখে সুখী ছিলেন, যে গৃহে জীবনের সুখের দিন অতিবাহিত হইয়াছে, যে গৃহে অতীত সুখের অনন্ত স্মৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে—আর সে গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। হস্তীশালে হস্তী, অশ্বালয়ে অশ্ব রহিল ব্যবহার করিবার লোক নাই। রাজগৃহের অপার বিলাস দ্রব্য উপভোগ করিবার কেহ নাই। "যাহারা জীবনের আশা ও সুখ ছিল, তাহারা যদি চলিয়া গেল, আমরা আর কেন এ শূন্য শ্মশানপুরীতে থাকি" এই বলিয়া অনন্যা-

প্পশ্যা রমণীগণ বেশভূষা পরিত্যাগ করিলেন এবং যোগিনী বেশে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসিনী হইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। স্ত্রীলোকদিগকে সংঘ মধ্যে গ্রহণ করিবেন কিনা বুদ্ধ সহজে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিলেন না। সে সময়ে সামাজিক কি ধর্ম্ম বিষয়ে স্ত্রীজাতির কোন অধিকার ছিল না। স্ত্রীগণ আহার করিতেন, গৃহে ভৃত্যের কার্য্য করিতেন ও পুরুষের ক্রীড়াপুতুল ছিলেন। সংসারের নীচ কার্য্যগুলি তাঁহাদিগের জীবনের আদি, মধ্য ও অন্ত ছিল। যখন নারীজাতি সম্বন্ধে এইরূপ ভাব, তখন রমণীদিগকে সংঘ মধ্যে প্রবেশের অনুমতি দিয়া ধর্ম্ম বিষয়ক স্বাধীনতা দিবেন কি না, এ বিষয়ে দোদুল্যমান হওয়া বিচিত্র কি? অবশেষে আনন্দের পরামর্শ অনুসারে যুগযুগান্তের কুসংস্কার ছিন্ন করিলেন। দেশের চিরপ্রচলিত প্রথার বিপর্য্যস্ত করিয়া ধর্ম্মেরদ্বার রমণীদিগের নিকট অবারিত করিলেন—রমণীগণ এই হইতে স্বাধীন ভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ এই অভিনব ভিক্ষুকীদিগকে লইয়া এক দল প্রস্তুত করিলেন এবং গোপা তাহার নেত্রীপদে নিয়োজিতা হইলেন। সেই প্রাচীনকালে বুদ্ধদেব জগতের সম্মুখে নরনারীর সমান অধিকার ঘোষণা করিলেন। কিন্তু কি পরিতাপ এতকাল চলিয়া গেল পৃথিবী এখনও এ সত্য বুঝিতে সমর্থ হইল না, এখনও রমণীগণ বন্দিনী, এখনও রমণীগণ পুরুষের ক্রীড়াসামগ্রী। বুদ্ধদেব ধন্য

তুমি, সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন সময়ে তোমার করুণপ্রাণ নারীর দুঃখে দ্রব হইয়াছিল, আমরা এত আলোক পাইয়াও নারীজাতিকে সহস্র পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ভিক্ষুদিগের জন্য যেমন কতকগুলি নিয়ম ছিল, এই সন্ন্যাসিনী দলের জন্যও তেমনি কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রণয়ণ করিয়া বুদ্ধ একাকী কৌশাম্বির * মকুল পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। বহুদিন সজন বাসের পর কাহার প্রাণ নির্জ্জন স্থানের জন্য আকুল না হয়? একাকী ধ্যানসুখে মগ্ন হইবার জন্য তিনি জনকোলাহলের অতীত বিজন গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন এবং আত্মার সম্বল সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার মহাতেজের সহিত ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইলেন। মকুল পর্ব্বতে একাকী বর্ষাকাল যাপন করিয়া বর্ষান্তে রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। এখানে উপস্থিত হইলে রাজা বিম্বসারের মহিষী ক্ষেমা পৃথিবীর সুখের আশা বিসর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাসিনী-দলভুক্ত হইলেন। রাজ্যমধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বুদ্ধের কি চমৎকার আকর্ষণ যে কুলবধূও সে আকর্ষণে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া সন্ন্যাসিনী হইল। অনন্তর তিনি তীর্থঙ্কর নামক হিন্দু দার্শনিকদিগের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। উক্ত দার্শনিকদিগের নেতা পূর্ণ নামক এক

---

* এই পর্ব্বতের বর্ত্তমান নাম কোশম। ইহা এলাহাবাদের পশ্চিম দক্ষিণে যমুনা সন্নিকটে অবস্থিত।

রমণী বেশভূষা করিয়া বিহারেরদিকে গমন করিত, কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত তাহাদের জানিয়া প্রয়োজন নাই। উষাকালে যখন সকলে নগর হইতে বিহারে যাইত তখন সে আলুলায়িত বেশে ফিরিয়া আসিত। এই কৌশলে সে লোকের মনে বুদ্ধের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করিল। অবশেষে একদিন সর্ব্বজন সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চিঞ্চা আসিয়া বলিল বুদ্ধের দ্বারা সে সসত্ত্বা হইয়াছে। ঐ রমণী একটি ক্ষুদ্র উপাধান বান্ধিয়া উদর বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছিল কিন্তু হঠাৎ বন্ধন শিথিল হইয়া উপাধান পড়িয়া গেল এবং ব্রাহ্মণদিগের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইহার কিয়ৎকাল পরে আর একটী স্ত্রীলোক ব্রাহ্মণদিগের অর্থে বশীভূত হইয়া সর্ব্বত্র বলিতে লাগিল যে বুদ্ধের চরিত্র ভাল নয়। যখন সর্ব্বত্র এই অপবাদ প্রচার হইল, তখন এক দিন দেখা গেল ঐ রমণী স্বীয় গৃহে কাহার দ্বারা হত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ বলিতে লাগিল, বুদ্ধ স্বীয় কলঙ্ক গোপন করিবার জন্য কলঙ্কের একমাত্র নিদর্শনকে হত্যা করিয়াছেন। কিন্তু এ ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হইল। ষড়যন্ত্রকারীগণ একদিন মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া গর্ব্বের সহিত বলিয়া ফেলিল "তাহাদিগের হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। বুদ্ধের পবিত্র চরিত্রও তাহারা লোকের নিকট কলুষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। *" সাধারণের মনো-

* এসাবেল্লুরি প্রণীত "হুইল অব দি ল" ২৩২ পৃষ্ঠা।

মধ্যে যে ঘোর সংশয় হইয়াছিল তাহা শীঘ্রই কাটিয়া গেল। বুদ্ধ অক্ষত গৌরবে পুনরায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য! সত্যের সংগ্রামে পরাজিত হইলেই লোকে গোপনে বিরুদ্ধপক্ষের চরিত্র আক্রমণ করিয়া জয় লাভের আশা করিয়া থাকে; কিন্তু অসত্য কবে জয় লাভ করিয়াছে?

পর বৎসর বর্ষাকাল যাপন করিবার জন্য বুদ্ধ কপিলবস্তুর সমীপবর্ত্তী সংস্থমার শৈলে গমন করিলেন। এই স্থানে বাসকালীন নকুল ও মদ্গালি নামক তাঁহার দুই শিষ্যের পিতা মাতাকে দীক্ষিত করিয়া শরতের প্রারম্ভে কৌশাম্বী পর্ব্বতে গমন করেন। বুদ্ধের নবজীবন লাভের পর নবম বর্ষে সংঘ মধ্যে বিবাদানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বুদ্ধের মদ্গালি নামক শিষ্যের বড় ক্রুর প্রকৃতি। কুটিল ব্যক্তি সর্ব্বত্রই আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করে, মদ্গালি বুদ্ধের সরলতায় বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে অপরাপর শিষ্যদিগকে উত্তেজিত করিয়া ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত করিল। বুদ্ধ সংঘ মধ্যে শান্তি ও প্রেম সংস্থাপন করিতে কত প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ভগ্নপ্রাণ যোড়া লাগিল না। অবশেষে আনন্দ মদ্গালিকে দূর স্থানে চলিয়া যাইতে কত অনুরোধ করিলেন কিন্তু সে কোন মতেই সে স্থান পরিত্যাগ করিল না। বুদ্ধ সুদুঃখিত মনে তথা হইতে একাকী পারিলেয়ক বনে চলিয়া গেলেন। গ্রামবাসীগণ ভক্তির সহিত

তাঁহার বাসের জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিল এবং এই স্থানেই তিনি বর্ষাকাল যাপন করিলেন। এ দিকে বিদ্রোহী শিষ্যগণ আপনাদিগের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইল। তাহারা অতি দীনভাবে গলদশ্রু নয়নে কৃতাঞ্জলি পুটে অপরাধ ক্ষমার জন্য বুদ্ধের নিকট আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। বহুদিন পরে শিষ্যদিগের মুখ দর্শন করিয়া বুদ্ধের প্রাণ গলিয়া গেল, তিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "দেখ যাহারা বিষয়ের অকিঞ্চিৎকরত্ব অবগত নহে তাহারা বিবাদ করিতে পারে; কিন্তু তোমাদের সেরূপ আচরণ শোভা পায় না। যে ব্যক্তি জ্ঞানী প্রশান্ত ও দূরদর্শী সহচর পাইয়াছে সে জ্ঞানবান হইলে সুখে দিন কাটাইতে পারে। কিন্তু অজ্ঞানীদিগের সহিত বাস করা অপেক্ষা বাসনাকে সংযত করিয়া নির্ম্মলচিত্তে একাকী বিচরণ করা শ্রেয়স্কর।" শিষ্যগণ বুঝিলেন বুদ্ধ একাকী বনমধ্যে জীবন অবসান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন—তাহারা রোদন করিতে লাগিল। বুদ্ধ অবশেষে তাহাদিগের স্নেহ অতিক্রম করিতে না পারিয়া সশিষ্যে শ্রাবস্তি গমন করিলেন এবং তথা হইতে পুনরায় মগধদেশে উপস্থিত হইলেন।•

রাজগৃহের অনতিদূরবর্ত্তী একনালা নামক গ্রামে ভরদ্বাজ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ভরদ্বাজের ভূসম্পত্তি ছিল এবং তাঁহার ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর প্রচুর শস্য উৎপন্ন

হইত। এক দিন কর্ষণ কালে ভরদ্বাজ তাহার পঞ্চশত হল প্রস্তুত করিয়া ক্ষেত্রে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র লইয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। গৃহবাসী অনেকে তাঁহাকে আসিয়া অভিবাদন করিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ দ্বারে ভিক্ষুক দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ক্রোধ ভরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন "দেখ শ্রমণ! আমি ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজবপন করি, তাহা হইতে শস্য হয় এবং সেই শস্য আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করি। বিনা পরিশ্রমে এ সংসারে আহার যুটেনা। কেন অপরের গলগ্রহ হইয়া থাক, তুমি কর্ষণ করিয়া বীজবপন কর, আহার সামগ্রীর অভাব থাকিবে না।" বুদ্ধ বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ! আমিও ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজবপন করি এবং উৎপন্ন দ্রব্য আহার করিয়া থাকি।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন "তুমি বলিতেছ তুমি কৃষিকার্য্য করিয়া থাক, কিন্তু আমি ত তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইনা। কোথায় বা তোমার বলদ কোথায় বা তোমার বীজ ও হল।" তখন বুদ্ধ বলিলেন "বিশ্বাস আমার বীজ, মানবের হৃদয় আমার ক্ষেত্র। সৎকার্য্যরূপ বৃষ্টিজল সে ক্ষেত্র উর্ব্বর করে। জ্ঞান আমার হল, ও বিনয় তাহার ফাল এবং আমার মন তাহার পরিচালক সূত্র। আমি ধর্ম্মরূপ পাচন মুঠি ধরিয়া আছি, উৎসাহ ও উদ্যম আমার তাড়ন-দণ্ড এবং কর্ম্মিষ্ঠতা আমার বলদ। এইরূপে আমার কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয় এবং মোহ

ব্রাহ্মণ বিচারে পরাজিত হইয়া অপমানে জলমধ্যে দেহ বিসর্জ্জন করিল।

ইহার কিয়ৎকাল পরে আনন্দের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি যে তাঁহার পত্নীকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, এই কথা মনে উঠিয়া তাঁহাকে অতি কাতর করিয়া ফেলিল—কিছু দিন পরে তিনি স্থির করিলেন, সন্ন্যাসীদল পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সস্ত্রীক গৃহধর্ম্ম প্রতি পালন করিবেন। বুদ্ধ পূর্ব্বজন্ম বিশ্বাস করিতেন এবং অনেক সময়ে পূর্ব্ব জন্মে কে কি করিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিতেন। আনন্দের দুর্ব্বলতার কথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ তাঁহাকে বলিলেন কোন সময়ে কম্বক নামক এক বণিক গর্দ্দভপৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্য উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্যে গমন করিয়াছিল। বণিক গর্দ্দভের সহিত অতি সদাচরণ করিত এবং তাহাকে উত্তম আহার দিত কিন্তু একদিন পথিমধ্যে ঐ গর্দ্দভ একটী সুন্দরী গর্দ্দভী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। বণিক তাঁহাকে সেই স্থান হইতে লইয়া যাইতে কত প্রয়াস পাইল, কত আঘাত করিল, গর্দ্দভ একপদও অগ্রসর হইল না। অবশেষে প্রেমান্ধ গর্দ্দভের কথা শ্রবণ করিয়া বণিক বলিল, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া, ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুন্দরী গর্দ্দভী তোমাকে আনিয়া দিব।" নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে বণিক বলিল "এখন আমার প্রতিজ্ঞা পালন

করিব—তোমার যত ইচ্ছা ততটি পরম সুন্দরী গর্দ্দভী তোমাকে দিব; কিন্তু এক কথা এই, তাহাদিগের ও তাহাদের সন্তান প্রভৃতির ভরণ পোষণ তোমাকে করিতে হইবে—আমি যে পরিমাণ আহার দ্রব্য তোমাকে দেই তাহার অপেক্ষা অধিক দিব না এবং তুমি এখন যত কায কর সেই পরিমাণ কায করিতে হইবে।” গর্দ্দভ চিন্তা করিয়া দেখিল এখন যে সুখের জীবন যাপন করিতেছে, গর্দ্দভী লইয়া বাস করিলে সে সকল সুখ চিরদিনের মত বিদায় লইবে। এই চিন্তায় তাহার প্রেমব্যাধি আরোগ্য হইল। আনন্দ এই গল্প শুনিয়া তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে তাঁহার পত্নী আসিয়া সন্ন্যাসিনী হইলেন।

পুনর্ব্বার বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার বর্ষাকাল যাপন করিবার জন্য বুদ্ধ জেতবনে গমন করিলেন। এই সময়ে বুদ্ধের শত্রু তীর্থঙ্করগণ তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল—প্রকাশ্য বিচারে তাঁহাকে পরাজয় করা অসম্ভব—এদিকে ব্রাহ্মণধর্ম্ম তাঁহার প্রবল প্রতাপে দিন দিন ভিত্তিশূন্য হইয়া সমূলে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইহা দেখিয়া তাহারা কাপুরুষবৃত্তি অবলম্বন করিল—বুদ্ধের নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতে লাগিল। তাহারা চিঞ্চা নাম্নী একজন স্ত্রীলোককে বশীভূত করিল। সায়ংকালে যখন উপাসকগণ ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া বিহার হইতে নগরে ফিরিয়া আসিত উক্ত

রূপ কণ্টক তৃণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। এই কৃষিকার্য্যে নির্ব্বাণরূপ অমৃতফল উৎপন্ন এবং সকল দুঃখের অবসান হয়।" এই অপূর্ব্ব ভাবের কথা শ্রবণ করিয়া ভরদ্বাজ মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং সুস্বাদু পায়সান্ন আনিয়া বুদ্ধকে প্রদান করিলেন। "উপদেশের পুরস্কারস্বরূপ আমরা কিছু গ্রহণ করি না" এই বলিয়া তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। বুদ্ধের অলৌকিকত্বে ভরদ্বাজের মন পরিবর্ত্তিত হইল এবং বুদ্ধের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি ঘরের বাহির হইলেন। *

বর্ষাকাল অতীত হইল। শারদীয় নীলিম আকাশে আবার নির্ম্মল চন্দ্র দেখা দিল। বুদ্ধ রাজগৃহ হইতে কোশল রাজ্যের অন্তর্গত সাভিয়বিয় নগরে গমন করিলেন। বুদ্ধের বয়স ক্রমে অধিক হইয়া উঠিল, তথাপি উৎসাহ উদ্যমের কিছুমাত্র খর্ব্বতা হইল না। সাভিয়বিয় নগর হইতে বেরঞ্জ নামক স্থানে গমন করিলেন, এখানে বর্ষার চারিমাস যাপন করিয়া তিনি দীর্ঘ প্রবাসে বাহির হইলেন এবং দক্ষিণে মন্তলদেশ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে গমন করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে এত দূরদেশে আর কখনও গমন করেন নাই। তথা হইতে বারাণসী ও বৈশালী হইয়া শ্রাবস্তি আগমন করিলেন। এই সময়ে বুদ্ধ পুত্রের নিকট মহা রাহুল সূত্রের ব্যাখ্যা করেন। পুনরায় বর্ষা ঋতুর সময় তিনি

* সার কুমার স্বামী প্রণীত সুত্তনিপাতের কৃষিভরদ্বাজ সূত্র দেখ।

চালিয় গ্রামে গমন করিলেন এবং বর্ষান্তে শ্রাবস্তি ফিরিয়া আসিলেন। বর্ষাকালে বুদ্ধ প্রচারে বাহির না হইয়া এক স্থানে চারিমাস কাল যাপন করিতেন এবং ধর্ম্মের গভীর মর্ম্ম সকল ব্যাখ্যা করিতেন। এই কারণ বর্ষাকাল যাপনের জন্য নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রণ আসিত। পর বৎসর বুদ্ধদেব বর্ষার সময় জেতবনে অবস্থান করিলেন এবং রাহুলের বিংশবর্ষ বয়স উত্তীর্ণ হওয়াতে তাহাকে ভিক্ষুপদে অভিষিক্ত করিয়া লইলেন। অভিষেকের সময় বুদ্ধ রাহুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সর্ব্বদা সাধুলোকের সহবাস করিয়া কি তোমার সাধুদিগের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়? যিনি মানবের নিকট জ্ঞানালোক ধরিয়া রহিয়াছেন তুমি কি তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাক?" রাহুল বলিলেন "সাধু সহবাসে থাকিয়া কখনও তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণার উদয় হয় না। মানবের নিকট জ্ঞানালোকধারী [illegible] সর্ব্বদাই আমার পূজিত।" তখন বুদ্ধ বলিলেন "সন্ন্যাস বলে তুমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, এখন পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়—যাহা দেখিতে সুন্দর ও মনের প্রীতিকর তাহা পরিত্যাগ করিয়া দুঃখের অবসান কর। সাধুবন্ধুদিগের সহিত সর্ব্বদা বাস করিবে, পৃথক শয্যায় শয়ন ও পৃথক আসনে উপবেশন করিবে। অশান্তি যেন তোমাকে উদ্ভ্রান্ত করিতে না পারে, আহার বিষয়ে সর্ব্বদা মিতাচারী হইবে। পীতবস্ত্র, আহার, পীড়িতের খাদ্য, শয্যা ও আসনের জন্য বাসনা

মনে স্থান দিবে না। পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিও না। সতর্ক হইয়া সন্ন্যাসনিয়ম পালন ও পঞ্চেন্দ্রিয় বশীভূত করিবে। সর্ব্বদা শ্রমশীল হইবে, জীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়া ইন্দ্রিয়সুখের সমুদয় কারণ বিদূরীত করিবে। মনকে স্থির ও প্রশান্ত করিয়া জীবনের অসারতা অনুভব করিবে। তর্ক পরিত্যাগ করিয়া চিন্তাশীল হইবে। অহঙ্কার বিনাশ এবং পরম শান্তিতে বাস করিবে।" * ধন্য পিতা যিনি নিজে বৈরাগ্যবেশে সজ্জিত হইয়া পুত্রকে স্বহস্তে বৈরাগ্য সজ্জায় সাজাইয়া ছিলেন।

অনন্তর বুদ্ধ কপিলবস্তু গমন করিয়া যথাকাল ন্যগ্রোধ বনে যাপন করিলেন। এই সময়ে বুদ্ধের খুল্লতাত অমৃতোদনের পুত্র মহানাম শুদ্ধোদনের শূন্য সিংহাসনে বসিয়া কোন প্রকারে রাজ্যরক্ষা করিতেছিলেন। শাক্যবংশের শেষ কুলপ্রদীপ এই সময়ে বুদ্ধের অনুসরণ করিলেন। শাক্যবংশের শেষ আশা নির্ব্বাণ হইল। এইবার হইতে শাক্যবংশ রক্ষা করিতে আর কেহ রহিল না। বুদ্ধ ইহার পর জেতবন বিহারে চলিয়া গেলেন। পর বৎসর অলাবী নামক স্থানে বাসকালীন এক জন দুর্দ্দান্ত লোক আসিয়া বলিল "কে আমার বাসস্থান অধিকার করিয়া আছ, এখনই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হও।" বুদ্ধ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন ঐ অসুর সম ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল "তোমাকে সাধু বলিয়া

* সুত্তনিপাতের রাহুলসূত্র দেখ

বোধ হইতেছে, বল দেখি এ পৃথিবীতে মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধন কি? কি কার্য্য করিলে মানুষের সুখ হয়? সমুদয় স্বাদু বস্তুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু কি? কোন্ প্রকার মনুষ্যজীবন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেও, নতুবা তোমার পা ধরিয়া এখনই তোমাকে গঙ্গার পর পারে ফেলিয়া দিব।" বুদ্ধ বলিলেন "বন্ধু! তুমি আমার কি ক্ষতি করিবে? তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর এই— বিশ্বাসই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন; সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মপালনেই সুখোৎপন্ন হয়; সত্যই সকল বস্তু হইতে প্রীতিকর। প্রকৃত জ্ঞানী লোকের জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবন।" ঐ ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "কিরূপে জন্মক্লেশ অতিক্রম করিব? কিরূপে জীবনসমুদ্র পার হইব? কি প্রকারে দুঃখের অতীত হইব? কি উপায়েই বা পবিত্র ও বিশুদ্ধ হইব?" বুদ্ধ বলিলেন "বিশ্বাসবলে জন্মক্লেশ বিদূরীত হয়, অধ্যবসায়গুণে জীবনসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে দুঃখ তিরোহিত হয়, পরম জ্ঞানলাভে প্রাণ পবিত্রতা লাভ করে।" "কিরূপে জ্ঞান, ধন, মান ও বন্ধুলাভ হয়? কি করিলে পরকালে দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়?" "যে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, ও ধর্ম্ম কথা শ্রবণ করে সে পরম জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। যে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করে, যে পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী সে ধন লাভ করে। সত্যানুসরণ করিয়া

যশ লাভ হয়। প্রেম দ্বারা বন্ধু পাওয়া যায়। যে গৃহস্থ সত্য, আত্মসংযম, দৃঢ়তা, বদান্যতা ও ক্ষমা লাভ করিয়াছে সে পরকালে কোন যন্ত্রণা সহ্য করিবে না।" বুদ্ধের এই উপদেশ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া ঐ দুর্দ্দান্ত অসুর সমান মনুষ্যের মন পরিবর্ত্তিত হইল, তাহার ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইল—সে ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া গ্রামে গ্রামে বৌদ্ধধর্ম্ম ঘোষণা করিতে লাগিল।*

বুদ্ধ অলাবি হইতে রাজগৃহে গমন করিলেন। এই স্থানে শ্রীমতী নাম্নী এক বারাঙ্গনার মৃত্যু উপলক্ষে এক সুন্দর উপদেশ দেন। তথা হইতে শ্রাবস্তি হইয়া পুনরায় অলাবি গমন করিলেন। নানা স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া শ্রাবস্তির নিকটবর্ত্তী চালিয়গ্রামে বর্ষা কাটাইলেন। চালিয় হইতে তিনি রাজগৃহে গমন করিলেন। বর্ষান্তে মগধের প্রত্যেক গ্রামে ধর্ম্মপ্রচার করিতে বাহির হইলেন। একদা দেখিতে পাইলেন এক হরিণ শরজালে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার মুখপানে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি করিতেছে, তাহার চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতেছে, গৌতমের করুণহৃদয়ে এ নৃশংস দৃশ্য সহিবে কেন? তিনি হরিণকে জালমুক্ত করিয়া দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী এক তরুতলে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ক্রোধোন্মত্ত ব্যাধ তাঁহার প্রাণ সংহার করিবার জন্য বাণ নিক্ষেপ করিল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাণ তাঁহার শরীরে লাগিল না। ব্যাধ

---

* সুত্তনিপাত ৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

নিকটে আসিয়া দেখে, এক অপরূপ মনুষ্য। তাঁহার মনে
ভক্তির সঞ্চার হইল, সে স্তম্ভিত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায়
দণ্ডায়মান রহিল। ধ্যানাবসানে বুদ্ধ তাহাকে তদবস্থায়
দণ্ডায়মান দেখিয়া দয়া ও প্রেমের কাহিনী বলিতে লাগি-
লেন। ব্যাধের আত্মজীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মিল, সে
অনুতাপিত চিত্তে পূর্ব্ব পাপের জন্য ক্রন্দন করিতে করিতে
বুদ্ধের শরণাগত হইল। ব্যাধ সপরিবারে তাঁহার গৃহী শিষ্য
হইয়া নীচবৃত্তি পরিত্যাগ করিল। মগধ হইতে গৌতম
শ্রাবস্তি যাইয়া বর্ষাকাল যাপন করিলেন। তাঁহার বয়স
এখন পঞ্চাশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। অসাধারণ পরিশ্রমে
তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, এখন আর নিয়মিতরূপে
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থ বাহির হইতে পারেন না। এক জন
[illegible] ভিক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলেন। শিষ্য
[illegible] সেবা শুশ্রূষায় [illegible] পরিতুষ্ট হওয়াতে তিনি [illegible]
কে এই হইতে আপনার চিরসঙ্গী করিয়া লইলেন।
শ্রাবস্তির নিকটবর্ত্তী এক বনমধ্যে অঙ্গুলিমাল নামক দস্যু
বাস করিত। তাহার অত্যাচারে চতুষ্পার্শ্বস্থ জনপদ সর্ব্বদা
সন্ত্রাসিত থাকিত। বুদ্ধ তাহার মন পরিবর্ত্তিত করিতে সঙ্কল্প
করিয়া বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং স্নেহ ও প্রেমপাশে
বদ্ধ করিয়া তাহাকে দুষ্কার্য্য হইতে বিরত করিলেন। অঙ্গু-
লিমাল দস্যু জীবন পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে দীন ভিক্ষু-
বেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। শ্রাবস্তি নগরে বিশাখা

নাম্নী এক জন ধনী রমণী ছিলেন। তিনি বুদ্ধের প্রতি অনু-রাগী হইয়া আপনার যথাসর্ব্বস্ব ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গ করি-লেন। ইনিই সাকেত (অযোধ্যা) নগরে পূর্ব্বারাম নামক এক বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

অতঃপর বুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারার্থ দক্ষিণ দেশে গমন করেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে কৌশাম্বি উপনীত হইলেন। এই স্থানবাসীগণ দেবদত্তকে অত্যন্ত অপমানিত করে। দেবদত্ত অপমানের বিদংশন সহ্য করিতে না পারিয়া রাজগৃহে চলিয়া যায় এবং বিম্বসার তনয় অজাতশত্রু তাহার জন্য এক বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধ রাজগৃহে আগমন করিলেন। দেবদত্ত এক দিন তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিল "আমার অধীনে এক স্বতন্ত্র ভিক্ষুদল সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। এই ভিক্ষুদলের শাসনপ্রণালী আরো কঠোরতর ও বৈরাগ্যের নিয়ম আরো দুষ্কর করিতে চাই।" বুদ্ধ দেবদত্তের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করি-লেন। দেবদত্ত মনে মনে এক স্বাধীন সন্ন্যাসাশ্রম সংস্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়া ফিরিয়া গেলেন। ইহার অল্পদিন পরে বুদ্ধের ৭২ বৎসর বয়সের সময় মগধরাজ বিম্বসার নিজ তনয় অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হন। বিম্বসার বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার জীবিত কালে কেহ বুদ্ধের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না, এই ভয়ে দেবদত্ত নাকি অজাত-শত্রুকে এই অস্বাভাবিক নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। বিম্বসা-

বের হত্যাকাণ্ডের পর রাজ্যমধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইল। দেবদত্ত সংঘ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য গোপনে তিনবার বুদ্ধের প্রাণ বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোন বারই সফলকাম হইতে পারে নাই। অবশেষে একদিন বেণুবনে বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া বলিল "ভিক্ষুগণ নগর হইতে দূরবর্ত্তী অনাবৃত প্রান্তরে বাস করিবে, পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড তাহাদের পরিধেয় হইবে, সর্ব্বদা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আহার সংগ্রহ করিবে, কখনও কাহারও গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা অথবা কেহ বিহারে আহার সামগ্রী প্রেরণ করিলে গ্রহণ করিবে না, এবং মৎস্য মাংস আহার করিবে না, এই কঠোর নিয়মগুলি সংঘ মধ্যে প্রচলিত করুন।" গৌতম বলিলেন "আমার উপদেশ নগরে কি বনে সর্ব্বত্রই পালন করা যাইতে পারে, যদি কেহ কঠোরতর নিয়ম পালন করিতে চায় তাহাতে আমার আপত্তি নাই কিন্তু তাহা অবশ্য পরিপালনীয় ইহা বলিতে পারি না, অপরিণত বয়স্ক ও কোমল প্রকৃতি সন্ন্যাসীগণ কখনও কঠোর নিয়ম সহ্য করিতে পারিবে না। ভিক্ষুগণ দেশের প্রচলিত সকল খাদ্যই আহার করিতে পারে—তাহারা আহারই সর্ব্বস্ব বিবেচনা না করে ইহাই কেবল দেখিতে হইবে। তরুতলে কি গৃহে বাস পরিত্যক্ত চীবরখণ্ড কি মূল্যবান্ পরিধান, আমিষ কি নিরামিষ ভক্ষণ ইহার যে কোন অবস্থাতেই মানুষ পবিত্র হইতে পারে। সকলের জন্য এক প্রকার

নিয়ম স্থাপন করিলে নির্ব্বাণলাভার্থীদিগের সমূহ প্রতি-বন্ধক উপস্থিত হইবে। নির্ব্বাণপথ প্রদর্শনই আমার এক মাত্র লক্ষ্য। যে বৈরাগ্য আধ্যাত্মিক অবনতি আনয়ন করে তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।" দুষ্টমতি দেবদত্ত প্রতিহিংসা জর্জ্জরিত হইয়া স্বীয় বিহারে ফিরিয়া গেল এবং পিতৃহন্তা অজাতশত্রুর সাহায্যে এক স্বতন্ত্র আশ্রম সংস্থাপন করিল; কিন্তু দেবদত্ত ইহার অল্প দিন পরেই মানবলীলা সংবরণ করিল এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। অতঃপর পিতৃহন্তা অজাতশত্রু অনুতাপের বিষম কশাঘাতে নিপীড়িত হইয়া বুদ্ধের শরণাপন্ন হইল এবং তাঁহার ধর্ম্মসম্প্রদায় দেশ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল। বৌদ্ধ হইয়াও অজাতশত্রু রাজ্য লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, গৌতমের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রধান বিহার ক্ষেত্র শ্রাবস্তি জয় করিল এবং তাঁহার পিতৃরাজ্য কপিলবস্তু উৎসন্ন করিয়া ফেলিল।

অষ্টম অধ্যায়।

অন্তিমকাল।

বুদ্ধের বয়স ক্রমে ৭৯ বৎসর অতীত হইল। এই বৎসর বর্ষাকাল বেণুবন বিহারে যাপন করিয়া শরৎকালে রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী গৃধ্রকূট পর্ব্বত গুহায় উপনীত হইলেন। এই সময়ে মগধের পরপারস্থ গঙ্গার উত্তর তীরবাসী উজ্জীদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য অজাতশত্রু মহা আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বুদ্ধের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অজাতশত্রু প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার নিকট এই বলিয়া পাঠাইল, "যাও বুদ্ধকে জানাইয়া আইস আমি উজ্জীদিগকে দেশ হইতে বিদূরীত করিতে চাই। এ সম্বাদ পাইয়া বুদ্ধ যাহা বলেন শীঘ্র শুনিয়া আইস।" মন্ত্রী বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রাজবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ আনন্দ! উজ্জীগণ সর্ব্বদা সাধারণ সভার সমবেত হইয়া সকল বিষয় নিষ্পত্তি করে, যতদিন তাহারা এইরূপে একভাবে মিলিত থাকিবে এবং বৃদ্ধজনের পরামর্শ লইয়া সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, যতদিন তাহাদিগের মধ্যে বৃদ্ধ ও ধার্ম্মিকদিগের প্রতি সম্মান থাকিবে এবং নারীজাতির প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার না হইবে, যত

নবম অধ্যায়।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

করাল কাল নির্দ্দয় হস্তে দয়ার অবতার বুদ্ধদেবের করুণ-মূর্ত্তি জগৎ হইতে হরণ করিয়াছে কিন্তু তাঁহার নাম তিরোহিত করিতে সমর্থ হয় নাই। চতুর্ব্বিংশতিশত বৎসর গত হইল বুদ্ধদেব ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখনও পঞ্চাশৎ কোটি মানব সন্তান তাঁহার নামে মাতিয়া উঠে, নৃত্য করে, কাঁদা করে, ক্রন্দন করে। এখনও নিরক্ষর বর্ব্বর ও ভীষণ নেপাল, তাতার ও তিব্বৎবাসীগণ দুরতিক্রম্য অভ্রভেদী পর্ব্বত শৃঙ্গ ছায়ায় বা দুরধিগম্য গহন বনে; সুসভ্য চীন ও জাপান-বাসীগণ নির্ম্মাণকৌশলসম্পন্ন সুবিস্তীর্ণ ধর্ম্মমন্দিরে, মৃদু ও নিরীহ শ্যাম, ব্রহ্ম ও সিংহলবাসীগণ তালীবনের নীলিম ছায়ায় উপবেশন করিয়া সংসার ভুলিয়া, মুগ্ধ হইয়া, বিস্মিত মনে, পুলকিত শরীরে, পুলকিত প্রাণে তাঁহার মুখ নিঃসৃত অমৃত কথা পরিত্রাণের একমাত্র উপায়জ্ঞানে শ্রবণ করিয়া থাকে। সভ্য ও অসভ্য জাতি অবনত বদনে বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। যিনি পৃথিবীর মধ্যে এমন মহাবিপ্লবের সূত্রপাত করিয়াছেন তিনি যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বুদ্ধের জীবন

ও গৌরব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্ব ও সাময়িক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হয়।

আর্য্যদের এক দল আদিম বাসস্থান মধ্য আসিয়া পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যগণ প্রকৃতিপূজক ছিলেন। তাঁহারা অনন্তনীলব্যোমমণ্ডলের সৌন্দর্য্য ও বিচিত্রতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে কখনও দ্যৌঃ কখনও বা বরুণ বলিয়া আহ্বান করিতেন; তাঁহারা দিগ্দিগন্ত-ব্যাপী অন্ধকার বিমোচনকারী সূর্য্যের মহতী শক্তি দর্শন করিয়া ভক্তির সহিত তাহার আরাধনা করিতেন, অগ্নির উপকারিতা দর্শনে কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার স্তুতি ও বন্দনা করিতেন। সম্পদে বিপদে পরিবারের বৃদ্ধ পুরুষ [illegible] পরিবৃত হইয়া সরল মনের সরল প্রার্থনা [illegible] প্রকাশ করিতেন। এই সময়ে বেদের সংহিতা রচিত হয়। সে সময়ে বর্ত্তমান কাল প্রচলিত দুর্গা, কালী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের উপাসনা ছিলনা, সকলে [illegible] জাতিভেদের নামগন্ধ ছিলনা। পঞ্জাব পরি-ত্যাগ করিয়া যখন জয়োল্লাসোন্মত্ত আর্য্যগণ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া আদিম অধিবাসীদিগকে দেশচ্যুত করিতে আরম্ভ করিলেন, যখন অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন গৃহস্বামীগণ আর পরিবারের ধর্ম্ম কার্য্যের

দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের মধ্যে, ধর্ম্ম ও ন্যায়সঙ্গত প্রাচীন প্রথার সম্মান থাকিবে, ততদিন তাহাদিগের ধ্বংস নাই, বরং তাহারা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করিবে।" তৎপর মন্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "হে মন্ত্রীন্! যত দিন তাহাদিগের মধ্যে একতা থাকিবে ততদিন তাহাদিগকে বিজয়ের আশা করিও না।"* "তবে যুদ্ধ করিয়া মগধরাজ বৈশালীদিগকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। কৌশল পূর্ব্বক তাহাদিগের মধ্যে অনৈক্য ঘটাইতে পারিলেই মগধরাজের আশা সফল হইবে।" এই বলিয়া মন্ত্রী বিদায় লইল। মন্ত্রী চলিয়া গেলে বুদ্ধ আনন্দকে বলিলেন 'উপদেশ গৃহে ভিক্ষুদিগকে সম্মিলিত' কর, কি উপায়ে সমাজের কুশল হয় তাহা প্রকাশ করিব।" ভিক্ষুগণ সমবেত হইলে বুদ্ধ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে ভিক্ষুগণ! যতদিন পর্য্যন্ত তোমরা প্রকাশ্য সভায় দলে বলে মিলিত হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত সমভাবে উত্থান করিবে এবং সংঘের কার্য্যসমূহ মিলিতবলে সাধন করিবে, যত দিন পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী পালন করিবে, যতদিন পর্য্যন্ত গুরুজনদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা থাকিবে, যতদিন

* বৈশালী রাজ্যে এই সময়ে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাঁহারা বলেন ভারতবর্ষে কখনও সাধারণতন্ত্র প্রণালী ছিল না, তাঁহারা এই বিষয়টী অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র প্রথম পৃষ্ঠা হইতে দেখ।

তোমরা বাসনার অধীন না হইবে, যতদিন নির্জ্জন বাসপ্রিয় থাকিবে, যতদিন তোমাদের সঙ্গলাভের জন্য সাধুলোক আগমন করিবে এবং যাহারা আসিয়াছে তাহারা নিরাপদে বাস করিতে পারিবে, ততদিন তোমাদের হ্রাস নাই তোমরা ক্রমশঃ উন্নত হইবে। হে ভিক্ষু-গণ! যতদিন তোমরা সংসারাসক্ত না হইবে, যতদিন তোমরা বৃথা গল্পপ্রিয় না হইবে, যতদিন তোমরা অলস না হইবে, যতদিন তোমরা লোক সহবাস প্রিয় না হইবে, যতদিন তোমরা পাপ বাসনার বশীভূত না হইবে, যত-দিন পর্য্যন্ত তোমরা পাপীর সহবাস ভাল না বাসিবে, যতদিন তোমরা কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়াই পরিতৃপ্ত না থাকিবে ততদিন তোমাদিগের অমঙ্গল নাই। হে ভিক্ষুগণ! যতদিন তোমরা বিশ্বাসী, বিনয়ী, পাপভীরু, বিদ্বান্, উৎসাহী, কর্ম্মিষ্ঠ ও জ্ঞানী থাকিবে ততদিন তোমা-দের দুঃখের কারণ নাই। যতদিন জ্ঞানচর্চ্চা, সত্যানু-সন্ধান, পরাক্রম, আনন্দ, শান্তি, গভীর ধ্যান, ও সুখ দুঃখে অচাঞ্চল্য থাকিবে; যতদিন পর্য্যন্ত পার্থিব বস্তুর ও জীব-নের অসারতা জ্ঞান, পাপ নির্ম্মূল করিবার শক্তি, পবি-ত্রতা, নির্ম্মল চিত্ত ও নির্ব্বাণের ফল উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা থাকিবে, ততদিন তোমাদের পরাজয় নাই। হে ভিক্ষুগণ! যতদিন তোমরা কার্য্য, বাক্য ও চিন্তায় দয়ালু থাকিবে, যতদিন তোমরা সকল বস্তু সমান ভাগে বিভক্ত

করিয়া উপভোগ করিবে। যতদিন তোমাদিগের মধ্যে জ্ঞানীজনের প্রশংসনীয় নিষ্কলঙ্ক নিস্পৃহ ধর্ম্মচর্চ্চা থাকিবে, যতদিন সর্ব্বশোক নির্ব্বাণকারী পরিত্রাণপ্রদ বিশ্বাসের আদর থাকিবে, ততদিন তোমাদের বিনাশ নাই।"* বুদ্ধ গৃধ্রকূট পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্থান পর্য্যটনের পর নালন্দায় † পাণ্ডবারিক নামক আম্রবনে অবস্থান করিলেন। এইস্থানে সারিপুত্র বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন "হে ভগবন্! আপনার তুল্য জ্ঞানী কোথায়ও নাই, কখনও হয় নাই, হইবে না।" তখন বুদ্ধ বলিলেন "সারিপুত্র! তোমার কথা অত্যুক্তি পরিপূর্ণ। অতীতকালে যে সমুদয় ধর্ম্মাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্মিবেন অথবা বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে তুমি কি জান? তুমি না জানিয়া আমার গুণের বর্ণনা করিতেছ।" ‡ এই বিনয়েই বুদ্ধ জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলেন—এ বিনয় না পাইলে, তৃণ সমান অবনত না হইলে জগতে ধর্ম্ম প্রচার করে কাহার সাধ্য?

---

* মোক্ষমূলার সম্পাদিত সেক্রেড বুকস অব্ দি ইষ্টের নবম ভাগের অন্তর্গত মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র ২—১২ পৃষ্ঠা দেখ।

† নালন্দা রাজগৃহের উত্তর। এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষার প্রধান বিদ্যালয় ছিল।

‡ মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র ১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

বুদ্ধ নালন্দা হইতে পাটলি গ্রামে * গমন করিলেন। এই স্থানে উজ্জীবদিগকে জয় করিবার জন্য অজাতশত্রু দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। পাটলিগ্রামবাসী শিষ্যগণ বহু সমাদরে তাঁহাদের গুরুদেবের অভ্যর্থনা করিল। বুদ্ধ প্রান্ত বিশ্রামালয়ে উপবেশন করিয়া বলিলেন "হে গৃহীগণ! অসাধুতার জন্য কুকর্ম্মশীল লোকে কত ক্ষতি সহ্য করে। অসাধুকে কেহ বিশ্বাস করে না, দারিদ্র আসিয়া তাহাকে পরিবেষ্টন করে, তাহার দুর্নাম দেশ বিদেশে প্রচারিত হয় সে যেখানে যায় লজ্জা ও ভয়ের সহিত গমন করিয়া থাকে, মৃত্যুকালে মহা উদ্বেগপূর্ণ হয়, মৃত্যুর পরে নরকক্লেশ সহ্য করে। সাধুদিগের সর্ব্বত্রই জয়, ইহকাল পরকাল সর্ব্বত্রই সাধুদিগের সুখ।" পাটলিগ্রাম হইতে গৌতম গঙ্গা পার হইয়া কোটিগ্রামে গমন করিলেন। গঙ্গা পার হইয়া তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন "পৃথিবীর অহঙ্কারী লোক গুলি ঘোর ভবসমুদ্র পার হইতে ভেলা নির্ম্মাণ করে কিন্তু সাধুগণ সমুদ্রের মধ্যে সিধেট পথ অবলম্বন করিয়া পার হইয়া যান।" কোটিগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎকাল নাদিকগ্রামে বিশ্রাম পূর্ব্বক বুদ্ধ সশিষ্যে বৈশালীর অম্বপালি কাননে উপস্থিত হইলেন।

---

* এই গ্রামের নাম অবশেষে পাটলিপুত্র হয় এবং মগধরাজ রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। বর্ত্তমান পাটনা এই স্থানে অবস্থিত।

অম্বপালি বৈশালী নগরের এক জন বারাঙ্গনা। গৌতম তাঁহার আম্রকাননে আসিয়াছেন, এই সংবাদে সে হাতে স্বর্গ পাইল, সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিল এবং পরদিন তাহার গৃহে আহার করিবার নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। বুদ্ধ পরম দয়াল, পাপী বলিয়া তাঁহারে ঘৃণা-করেন না। পাপীদিগকে নির্ব্বাণপথ দেখাইবার জন্য তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, পাপী বলিয়া অম্বপালির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন না। বৈশালীর প্রবল প্রতাপান্বিত লিচ্ছবি বংশীয় রাজন্যগণ বুদ্ধের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহাসমারোহে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পরদিন রাজভবনে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন "আমি অম্বপালির ভবনে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি।" লিচ্ছবিগণ বিষণ্ণ হইল, বুদ্ধ রাজার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া সাধুর অগম্য বারবনিতার ভবনে গমন করিবেন এই ভাবিয়া তাঁহারা বিষণ্ণ হইল, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত সাধু তাঁহারা রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, সাধু ও পাপী বলিয়া কাহাকে সমাদর, কাহাকেও বা অবহেলা করেন না। তাঁহাদের বিস্তীর্ণ উদার হৃদয় সকলকেই সমভাবে আলিঙ্গন করে। গরিব দুঃখী ও পাপীদিগকে পৃথিবীর লোক বড় অবহেলা করে, এই জন্য তাঁহারা এই নিরাশ্রয়দিগকে বড় স্নেহ করিয়া থাকেন। পরদিন বুদ্ধ সশিষ্যে অম্বপালির ভবনে আহার করিলেন। আহার সমাপন হইলে অম্বপালি অনু-

তপ্ত প্রাণে গলবস্ত্রে উদ্যান ভবন ভিক্ষুদিগকে সমর্পণ করিল।

মৃত্যু কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। সাধু অসাধু, ধনী নির্ধন সকলেই ইহা দ্বারা দিবানিশি কবলিত হইতেছে। ভিক্ষুগণ অনেকে ক্রমে প্রাচীন হইয়া আসিলেন, অনেকের মুখেই মৃত্যুর পূর্ব্ব চিহ্ন সমুদয় প্রকাশিত হইল। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন বুদ্ধের দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্ত সদৃশ ছিলেন। মৃত্যু আসিয়া তাঁহাদিগকে এ পৃথিবী হইতে লইয়া গেল। ভিক্ষুমণ্ডলী দিন অবসান হইয়া আসিল মনে করিয়া আত্মোৎকর্ষের জন্য প্রাণ মন নিয়োগ করিলেন। বুদ্ধ অশীতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, এমন অন্তরঙ্গ শিষ্যদ্বয়কে হারাইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন।

পুনরায় বর্ষাকাল আসিল। বুদ্ধ বৈশালী সন্নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের পাদদেশে বেলুব নামক গ্রামে গমন করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন "তোমরা অভিলষিত স্থানে গমন করিয়া বর্ষা যাপন কর, আমি এই গ্রামে অবস্থান করিব।" বর্ষার কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল, বুদ্ধ মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, সর্ব্বাঙ্গের অসহ্য বেদনায় তাঁহার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত সে যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন আর অধিক দিন বাঁচিবেন না কিন্তু ভিক্ষুদিগকে শেষ কথা না বলিয়া, তাহাদিগের নিকট শেষ বিদায় না লইয়া ইহলোক

পরিত্যাগ করিলে তাহারা ইতস্ততঃ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে, এই জন্য তিনি স্বীয় ইচ্ছা শক্তির পরিচালনা করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। *

বুদ্ধ আরোগ্য লাভ করিয়া একদিন বিহারের পশ্চাৎ ভাগে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আছেন, আনন্দ তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন "সুস্থাবস্থায় আপনার কেমন কান্তি ছিল রোগে তাহা হরণ করিয়াছে; আপনার পীড়ার সময় ভাবিতে ভাবিতে আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিয়াছি। কিন্তু এই একমাত্র দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সংঘ রক্ষার উপায় না বলিয়া কখনও আপনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন না।" বুদ্ধ বলিলেন "আনন্দ! সংঘ আমার নিকট আর কি আশা করেন, আমার যাহা বলিবার সকলই বলিয়াছি, তোমাদিগ হইতে কিছুই গোপন করি নাই। যিনি মনে করেন আমিই সংঘের অধিনায়ক, সংঘ আমার অধীন তিনি সংঘ রক্ষার জন্য সুদৃঢ় নিয়মাবলী করিতে পারেন কিন্তু আমি কখনও মনে

* ইচ্ছাশক্তির বলে মানুষ কি অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে পাশ্চাত্য ঊনবিংশশতাব্দীর জ্ঞানালোক তাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই। আর্য্য ঋষিগণ এই শক্তির বলে জড় জগতের কত নিয়মাতীত হইয়া যাইতেন। এই শক্তির বলে ভীষ্ম আপন মৃত্যুকাল আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এই শক্তির বিভিন্ন মূর্ত্তিতে কেহ অনাহারে নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া বহুকাল জীবিত থাকিতে পারে, কেহ বা আকাশ মার্গে উড্ডীয়মান হইতে পারে। অধিক কথা কি যবন সম্রাট বাবর এই শক্তির বলে নিজ তনয় হুমায়ুনের প্রাণ রক্ষা করিয়া নিজে মৃত হইয়াছিলেন। বিধাতা মনুষ্যকে কত শক্তি দিয়া সৃজন করিয়াছেন কে তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করিবে?

করি না 'আমি সংঘের নেতা' 'সংঘ আমার আজ্ঞাধীন।' আমি এখন বয়স ভারে প্রপীড়িত হইয়াছি, আমার অশীতি বর্ষ অতীত হইল, জীবনকাল শেষ হইয়াছে। যেমন ভগ্নযান বহু যত্নতঃ অবলম্বন করিলে কিয়ৎকাল ব্যবহার করা যাইতে পারে, সাবধান থাকিলে আমার শরীরও কিয়ৎকাল রক্ষা পাইতে পারে। যখন আমি সংসার ভুলিয়া মুগ্ধ হইয়া সমাধিস্থ হই তখনই আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করি, অন্য সময়ে আমার বড় ক্লেশ। অতএব আনন্দ! নিজের পথ নিজে দেখিয়া লও। আপনি আপনার আশ্রয় অনুসন্ধান কর, অপরের উপর নির্ভর করিও না। সত্যালোক ধরিয়া জীবন পথে অগ্রসর হও, সত্যকে জীবনের আশ্রয় কর, আর কাহাকেও আশ্রয় মনে করিও না। যত দিন জীবিত থাকিবে চিন্তা ও মেধা [illegible] সহিত শরীরতৃষ্ণা, ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা প্রভৃতিকে দমন করিবে, তাহারা যেন কোন ক্লেশ উৎপাদন করিতে না পারে। আমার মৃত্যু হইল তাহাতে কি, যাহারা এই উপদেশ অনুসারে চলিবে, তাহারা নির্ব্বাণ লাভ করিবে।* আনন্দ বুদ্ধের অতি প্রিয় ও অনুগত শিষ্য ছিলেন, গুরুদেব আর অনেক দিন বাঁচিবেন না এই সংবাদে আনন্দ কাঁদিয়া অস্থির [illegible] তখন বুদ্ধ বলিলেন "দেখ আনন্দ! তোমাকে কত [illegible] বলিয়াছি জন্মিলেই মৃত্যু হইবে, যাহাদিগকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মনে করি তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ হইবে,

* মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র ৩০—৩৬ পৃষ্ঠা।

ইহার হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। যাহারা প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদে ক্লিষ্ট না হয় তাহারাই মৃত্যুকে জয় করিয়াছে।"

অনন্তর বুদ্ধ বলিলেন "আনন্দ! মহাবনের কূটাগার নিকটের ভিক্ষুমণ্ডলীকে সমবেত কর, আমি তাহাদিগকে জীবনের শেষ কথা বলিব।" ভিক্ষুগণ গম্ভীরভাবে মিলিত হইল, গুরুদেবের মুখনিঃসৃত অমৃত কথা শ্রবণ করিবার জন্য সকলে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। ভিক্ষুদের হৃদয় মন আপ্লুত করিয়া বুদ্ধ গম্ভীর ভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন "হে ভিক্ষুগণ! আমি যে ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা কর, সাধন কর, নির্ব্বাণ লাভ কর এবং উৎসাহের সহিত চতুর্দ্দিকে প্রচার কর। এই পবিত্র ধর্ম্ম যেন চিরস্থায়ী হইয়া কোটি কোটি নরনারীর কল্যাণ ও সুখের কারণ হয়। ইহলোক ও পরলোকবাসীদিগের সুখ বিস্তার ও দুঃখ অবসানের জন্যই যেন এধর্ম্ম বিস্তৃত হয়। আমি যে সত্য প্রকাশ করিয়াছি সংক্ষেপে পুনরায় তোমাদিগের নিকট আবৃত্তি করিতেছি। চত্বার স্মৃত্যুপস্থান, চত্বার সম্যকপ্রধান, চত্বার ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চবল, পঞ্চেন্দ্রিয়, সপ্ত বোধ্যাঙ্গ এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ তোমাদিগকে আমি এই সত্য শিক্ষা দিয়াছি।* হে ভিক্ষুগণ! এ পৃথিবীর সমুদয় পদার্থই

* চত্বার স্মৃত্যুপস্থান—শরীরের অপবিত্রতা স্মরণ, ইন্দ্রিয়বোধজনিত দুঃখ স্মরণ, চিন্তার অনিত্যতা স্মরণ, পঞ্চ দুঃখ স্কন্ধ স্মরণ যথা রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা, সংস্কার।

ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইয়া যায়, তোমরা পরিত্রাণের জন্য প্রাণপণে যত্ন কর। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার জীবন ফুরাইয়া আসিল, আমার মৃত্যু সন্নিকট আমি তোমাদিগের নিকট বিদায় লইতেছি, তোমরা উৎসাহী, অনুরাগী, পবিত্র, ধ্যানপরায়ণ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও, সর্ব্বদা আত্মানুসন্ধায়ী হইয়া হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। যে অক্লান্ত মনে এই ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে—, সে জীবনসাগর পার হইবে, তাহার সকল দুঃখ নির্ব্বাণ জলে ডুবিয়া যাইবে।" সমবেত অর্হৎ, ভিক্ষু, শ্রমণ ও শ্রাবকগণ গুরুদেবের অনন্ত জীবন্ত প্রাণপ্রদ অমৃত কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল, যে গুরুদেব এতকাল সহায় ও সঙ্গী ছিলেন তিনি অচিরকাল মধ্যেই এ পৃথিবী হইতে বিদায় লইবেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া

চত্বার সম্যক প্রধান—পাপোৎপত্তি নিবারণ চেষ্টা, উৎপন্ন পাপ দূরের চেষ্টা, নূতন সাধুভাব উপার্জ্জন চেষ্টা, উপার্জ্জিত সাধুভাবের বর্দ্ধন জন্য চেষ্টা।

চত্বার ঋদ্ধিপাদ—গভীর ধ্যান ও পাপের সহ সংগ্রাম সহকারে অর্হৎ পদ পাইতে দৃঢ় ইচ্ছা, দৃঢ় চেষ্টা, তজ্জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করা ও বিচার করা।

পঞ্চবল—বিশ্বাস বল, উৎসাহ বল, স্মৃতি বল, ধ্যানবল, জ্ঞানবল।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়—বিশ্বাস, উৎসাহ, স্মৃতি, ধ্যান, জ্ঞান।

সপ্ত বোধ্যঙ্গ—বীর্য্য, চেতনা, সমাধি, অনুসন্ধিৎসা, প্রীতি, প্রশান্তি, উপেক্ষা।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্, সম্যক ব্যবহার, সম্যক উপজীবিকা আহরণ, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

দগ্ধাহতের ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিল। অনন্তর বুদ্ধ সমবেত ভিক্ষু মণ্ডলী সম্মুখে কাশ্যপকে আহ্বান করিয়া নিজ বস্ত্রের সহিত তাঁহার বস্ত্রের পরিবর্ত্তন করিলেন এবং বলিলেন আমার মৃত্যুর পর তুমি স্নেহের সহিত সকলকে উপদেশ দিবে।

তৎপর বুদ্ধ বৈশালী হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে কুশীনগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে একদিন শিষ্যদিগকে বলিলেন "যদি কেহ আমার মৃত্যুর পর কোন কথা আমার মুখ নিঃসৃত বলিয়া প্রকাশ করে, তাহা যদি ধর্ম্ম গ্রন্থের সহিত ঐক্য হয় তবে সত্য বলিয়া জানিও নতুবা তাহা অগ্রাহ্য করিও।" বৈশালীর নিকট-বর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বিশ্রাম করিয়া বুদ্ধ অবশেষে পাওয়া গ্রামে উপনীত হইলেন। এই গ্রামে চণ্ড নামক একজন তাম্রকার বসতি করিত, তাহার আম্রকাননে বিশ্রাম স্থান নির্ণীত হইল। বুদ্ধের আগমন সংবাদে চণ্ড আনন্দে উৎ-ফুল্ল হইয়া আম্রকাননে গমন করিল। বুদ্ধের সৌম্যমূর্ত্তি ও অলৌকিক উপদেশ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পর দিবস নিজ ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ করিল। চণ্ড অন্ন, পিষ্টক ও শুষ্ক শূকর মাংস প্রস্তুত করিয়া রাখিল। বুদ্ধের এই নিয়ম ছিল যে যাহা দিত তাহাই আহার করিতেন কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া কেহ তাহাকে মাংস আহার করিতে দিত না। মাংসাহার করিতে অস্বীকার করিলে পাছে চণ্ডের মনে ক্লেশ হয় এই জন্য বলিলেন "মাংস আমাকে দেও, আর কাহাকেও

দিও না।" বুদ্ধ কখনও মাংসাহার করেন নাই, অনভ্যস্ত বস্তু আহার করাতে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। উদরের বেদনায় বড় ক্লেশ পাইলেন, শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তথাপি পাওয়া গ্রাম হইতে কুশীনগরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। পথিমধ্যে ক্লান্ত, তৃষিত ও চলৎশক্তি রহিত হইয়া এক তরুতলে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। আনন্দ জল পান করাইয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিল। শিষ্যদের বুদ্ধ পুনর্ব্বার চলিতে লাগিলেন। কুকুট্টা নদীতীরে উপনীত হইয়া নদী জলে অবগাহন করিয়া অনেক আরাম বোধ করিলেন। নদী পার হইয়া বুদ্ধ আনন্দকে বলিলেন "দেখ কেহ বলিতে পারে চণ্ডের প্রদত্ত খাদ্য সামগ্রী আহার করিয়া আমার মৃত্যু হইল। একথা শুনিলে চণ্ড প্রাণে বড় ব্যথা পাইবে। তুমি চণ্ডকে বলিও সুজাতার অন্নাহার করিয়া আমি বোধি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং চণ্ডের অন্নাহার করিয়া এ সংসারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। এই দুই ব্যক্তিই আমার যথার্থ হিতকারী বন্ধু। এই পুণ্যের জন্য চণ্ডের সুকৃতি সঞ্চিত হইয়াছে।" নদীতীর হইতে নির্গত কুশীনগরের * উপবর্ত্তনে মল্লরাজদিগের শাল কাননে গমন করিলেন। সেখানে আনন্দকে ডাকিয়া মনের কত কথা বলিতে লাগিলেন। রমণীদিগের সম্বন্ধে বলিলেন,

---

* কুশী নগরের বর্ত্তমান নাম কাশিয়া। এই স্থান বারাণসীর ৯১০ মাইল উত্তর পুর্ব্ব দিকে।

স্ত্রীলোকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিও না, যদি কখনও তাহারা নয়ন পথে পতিত হয় তাহাদিগের সহিত কথা বলিও না, যদি তাহারা কথা বলে সচৈতন্যে তাহাদিগের কথার উত্তর দিবে। সে সময়ে নারীজাতির প্রতি যে হীন ভাব ছিল, বুদ্ধ যদিও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তথাপি সে জাতীয় হীনভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ পান নাই। বুদ্ধ নিজের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও সমাধি সম্বন্ধে বলিলেন, "আমার মৃতদেহ নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তাহা ধুনিত কার্পাসে আবৃত করিবে। তৎপর তৈল পূর্ণ পাত্রে মগ্ন করিয়া চিতার উপরে ভস্মীভূত করিবে। ভস্মাবশেষ প্রকাশ্য স্থানে প্রোথিত করিয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মাণ করিবে। কিন্তু তোমাদিগকে বলিতেছি আমার ভস্মাবশেষকে সম্মান করিয়া নিজের পরিত্রাণের প্রতিবন্ধক আনয়ন করিও না। নিজের পরিত্রাণ নিজে সাধন করিতে হইবে। উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত নিজের কল্যাণ সাধনে তৎপর হও।" * বুদ্ধের বাক্যাবসানে আনন্দ তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন "আমি এখনও পরিত্রাণ পাইলাম না, যিনি শিক্ষাগুরু তিনি ইহলোক হইতে বিদায় লইতেছেন। তিনি আমায় কত ভাল বাসেন হায়! আমার গতি কি হইবে?" বুদ্ধ চতুর্দ্দিকে চাহিয়া

* মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র ৯১ পৃষ্ঠা।

দেখিলেন আনন্দ নাই। তখন এক ভিক্ষুকে বলিলেন "আনন্দ কোথায়? তাহাকে ডাকিয়া আন।" আনন্দ দক্ষিণ হস্তে অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে আসিয়া বসিলেন। বুদ্ধ খেদের সহিত বলিলেন "ভাই আনন্দ! আর কাঁদিওনা—কাঁদিয়া আর অস্থির হইও না। আমিত তোমাকে কতবার বলিয়াছি যে এ সংসার অনিত্য. এ সংসারের সম্বন্ধ অনিত্য। জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, মিলন হইলেই বিচ্ছেদ হয়, ইহা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। প্রিয় ও সুখকর বস্তুর সহিত অহর্নিশি আমাদিগের বিচ্ছেদ হইতেছে। অতএব আনন্দ আর খেদ করিওনা। তোমার অপরিবর্তনীয় স্নেহ, প্রেম ও দয়া আমার প্রাণ মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার গুণের সীমা নাই; সাধনে যত্নশীল হও; পাপ, মোহ ও অজ্ঞানতা হইতে রক্ষা পাইবে।"

বুদ্ধ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। আনন্দ মল্লরাজদিগকে বুদ্ধের অন্তিমকাল উপস্থিত এই সংবাদ দিয়া আসিলেন। রাজগণ বুদ্ধকে দেখিবার জন্য দলে দলে আগমন করিলেন। সুভদ্রা নামক এক জন ব্রাহ্মণ বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার কয়েকটী সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আগমন করিল। আনন্দ তাহাকে বলিলেন "আর অন্তিমকালে তাঁহাকে জটিল প্রশ্ন করিয়া ত্যক্ত করিও না।" ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ বুদ্ধের নিকট যাইতে চাহিল কিন্তু আনন্দ কোন মতেই তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না। ব্রাহ্মণের বিনয় বচন

বুদ্ধের কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকট আনিতে আদেশ করিলে ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের এই স্থানে ছয় জন জ্ঞানীলোক আছেন কিন্তু বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত, কোন বিষয়েই তাঁহাদিগের মধ্যে ঐকমত্য নাই। ইঁহাদিগের মধ্যে কে প্রকৃততত্ত্ব শিক্ষা দেয় প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ করুন।" বুদ্ধ বলিলেন "এ সকল প্রশ্ন মীমাংসার এ সময় নয়। আমি তোমাকে সংক্ষেপে এই বলিতেছি, যে শিক্ষায় অষ্টমার্গের প্রতি সম্মান নাই, যাহাতে ধর্ম্ম জীবনের সমাদর নাই, সে শিক্ষায় মানুষ কখনও পরিত্রাণ পায় না। আমি ২৯ বৎসর বয়সে ধর্ম্মান্বেষণে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি, এই একান্ন বৎসর ধর্ম্মলাভ করিয়া আমি সত্যরাজ্যে বিচরণ করিতেছি; এ রাজ্য ছাড়িয়া সত্য লাভের আর কোন পথ আমি জানি না।" বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণে স্বভদ্রা ভিক্ষুশ্রেণী ভুক্ত হইলেন।

বুদ্ধের অন্তিমকাল উপস্থিত। সেই কানন অভ্যন্তরে নিশীথ রাত্রিতে তিনি মৃত্যু শয্যায় শয়ান, তথাচ তাঁহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত ও সুনির্ম্মল। চতুর্দ্দিকে ভিক্ষুগণ তাহার মুখ পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদিগের বদন বিষণ্ণ ও গম্ভীর; কাহারও মুখে একটি কথা নাই, চতুর্দ্দিকে ঘোর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। এমন সময়ে বুদ্ধদেব ধীরে ধীরে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা মনে করিও না যে তোমাদের গুরু পৃথিবী হইতে চলিয়া

গেলেন আর তাঁহার কণ্ঠ নিঃশেষিত হইল। আমার মৃত্যুর পর ধর্ম্ম ও নিয়ম যেন তোমাদের নেতা হয়। আমার মৃত্যুর পর বয়োজ্যেষ্ঠকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিও এবং কনিষ্ঠকে বন্ধু বলিয়া ডাকিও, তোমাদিগের ইচ্ছা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মগুলি তোমরা রহিত করিতে পার।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার বাক্‌শক্তি রোধ হইল, কিঞ্চিৎকাল পরে চৈতন্য পাইয়া বলিলেন "যদি তোমাদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘ ও মার্গ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি সময় থাকিতে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া যাই।" বুদ্ধদেব বারত্রয় এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেহ কোন প্রত্যুত্তর করিল না। তখন বুদ্ধ কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিয়া কহিলেন "ভিক্ষু-গণ! এই আমার শেষ কথা যে মানবদেহ ও শক্তি ক্ষণভঙ্গুর, এই বাক্য প্রাণে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া পরিত্রাণের জন্য সচেষ্ট হও।" এই কথা বলিয়া তিনি নীরব হইলেন, চির-কালের মত তাঁহার জিহ্বা অবসন্ন হইয়া গেল, ক্রমে তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল—বুদ্ধদেব নশ্বরদেহ চিরদিনের মত পরি-ত্যাগ করিলেন। যে সূর্য্য ভারতাকাশে মহালোক বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছিল আজ তাহা নির্ব্বাণ পাইল, যিনি ভারতের গৃহে গৃহে ধর্ম্মবিপ্লব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি আজ কালসাগরে ডুবিয়া গেলেন।

বুদ্ধকে অচেতন দেখিয়া আনন্দ কাঁদিয়া অনিরুদ্ধকে বলিলেন "দেখ প্রভু! গুরুদেব বুঝি আর নাই।" অনিরুদ্ধ

কহিলেন "গুরুদেব এখনও জীবিত আছেন, তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া ইন্দ্রিয় বোধাতীত হইয়াছেন।" কিঞ্চিৎ কাল পরে আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না—শোক দুঃখাধীন ভিক্ষুগণ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, সেই নিশীথ কালের ঘোর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ক্রন্দনধ্বনি আকাশ ছাইয়া ফেলিল—দুঃখ শোকাতীত স্থবির অর্হৎগণ অবিচলিত চিত্তে আসিয়া সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে আনন্দ মল্লরাজগণকে বুদ্ধের মৃত্যুসংবাদ প্রদান করিলেন। মৃত্যুর পর সপ্তম দিনে রাজন্যগণ সুগন্ধি কাষ্ঠে চিতা সজ্জা করিয়া তদুপরি মৃতদেহ স্থাপন করিল। মহাকাশ্যপ এমন সময়ে সশিষ্যে কুশীনগরের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন, তিনি গুরুর মৃত্যুসংবাদে শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। অকালে গুরু হারা হইয়া শিষ্যগণ কাঁদিয়া আকুল হইল। তাহাদিগের মধ্যে সুভদ্র নামক এক শিষ্য ছিল; * সে বলিল "ভ্রাতৃগণ! আর ক্রন্দন করিও না। যতদিন গুরুদেব জীবিত ছিলেন, অন্যায় করিলে আমাদিগকে কত তিরস্কার সহিতে হইত, সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতে হইত—এখন গুরুর মৃত্যু হইয়াছে, যাহা অভিলাষ হয় তাহাই করিতে পারিব, অতএব আর খেদ করিও না।" এই শোকের সময় এই নীচ বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ ঘৃণার সহিত তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিল। মহাকাশ্যপ

* এই সুভদ্র। নরসুন্দর তনয় ছিল।

প্রমুখ পঞ্চশত শিষ্য গম্ভীর ভাবে মৃতদেহ বারত্রয় প্রদক্ষিণ ও বন্দনা করিয়া চিতা প্রজ্জলিত করিয়া দিলেন। ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অসার নশ্বর দেহ দেখিতে দেখিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। যে দেহের এত সৌন্দর্য্য ছিল কেবল তাহার কয়েক খানা অস্থি অবশিষ্ট রহিল। যে দেহ লইয়া মানুষের এত গর্ব্ব, যে দেহ রক্ষার জন্য মানুষ অনন্ত জীবনের সহস্র দুর্গতি আনয়ন করে, যে দেহের ইন্দ্রিয়গণের পরিচর্য্যার জন্য মানুষ ঘোর কলঙ্কে মগ্ন হয়, সেই দেহের ত এই পরিণাম। বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতে এ দেহকে অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মৃত্যুতে তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা এ দেহ পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া অনন্ত স্বাধীনতা লাভ করিল—তাঁহার অমর আত্মা সেই দেশে চলিয়া গেল যেখানে চিরশান্তি, চিরপ্রেম, যেখানে মিলনে বিচ্ছেদ নাই, সুখে দুঃখ প্রেমে অতৃপ্তি নাই, যেখানে বাসনা নাই, তৃষ্ণা নাই, সকল কামনা নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। বুদ্ধদেব দিব্যধামবাসী হইলেন। শিষ্যগণ তাঁহার অস্থি ও ভস্ম সুগন্ধি পুষ্পে আচ্ছাদিত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে নগর মধ্যে লইয়া গেল। গুরুদেবের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাপুরি, রামগ্রাম, উবদ্বীপ, পাওয়া ও কুশীনগর হইতে শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহার ভস্মাবশেষ লইয়া গেল এবং সসম্মানে তাহা প্রোথিত করিয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া দিল।

দিকে মনোযোগ দিতে পারিলেন না, ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদনের জন্য এক দল লোক নিযুক্ত হইয়া কালক্রমে তাহারা ব্রাহ্মণ আখ্যা গ্রহণ করিল এবং যাহারা যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত রহিল তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইল। এইরূপে কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্য এবং জিত কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যগণ দাসরূপে নিযুক্ত হইয়া শূদ্র বলিয়া গৃহীত হইল। জাতি বিচ্ছেদ হইয়া ব্রাহ্মণগণ সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিল। তাহারা আপন গৌরব ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য মন্ত্র ও পূজার আড়ম্বর বৃদ্ধি করিল; ক্রমে এমন অবস্থা হইল যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ সেরূপ ঘটা সহকারে পূজা করিতে পারিত না। এই সময়ে বেদের ব্রাহ্মণভাগ বিরচিত হয়। এই সময় হইতে আর্য্যজীবন ক্ষীণবল ও চিন্তাহীন হইল, আর্য্যজাতির উন্নতি পথে কণ্টক পড়িল। কিন্তু অত্যাচার করিয়া কেহ কখনও আপন প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারে না। যখন বৈশ্য ও শূদ্রদিগকে কবলিত করিয়া ব্রাহ্মণের লোলজিহ্বা ক্ষত্রিয়ের স্বাধীনতা গ্রাস করিতে নিযুক্ত হইল, তখন ক্ষত্রিয়গণ বাহুবলে ব্রাহ্মণবল দমন করিয়া ব্রাহ্মণের একচাটিয়া ক্ষমতা করায়ত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্ষত্রবল জয়লাভ করিল। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে বেদের উপনিষদ্ অংশ প্রণীত হয়। এই ক্ষত্রিয় প্রাধান্যে আর্য্যজাতীয় জীবন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণগণ আবার

পদাক্রান্ত হইয়া উঠিল। এবার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সম্পূর্ণরূপে তাহাদের পদাক্রান্ত হইয়া পড়িল। পুস্তক প্রণয়নে নূতন দেবের সৃষ্টি হইল, নানা প্রকার ধর্ম্ম কুসংস্কার বৃদ্ধি পাইল; কিন্তু এখনও পুরাণের অসংখ্য দেবতা কল্পিত হয় নাই। ধর্ম্ম কার্য্য ব্যতীত রাজ কার্য্য, বিচার কার্য্য [illegible] তাহারা অধিকার করিয়া বসিল; বেদ,বিধি [illegible] তাহাদেরই ইচ্ছাধীন হইল। অন্যান্য জাতির জন্য এক [illegible] ব্রাহ্মণের জন্য অন্য নিয়ম। অন্য জাতি সামান্য [illegible] গুরুদণ্ড পাইত, ব্রাহ্মণ মহা অপরাধ করিয়াও [illegible] :শোধ করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দানই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণদেশে যাগ যজ্ঞ বাড়িয়া গেল, অশ্বমেধ, গো-মেধ প্রভৃতি যজ্ঞে পশুর রক্তে মেদিনী কলঙ্কিত হইতে লাগিল। লোকে সরল ধর্ম্মভাব বিস্মৃত হইয়া ব্রাহ্মণ সেবা, যাগ যজ্ঞ ও ক্রিয়া কলাপে অনুরক্ত হইয়া পড়িল। বৈদিক সরল ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইল। ব্রাহ্মণের অপর নাম দেবতা হইল। ব্রাহ্মণ-চাতুর্য্যে, মন্ত্র তন্ত্র ও যাদুবলে লোকের মন জড় প্রায় হইল। তাহারা জীবনের শুভাশুভ ঘটনার উপর গ্রহগণের অপার শক্তি, স্বপ্নের নিগূঢ় মর্ম্ম, ভবিষ্যৎ বাক্য ও শুভাশুভ লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া লোকের স্বাধীন চিন্তাপথ অবরুদ্ধ করিয়া সকলকে করায়ত্ত করিয়া ফেলিল। সকলে ব্রাহ্মণের দাস হইল। ক্রিয়া কলাপ ও যাগ যজ্ঞ মানবের মুক্তির উপায় এই দৃঢ় মত সর্ব্বত্র স্থান পাইল। দুই এক জন লোক

ক্রিয়া কলাপে প্রাণের ক্ষুধা মিটাইতে না পারিয়া বনে গমন করিয়া সাধনা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের কণ্টক জালে বদ্ধ না হইয়া, কেহ বা স্বাধীন ভাবে আত্মমত প্রচার করিত; কেহ বা আত্মার ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া আত্মনিগ্রহে ও কৃচ্ছ্র সাধনে প্রবৃত্ত হইত, কেহ চারিদিকের হীনতা, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মশূন্যতা দর্শন করিয়া একবারে ব্রাহ্মণের ঘোর বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইত। সে সময়ে জ্ঞানীগণ অনেকে ব্রহ্মবাদী ছিলেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন ঈশ্বর ভিন্ন জগতে আর কিছু নাই; জীব জন্তু পৃথিবী সমস্ত বিশ্বমণ্ডল মায়া মাত্র; এক অনাদি অনন্ত নির্বিকার নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য, আর সকল ছায়া, কল্পনা মাত্র। জ্ঞানীগণ অনেকেই অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহারা আপনার পৃথক্ অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না, জগৎ ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন। তাহারা বিশ্বাস করিতেন পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি বলে কেহ সুখ, কেহ দুঃখ ভোগ করে; তাহারা কর্ম্ম ফলবাদী ও পূর্ব্ব জন্ম বিশ্বাসী ছিলেন। ব্রহ্মেতে লীন হইয়া যাওয়াই তাঁহাদের মুক্তি ছিল। কিন্তু সর্ব্ব সাধারণ ব্রাহ্মণের ক্রীত দাস, দুর্ভেদ্য ব্রাহ্মণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

এ সময়ে আর্য্যরাজ্য গঙ্গার উপত্যকা ভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, আর্য্যরাজ্য শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। পশ্চিম প্রদেশীয় রাজ্য গুলিতে ব্রাহ্মণ ক্ষমতা অদ্বিতীয়, কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলের কোন

কোন রাজ্যে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য বিন্দুমাত্র ছিল না। বুদ্ধের সমকালে বড় লোকের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, সকলেই উচ্চতর জাতির কন্যা বিবাহ করিতে পারিত, রাজ দুহিতাগণ মধ্যে মধ্যে স্বয়ম্বরা হইতেন, বিধবা বিবাহ সে সময়ে প্রচলিত ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণের ধর্ম্ম মত নির্ণয় করিতে বহু প্রয়াস পাইতেছেন কিন্তু বহুগবেষণায়ও তাঁহারা প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। মোক্ষ মুলার বলেন "বুদ্ধের ধর্ম্ম উন্মত্তাশ্রমের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।" সেণ্ট হিলেয়ার বলেন "বৌদ্ধধর্ম্ম মধ্যে ঈশ্বরের নাম গন্ধ নাই।" রাইস ডেবিডস্ বলেন "বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।" টর্ণার বলেন "বুদ্ধ এক অদ্ভুত প্রবঞ্চক।" বরণফ বলেন "ব্যক্তিগত সংজ্ঞা রাহিত্যই বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।" এইরূপে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম্মের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম নানাদেশে বিস্তৃত হওয়ার পর এক এক দেশে এক এক রূপ ধারণ করিয়াছে। যেমন এক হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই আছে, বৌদ্ধধর্ম্মেও সেইরূপ ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বর বাদী দুইদলই আছে কিন্তু নিরীশ্বর বাদ, কতিপয় আধুনিক গ্রন্থ ও অল্পসংখ্যক পণ্ডিতদিগের মধ্যে আবদ্ধ। সাধারণ লোক সকলেই ঈশ্বরবাদী।

বুদ্ধের সমকালিক অধিকাংশ হিন্দু পণ্ডিতগণের ন্যায় তিনি

অদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন। জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুর পৃথক সত্তাতে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। এই ব্রহ্মকে তিনি নির্গুণ, নির্ব্বিকার, জগতের বস্তু নিচয় মায়া মোহ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি আত্মার পৃথক অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতেন না। "সোহং" মত তখন সর্ব্বত্র প্রচলিত। বুদ্ধও এই মতাবলম্বী ছিলেন। আমরা নিম্নে তাহার কতিপয় প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর যখন বুদ্ধ স্বীয়ধর্ম্ম প্রচার করিবেন কি না এবং প্রচার করিলে লোকে গ্রহণ করিবে না এবিষয়ে নানা তর্ক তাঁহার মনের মধ্যে উদিত হইতেছিল, তখন তাঁহার মনে হইল "ইয়ং পুনর্জ্জনতা প্রসন্ন ব্রহ্মতেন অহীন্দ্র প্রবর্ত্তয়ি চক্রং। এবঞ্চ অয়ুধর্ম্ম গ্রাহ্ম মে স্যাৎ সচ মম ব্রহ্মক্রমে নিপত্য যাচেৎ। প্রবদতি বিরজা বিপ্রণীত ধর্ম্মং।" * "এই জনসমূহ প্রসন্ন, আমি ব্রহ্মেতে স্থিতি করিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতে নিযুক্ত হইব। আমার এধর্ম্ম সকলেরই গ্রাহ্য হইবে। আমি ব্রহ্মসহ অভিন্ন আমার চরণে প্রণত হইয়া সকলেই ঐ ধর্ম্ম আমার নিকট প্রার্থনা করিবে।" জ্ঞানীগণ ইহাকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। ললিতবিস্তর বৌদ্ধদিগের অতি প্রাচীনগ্রন্থ। ললিত বিস্তরের এই উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে বুদ্ধ ব্রহ্মে বিশ্বাস করিতেন এবং অদ্বৈত বাদী ছিলেন।

* ললিত বিস্তর ৫১০—৫১১ পৃষ্ঠা।

প্রাথমিক বৌদ্ধধর্ম্ম যে ঈশ্বরবাদী তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। র‍্যাইস ডেবিড্‌স বলেন অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসভায় বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ গুলি প্রণালী বদ্ধ হয় এবং সেই সকল গ্রন্থ হইতে তিনি প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে আদিমকাল হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বর অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু অশোকের সময়ে বৌদ্ধগণ যে ঈশ্বর বিশ্বাস করিতেন অশোকের নির্ম্মিত প্রস্তর স্তম্ভে লিখিত অনুশাসন তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। অনুশাসনগুলি পালিভাষায় লিখিত আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদান করিলাম।

উড়িষ্যার অন্তর্গত ধৌলি অনুশাসনে লিখিত আছে "অপরাধ স্বীকার কর এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস কর তিনিই মানের উপযুক্ত পাত্র।" "ঈশানামেব মন্যত মান।"

প্রিনসেপ প্রকাশিত সপ্তম অনুশাসনে লিখিত আছে "আমি পুণ্যক্রিয়া সংস্থাপন করিয়াছি। মানব জাতি তাহার অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মপথে নীত হইবে এবং ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিবে।"

হজ্‌সন সাহেব বহুকাল নেপালে থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। তাঁহার সহিত অমৃতানন্দ বন্দা নামক নেপালের এক স্থবির ও সর্ব্বজন পূজনীয় বৌদ্ধ যাজকের সাক্ষাৎ হয়। হজ্‌সন তাঁহার নিকট বৌদ্ধগণ ঈশ্বর বিশ্বাস করেন কিনা এই

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে অমৃতানন্দ প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্র সমূহ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন "যখন সকলের প্রারম্ভে কেবল শূন্য ছিল, যখন পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয় নাই, তখন নিষ্কলঙ্ক আদিবুদ্ধ অগ্নি অথবা আলোকের আকারে প্রকাশিত ছিলেন।" কারণ্ডব্যূহ।

"আদিবুদ্ধ অনাদি তিনি পূর্ণ পবিত্র এবং সত্য। তিনি অতীতদর্শী, তাঁহার বাক্য অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং ও সর্ব্বব্যাপী।" নাম সঙ্গীতি।

আদিবুদ্ধ সকল প্রাণীকে সুখী করিয়া আনন্দিত হয়েন। যাঁহারা তাঁহার সেবা করে তিনি তাহাদিগকে প্রীতি করেন, তাঁহার মহিমা ও প্রতাপে ভক্তি ও বিস্ময় সঞ্চার হয়। তিনি দুঃখ ও সন্তাপনাশক।" নাম সঙ্গীতি।

"তিনি বুদ্ধদিগের স্রষ্টা। তিনি প্রজ্ঞা ও জগতের স্রষ্টা। তিনি নিজে স্বয়ম্ভূ।" নাম সঙ্গীতি।

"তিনি সকল সার পদার্থের সার। তিনি আকাশের স্রষ্টা। তিনি অবিদ্যারূপ তৃণ ভস্মীভূত করিতে অগ্নির আকার ধারণ করেন।" নাম সঙ্গীতি।

"তাঁহার ধ্যান হইতে তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর, অনন্ত; যে সমুদয় পদার্থ এখনও আকার শূন্য তিনি তাহাদিগের আকার।" কারণ্ড ব্যূহ।

কারণ্ড ব্যূহ ও নাম সঙ্গীতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থে স্পষ্ট ঈশ্বরবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। অমৃতানন্দ

বক্স্য স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন বৌদ্ধধর্ম্ম কখনও নিরীশ্বরবাদ নহে।

বর্ত্তমান সময়ের বৌদ্ধগণও নিরীশ্বরবাদী নহে। তিব্বৎ-দেশীয় লামাগণ ধর্ম্মমন্দিরে এই বলিয়া বন্দনা করিয়া থাকেন 'তথাগত অমিতাভ যিনি দেবস্থান নামক বুদ্ধ স্বর্গে বাস করেন, আমরা তাঁহার আরাধনা করি।' অমিতাভকে তিব্বৎবাসীগণ বুদ্ধের বুদ্ধ, দেবতাদিগের দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে।*

"হে অমৃতরূপি! আমরা তোমাকে সম্মানের সহিত আহ্বান করি। হে সুখবতী নামক স্বর্গবাসী লোকজিৎ অমিতাভ! তুমি শুভাগমন কর।" "আমাদিগের শাক্যমুনি ও আমাদিগের দয়াময় পিতা অমিতাভ এই পবিত্র স্থানে আগমন করুন" এইরূপ সরল প্রার্থনা ধ্বনিতে চীন দেশীয় ধর্ম্ম মন্দির সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত হয়।†

যখন সিংহলদ্বীপ ডচদিগের অধীনে ছিল, তখন তথাকার এক শাসনকর্ত্তা বৌদ্ধ পুরোহিতদিগকে আহ্বান করেন এবং তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে কি না এই প্রশ্ন করেন।—প্রশ্নোত্তরে প্রধান ধর্ম্মযাজক উত্তর দেন, "সকলের উপর এক মহান পুরুষ আছেন। যদিও অনেক

* টিবেটান গ্রামার ১০২ পৃষ্ঠা দেখ।

† বিল সাহেবের কেটিনা অব বুদ্ধিষ্ট স্ক্রিপচার ৪০৩ পৃষ্ঠা।

দেবতা আছেন তথাপি দেবতাদিগের ঈশ্বররূপে এক মহান পুরুষ আছেন। যদিও অনেক দেবতা আছেন তথাপি দেবতাদিগের ঈশ্বর রূপে এক পরমাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন।*

ফাদার বরি নামক একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক কোচিন চায়নাবাসীদিগকে নাস্তিক বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। তাহারা মন্দিরস্থ একটি উচ্চবেদী ও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী এক অন্ধকারময় স্থান অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে ঐ স্থান তাহাদের আরাধ্য পরমেশ্বরের স্থিতির জন্য রক্ষিত হইয়াছে। বুদ্ধগণ সেই পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন। বুদ্ধগণ মানবের ন্যায় আকার বিশিষ্ট কিন্তু পরমেশ্বরকে কেহ কথনও দেখিতে পায় না।†

জাপান দেশেও অমিতাভ অমিদবুদ্ধ নামে সর্ব্বত্র পুজিত হইয়া থাকেন এবং নিয়রি নামে এক নিরাকার পুরুষকে জাপানবাসীগণ শ্রদ্ধার সহিত আরাধনা করে।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণ যে ঈশ্বর বিশ্বাসী তাহা প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু অনেকে বলিয়া থাকেন যদি বুদ্ধ ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন তবে তাহার উপদেশের মধ্যে কোন স্থানেই ঈশ্বরের নাম নাই কেন? এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে বুদ্ধ নিগু ণ

---

* অপহাম-প্রণীত সেক্রেড এণ্ড হিষ্টরিকেল বুকস অব সিলোন ১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

† কোচিন চায়নার বিবরণ অষ্টম অধ্যায় দেখ।

নিশ্চেষ্ট ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। যিনি নির্গুণ তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। মানব পাপ ও দুঃখ ভারে পীড়িত হইয়া সহস্র ক্রন্দন করিলেও তাহার মহা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারেনা। সুতরাং মানবের পরিত্রাণের পক্ষে এমন ঈশ্বর সহায় হইতে পারেন না, মানবের পরিত্রাণের পক্ষে এমন ঈশ্বরে কোন প্রয়োজন নাই। এই জন্যই বুদ্ধ তাঁহার উপদেশের মধ্যে কোথাও ঈশ্বরের নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি জানিতেন ব্রহ্মই এজগতে একমাত্র সত্য আর সব অসার। মানব অজ্ঞানতার বশীভূত হইয়া মোহ জালে জড়িত হইয়া "আমার আমার" "সংসার সংসার" করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অজ্ঞানতা নিজের বলে বিনাশ করিতে হইবে। এই অজ্ঞানতা বিনাশের জন্য তিনি সাধন প্রণালী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শিষ্যগণ প্রথমতঃ চারি মহাসত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিত। এসংসার দুঃখময়, অনিত্য অস্থায়ী, স্ত্রীপুত্র পরিবার সকল মায়ার ক্রীড়া। তৃষ্ণাই আমাদিগের সকল দুঃখের কারণ। এই তৃষ্ণাকে ধ্বংস করিতে পারিলেই সকল দুঃখের অবসান হয় এবং বুদ্ধের প্রকাশিত অষ্টপথ দুঃখাবসানের একমাত্র পথ। এই বিশ্বাস করিয়া শিষ্যগণ সর্ব্বদা সাধুভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে প্রয়াস পাইত, সত্য বাক্য বলিতে সাধন করিত, সদুপায়ে জীবিকা আহরণ ও সদ্ব্যবহার করিত, সর্ব্বদা সৎকর্ম্ম সাধনের চেষ্টা করিত, স্মৃতিতেও যাহাতে অসৎ বিষয় উদিত না হয় তাহার জন্য সাধন করিত,

এবং প্রশান্তভাবে ধ্যান করিত। আত্মবলে মানুষ ইন্দ্রিয় জয় ও পাপ বাসনা তিরোহিত করিতে এবং পরিত্রাণ পাইতে পারে বুদ্ধের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসই ভবিষ্যতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিল। পরিত্রাণ পাইতে ঈশ্বর প্রসাদের কোন প্রয়োজনীয়তা না দেখিয়া কেহ কেহ নাস্তিক হইয়াছিল। কি প্রকারে জগৎ সৃষ্ট হইল, জগতের শেষ দশা কি হইবে ইত্যাদি তত্ত্ব নিরূপণ করা বুদ্ধ প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। যখন মালুঙ্ক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে জগৎ অনাদ্যনন্ত কি না? তখন বুদ্ধ এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত ফলহীন মনে করিয়া কোন উত্তর দেন নাই। * বুদ্ধ ব্রহ্মা ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন কিন্তু তাহারাও মানবের ন্যায় সুখ দুঃখের অধীন ও কর্ম্মফলে কখনও শ্রেষ্ঠ জন্ম, কখনও হীন জন্ম লাভ করিয়া থাকে, এইমত ললিত বিস্তরের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

আত্মা সম্বন্ধে বুদ্ধ এই বলিতেন যে অশিক্ষিত ও অদীক্ষিত লোকে কখনও আত্মাকে স্থূল, কখনও বা সূক্ষ্ম বলিয়া থাকে। কখনও সংজ্ঞা, কখনও ভাব, কখনও প্রবৃত্তি, কখনও বা মনকেই আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করে এবং "আমি আছি" এই মনে করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা

* হার্ডি প্রণীত "বৌদ্ধ ধর্ম্ম" গ্রন্থ ৩৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

বিজ্ঞত প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা জানে "আমি" নাই। বুদ্ধ অদ্বৈতবাদী ছিলেন সুতরাং বলিতেন অবিদ্যার ধ্বংস হওয়া মাত্র মানব দেখিতে পায় যে জগতে একমাত্র পরব্রহ্মই বিদ্যমান, "আমি" নাই। "আমি" পরব্রহ্মের অস্তিত্ব জলধিতে বিলীন হইয়া গিয়াছি।

বুদ্ধ পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেন। যে পূর্ব্ব জন্মে সৎকর্ম্ম করিয়াছে, সে পরজন্মে সুখ, যে অসৎ কর্ম্ম করিয়াছে সে দুঃখ ভোগ করে। সৎ ও অসৎ কর্ম্মানুসারে কেহবা পশু জন্ম ধারণ করে। যখনই কাহারও মৃত্যু হয় অমনি তাহার কর্ম্মানুসারে পুনর্জ্জন্ম হয়। তৃষ্ণা পুনর্জ্জন্মের এক মাত্র কারণ—যতদিন পর্য্যন্ত মানব তৃষ্ণার অধীন থাকে ততকাল এই পৃথিবীতে তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়। কর্ম্মফলে বিশ্বাস থাকাতেই বৌদ্ধনীতি অত্যন্ত সমুৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিন্দু পরিমাণ অন্যায় কার্য্য করিলেও নিস্তার নাই। সহস্র পুণ্যের মধ্যে এক বিন্দু কলঙ্ক থাকিলেই মানব দুর্গতি ভোগ করিবে।

বুদ্ধ অদৃষ্ট মানিতেন না। অদৃষ্টবাদী বলেন "আমি যাহা করিব অথবা আমার যাহা হইবে, পূর্ব্ব হইতেই তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। অতএব তাহা হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা বৃথা।" নির্দ্দোষী উৎপীড়িত হইতেছে, অপরাধী ধন সম্পদে স্ফীত হইতেছে, অদৃষ্টবাদী বলেন "অবনত বদনে এ বিসদৃশ দণ্ড সহ্য কর।" কর্ম্মবাদী বলেন "এ বিসদৃশ

দণ্ড আত্মকর্ম্মের ফল; ইহজন্মে সৎকার্য্য কর পরজন্মে সৎফল প্রাপ্ত হইবে।"

নির্ব্বাণ প্রাপ্তি বৌদ্ধধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন নির্ব্বাণ অর্থ আত্মার বিধ্বংস; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অনেকে এমতের ভ্রান্তি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নির্ব্বাণ সম্বন্ধে বৌদ্ধ গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহা পাঠ করিলেই নির্ব্বাণের অর্থ বোধগম্য হইবে। "জ্ঞানী, ধ্যানশীল, দৃঢ় চিত্ত ও দৃঢ়শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ।" "যে ভিক্ষু ধ্যানেতে আনন্দ পায়, যে প্রমত্ততা ভয় করে সে কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না, নির্ব্বাণ তাহার নিকটে।" "কোন কোন ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয়, পাপকারী নরক ভোগ করে, পুণ্যকারী স্বর্গে যায়, যাহারা পার্থিব সকল তৃষ্ণা হইতে মুক্ত তাহারা নির্ব্বাণ সম্ভোগ করে।*

অমৃতানন্দ বন্দ্য বলেন নির্ব্বাণ অর্থ নিবৃত্তি। তিনি বলিয়াছেন, পৃথিবীর রাজা স্বয়ম্ভূকে যে আরাধনা করে সে স্বর্গ এবং নিবৃত্তি পাইবে, প্রবঞ্চনা দ্বারা কেহ নিবৃত্তি পায় না। "শিক্ষিত অশ্বের ন্যায় যাহার ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হইয়াছে, যে অহঙ্কার ও কাম, জীবনতৃষ্ণা ও অজ্ঞানান্ধকার হইতে নির্মুক্ত দেবতাগণ তাহার অবস্থা আকাঙ্ক্ষা করেন, যাহার চরিত্র সৎ, যে মেদিনীর ন্যায় ভারসহ, যে নির্ব্বাক

* ধর্ম্মপদ ২৩, ৩২, ১২৬ শ্লোক দেখ।

নিষ্কম্প সরোবরের ন্যায় প্রশান্ত, তাহাদিগের আর জন্ম হয় না। তাহাদিগের বাক্য ও কার্য্য প্রশান্ত; তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হয়।" বাস্তবিক এই অবস্থাকেই নির্ব্বাণ বলে। মনের পাপশূন্য প্রশান্ত অবস্থাই নির্ব্বাণ।

বুদ্ধ ধর্ম্মসাধনের ক্রমোন্নত উপায় পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। নূতন শিষ্যদিগকে তিনি সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে বলিতেন, তৎপর সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে উপদেশ দিতেন। সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা উপলব্ধি না হইলে ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গ সমুদয় তাহাদের নিকট প্রকাশ করিতেন না। বাস্তবিক হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন না হইলে মানুষ কখনও ধর্ম্মের জন্য অনুরাগী ও ব্যাকুল হয় না।

কোন সময়ে এক স্বর্ণকার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সারিপুত্রের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সারিপুত্র তাহাকে বলিয়া দিলেন তুমি অপবিত্রতার বিষয় চিন্তা কর তবেই তোমার ধর্ম্মানুরাগ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। চারি মাস গত হইল তথাপি তাহার কোন উন্নতি হইল না। তখন সারিপুত্র তাহাকে বুদ্ধের নিকট লইয়া গেলেন। বুদ্ধ তাহাকে সুন্দর খাদ্য ও সুন্দর পরিধেয় দান করিলেন—অপরাহ্ণে ভ্রমণ করিতে করিতে আম্রকাননের নিকবর্ত্তী এক রমণীয় সরোবর তটে উপনীত হইলেন। সেই সরোবরে বহুসংখ্যক পদ্মফুল ফুটিয়াছিল, তন্মধ্যে একটী

স্বীয় সৌন্দর্য্যে সরোবর উজ্জ্বল করিয়াছিল। বুদ্ধ তাহাকে ঐ ফুলটির দিকে একান্তে দৃষ্টি করিয়া থাকিতে আদেশ করিলেন। যে ফুল সৌন্দর্য্যের আধার ছিল ক্রমে তাহা শুকাইয়া গেল তাহার সুকোমল দল বিচ্যুত হইল। তখন সন্ন্যাসী দেখিতে পাইল যে পদ্ম এমন সুন্দর ছিল, অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এমন সুন্দর ফুলের যখন এই পরিণাম, আমার এই শরীরের তবে না জানি কি গতি হইবে! পৃথিবীর সকলই অসার।" এই ভাবিতে ভাবিতে তাহার প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হইল। বৈরাগ্য প্রবণ হৃদয়ের সম্মুখে তখন বুদ্ধ বলিলেন, "আত্মানুরাগ হৃদয় হইতে উৎপাটন কর। কেবল শান্তি লাভের জন্য আত্মাকে নিযুক্ত কর।" * শুভক্ষণে এই উপদেশ পাইয়া সন্ন্যাসী প্রাণ পাইল। তাহার ধর্ম্মতৃষ্ণা জাগ্রত হইল। এবং এই হইতে ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গ সমুদয় সাধন করিতে লাগিল। ইন্দ্রিয় সেবাও করিব, ধর্ম্মও পাইব এ আশা দুরাশা মাত্র।

বড় পথিক ও ছোট পথিক নামক দুই ভ্রাতা ছিল। বড় ভাই বুদ্ধের শিষ্য হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও সন্ন্যাসী করিল কিন্তু ছোট পথিক বড় নির্ব্বোধ ছিল। চারি মাসে একটি শ্লোক শিক্ষা করিতে পারিল না। তখন বড় পথিক তাহাকে বলিল "তোমার কিছু হইবে না। তুমি এ মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত

* বৌদ্ধজাতক গল্প দেখ।

হও।' কিন্তু সে বৌদ্ধধর্ম্মকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত সে মঠ পরিত্যাগ করিল না। আর এক দিন বড়পথিক তাহাকে বাদ দিয়া বুদ্ধের অবশিষ্ট শিষ্যগণ সহ জীবকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল, তখন ছোট পথিক ভাবিল 'আমি ভ্রাতৃ-স্নেহ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। অতএব আর মঠে বাস করিয়া কি লাভ? গৃহী হইয়া দান ধ্যানে রত হওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।' এই ভাবিয়া এক দিন প্রত্যূষে মঠ হইতে চলিয়া যাইতেছে পথে বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ছোট পথিক বলিল "ভ্রাতা আমাকে মঠ পরিত্যাগের আজ্ঞা করিয়াছেন তাই সংসারী হইতে চলিয়াছি।" বুদ্ধ বলিলেন "ছোট পথিক। তুমি আমার নিকট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ। ভ্রাতার কথায় কেন মঠ পরিত্যাগ করিবে? এস আমার নিকটে আসিয়া ধ্যান কর।" বুদ্ধ তাহাকে সঙ্গে লইয়া নিজের বাস-গৃহের সমীপে গমন করিলেন, এক খণ্ড সুশুভ্র বস্ত্র লইয়া তাহাকে বলিলেন এই বস্ত্র খণ্ড হস্ত দ্বারা ঘর্ষণ কর এবং মনেমনে বল অপবিত্রতা দূর হউক, অপবিত্রতা দূর হউক।' ছোট পথিক বস্ত্রখণ্ড যত মর্দ্দন করিতে লাগিল বস্ত্র তত মলিন হইতে লাগিল। সে ভাবিল এই বস্ত্র কেমন শুভ্র ছিল, আমার হস্ত স্পর্শে ইহার পূর্ব্ব ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা কেমন কলঙ্কিত হইল। হায় পৃথিবীর সকলই পরিবর্ত্তনশীল! ছোট পথিক এই মুহূর্ত্তে পার্থিব বস্তুর অনিত্যতা ও মৃত্যুশীলতা উপ-লব্ধি করিল। তাহার প্রাণে বৈরাগ্যের উদয় হইল। শুভ মুহূর্ত্ত

দেখিয়া বুদ্ধ তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "এই বস্ত্র কলঙ্কিত হইয়াছে ইহা তত ভাবনার বিষয় নহে। তোমার মধ্যে কাম চিন্তা ও পাপরূপ কলঙ্ক বাস করিতেছে, তাহার মলোৎপাটনে রত হও।" তিনি আরো বলিলেন 'ধূলি কলঙ্ক নহে কামই প্রকৃতকলঙ্ক। তাহারাই সাধু যাহারা এ কলঙ্ক দূর করিয়াছে। ধূলি কলঙ্ক নহে, ক্রোধ প্রকৃত কলঙ্ক, ধার্ম্মিকগণ এ কলঙ্ক দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ধূলি কলঙ্ক নহে, মোহই প্রকৃত কলঙ্ক। ধর্ম্মাত্মাগণই এ কলঙ্কের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।" উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত উপদেশ পাইয়া নির্ব্বোধ ছোট পথিক ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইল।

বৌদ্ধ গুরুগণ এইরূপে শিষ্যদিগকে প্রথমতঃ একটী ক্ষুদ্র বিষয়ের চিন্তা করিতে উপদেশ দিতেন এবং যখন তাহারা সেই ক্ষুদ্র বস্তুর অসারতা ও অনিত্যতা উপলব্ধি করিত, তখন তদপেক্ষা বৃহত্তর বস্তুর চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিতেন। এইরূপে শিষ্যগণ ক্রমে চরাচর সমুদয় জগতের অসারতা ও অনিত্যতা উপলব্ধি করিত।

ধ্যানও সমাধি বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম সাধনের প্রধান অঙ্গ ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার ধ্যান প্রচলিত ছিল। প্রথমাবস্থায় যখন সাংসারিক বিষয় সমূহের অসারতা প্রতীতি হইত তখন প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণে মন নিবিষ্ট করিতেন। দ্বিতীয় অবস্থায় মন কেবল এক পরম পদার্থে মগ্ন হইয়া যাইত। তৃতীয় অবস্থায় আত্মা সকল বিষয় হইতে নির্লিপ্ত

হইত। চতুর্থ অবস্থায় আমিত্ব ভাব বিদূরীত হইয়া যাইত। অবশেষে সমাধির অবস্থা। এই অবস্থায় বাহিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার রিপু বশীভূত হওয়াতে অপার শান্তির উদয় হয়—মন নিবাতনিষ্কম্প দীপের ন্যায় স্থির হইয়া থাকে। এই অবস্থাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া গণ্য হইত। এই অবস্থায় উত্তীর্ণ হইলে শরীর মন বাহ্য জগতের নিয়মাতীত হইয়া যাইত। এই অবস্থায় উত্তীর্ণ হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অনাহারে নিশ্চেষ্ট ও নিষ্প্রভ হইয়া বৌদ্ধ যোগীগণ ধ্যেয় বস্তুর চিন্তায় বহুকাল অবস্থিতি করিতে পারিতেন। এই যোগ বলে বৌদ্ধগণ হস্ত স্পর্শে দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হইতেন, এই যোগবলে কেহ আকাশ মার্গে উত্থিত হইতে পারিতেন। যোগের এই আশ্চর্য্য ভৌতিক ক্ষমতা বর্ত্তমান শতাব্দীর কেহই সহসা বিশ্বাস করিতে পারে না। কিন্তু যোগীগণ যে এই অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রকৃত প্রমাণ দেদীপ্যমান আছে।

প্রায় ৫০ বৎসর হইল কয়েকজন কাঠুরিয়া স্থন্দর বনে এক যোগীকে পাইয়া কলিকাতায় আনিয়াছিল, এখনও কত লোক আছেন যাহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সেই যোগী উপবেশনাবস্থায় ছিলেন, বৃক্ষের মূলে তাঁহার পদদ্বয় জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। সে দেহে যে প্রাণ আছে এমন কেহ বুঝিত না। এই উনবিংশ শতাব্দীর গর্ব্বিত জ্ঞানালোককেই যাহারা সর্ব্ব প্রকার সত্য নির্দ্ধারণের একমাত্র উপায় বলিয়া

বিশ্বাস করে। এমন দুই নির্ব্বোধের কাছে এক যোগী পতিত হন। তাহারা চীৎকার করিয়া আঘাত করিয়া, তাহার অঙ্গ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাঁহাকে চেতন করিতে অসমর্থ হইল, দুই-পর রাত্রিকালে তাঁহার গলায় দড়ী দিয়া গঙ্গার গভীর জলে তাহাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল তথাপি তাঁহার চেতনা সঞ্চার হইল না, অবশেষে এই শিক্ষিতাভিমানীগণ একজন কলুষিত চরিত্রা রমণীকে এই যোগীর পবিত্র শরীর স্পর্শ করিতে বলিল। অপবিত্র স্পর্শে যোগীর যোগ ভঙ্গ হইল। চেতনা পাইয়া তিনি ক্রোধান্বিত হইলেন না, তিনি খেদের সহিত বলিলেন "কেন আমার যোগ ভঙ্গ করিলেন, আমি আপনাদিগের তো কোন ক্ষতি করি নাই।" তাঁহাকে নানা প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়ান হইয়াছিল যোগীর শরীরে তাহা সহিল না, যোগী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

রণজিৎ সিংহ যখন পঞ্জাবাধিপতি ছিলেন সেই সময়ে এক যোগীকে ৪২ দিন পর্য্যন্ত মৃত্তিকার নীচে এক ইষ্টক নির্ম্মিত গর্ত্তে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। যোগ বলে ঐ যোগী তথাপি জীবিত ছিলেন। লাহোর দরবারস্থ ইংরেজ রাজদূত সার ক্লড ওয়েড এই ঘটনার সত্যতার প্রমাণ দিয়াছেন। *
লেফ্‌টেনান্ট বইলো তাঁহার "রাজবারা ভ্রমণ বৃত্তান্তে" লিখিয়াছেন যে এক যোগী ১০ দিন পর্য্যন্ত মৃত্তিকা মধ্যে

* ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের "কনটেম্‌পোরারি রিবিউ"তে ডাক্তার কার্পেণ্টারের "সাইকলজি অববিলিফ" নামক প্রবন্ধ দেখ।

প্রোথিত ছিল। বেয়ার্ড সাহেব বলেন এক যোগী ৯ দিন পর্য্যন্ত মৃত্তিকার নীচে ছিল, এবং ইংরেজ সৈন্য সেই প্রোথিত স্থান দিবানিশি চৌকি দিত। যোগীগণ এই আশ্চর্য্য কাণ্ড কি প্রকারে সম্পন্ন করেন, তাহা সব্ আসিষ্টাণ্ট সার্জন পল প্রণীত যোগ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে সহজে উপলব্ধি হইবে। প্রথমতঃ যোগীগণ প্রাণায়াম করেন। ইহা দ্বারা মন আত্মস্থ হইয়া প্রশান্ত হয় কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে বাহ্য জগৎ বিস্মৃত হইতে পারে না। তৎপর প্রত্যাহার এই সময়ে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু মন কল্পিত থাকে। তৎপর ধারণার অবস্থা। এই সময়ে শরীর মন উভয়ই সুপ্রশান্ত হয়। তৎপর ধ্যানের অবস্থা এই সময়ে যোগী আপনাকে মহালোকে পরিবেষ্টিত দেখেন এবং পরমাত্মার সহবাস অনুভব করেন। তৎপর সমাধির অবস্থা। এই অবস্থায় নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। মানসিক সর্ব্ব প্রকার চঞ্চলতা তিরোহিত হয়, বাক্য, কায়া অথবা চিন্তায় আর মন পাপ করিতে পারে না, এবং মন স্বভাবতঃ পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায়।

বৌদ্ধ সাধকগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। যাহারা দীক্ষিত হওয়ার পর সাধু সহবাস, ধর্ম্ম গ্রন্থ শ্রবণ, সৎচিন্তা ও সৎ কার্য্য দ্বারা স্বকীয় দ্বৈত ভাব, ধর্ম্ম সন্দেহ ও ক্রিয়া কলাপ হইতে মুক্ত হইত তাহারা প্রথম শ্রেণী ভুক্ত ছিল। যাহারা প্রথম শ্রেণী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কাম ক্রোধ ও

ঘৃণা বশীভূত করিয়াছে তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। যাহারা স্বার্থ ভাব পরিত্যাগ করিয়াছে এবং অপরের প্রতি কুভাব পোষণ না করে তাহারা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। যাহারা জীবন তৃষ্ণা, অহঙ্কার, আত্মপুণ্য লাভেচ্ছা ও অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারা চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ অর্হৎ। এই অর্হৎ অবস্থার পর বুদ্ধাবস্থা। সিদ্ধার্থের পূর্ব্বেও অনেকে বুদ্ধ হইয়াছেন এবং কর্ম্মবলে সকলেই বুদ্ধ হইতে পারে এই বৌদ্ধধর্ম্মের উদার মত।

দশম অধ্যায়।

বৌদ্ধনীতি।

বিশপ বিগাণ্ডেট বলেন যে "বাইবলের প্রায় সকল নৈতিক সত্যই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" * খৃষ্টের ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে জন্ম ধারণ করিয়া বুদ্ধ যে নীতিশাস্ত্র জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছিলেন যুগ যুগান্ত বহিয়া গেল তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নীতি কোন ধর্ম্ম সংস্থাপক প্রকাশ করিতে পারেন নাই। হিন্দু বল খৃষ্টান বল অথবা পৃথিবীর অপর যে ধর্ম্মাবলম্বীর নাম কর সকলেরই নীতি-শাস্ত্র মনুষ্য জাতিতে আবদ্ধ। কিন্তু বুদ্ধের নীতি সর্ব্ব-ব্যাপী। বুদ্ধ বলেন "প্রেম অপরিমিত রূপে, অপক্ষপাতে অবিমিশ্র ভাবে, শত্রুতা শূন্য হইয়া সমস্ত জগতে জগতের ঊর্দ্ধে নীচে ও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হউক।" † ইহা অপেক্ষা উচ্চ-তর প্রেম শাস্ত্র কেহ কখনও জগতে প্রচার করে নাই। বুদ্ধের প্রেম সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত। সামান্য কীট পতঙ্গ যাহা সকল ধর্ম্মাবলম্বীর চরণে দিবানিশি দলিত হয় তাহা-রাও বুদ্ধের দয়া আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাদিগেরও রক্ষার জন্য বুদ্ধের দয়াল প্রাণ কাতর হইয়াছিল। যে ভারত-

---

* বিগাণ্ডেট প্রণীত গৌতমের জীবন-চরিত ৪০৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† ক্ষুদ্দক পাঠ ১৬ পৃঃ।

বর্ষ শৃঙ্খের নামে পশুর রক্তে কলঙ্কিত, সেই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ঘোর রবে প্রচার করিলেন "অহিংসা পরম ধর্ম।" পাছে কোন জীবের প্রাণ বধ হয় এই জন্য তিনি আদেশ করিয়াছেন বৌদ্ধগণ সর্ব্বদা অবনত বদনে পথ চাহিয়া চলিবে, না ছাঁকিয়া কখনও জল পান করিবে না, অন্ধকারে আহার করিবে না।

বুদ্ধের উপদেশ কেমন চমৎকার। ব্রহ্মালোকে আলোকিত না হইলে কেহ কখনও এমন সুন্দর সত্য প্রকাশ করিতে পারে না। আমরা ধর্ম্মপদ হইতে কতকগুলি উপদেশ অনুবাদ করিয়া দিলাম।

অমুক আমার অপমান করিয়াছে, অমুক আমাকে প্রহার করিয়াছে, অমুক আমাকে পরাজয় করিয়াছে, অমুক আমার ধন হরণ করিয়াছে, যতদিন পর্য্যন্ত এই সকল ভাব মনে পোষণ করিবে, ততকাল আর দ্বেষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই। দ্বেষ দ্বারা কখনও দ্বেষের নিবৃত্তি হয় না; প্রেম দ্বারাই চিরকাল দ্বেষ ভাবের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

যে আমোদরত আহার ইন্দ্রিয় সকল অসংযত, সে অলস ও দুর্ব্বল, সে বাতাহত জীর্ণ তরুর ন্যায় প্রলোভনের দ্বারা ছিন্ন হয়।

যে ব্যক্তি পাপ কলঙ্ক প্রক্ষালিত না করিয়া, মিতাচারী ও সত্যানুরাগী না হইয়া, কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া সন্ন্যাসী হয়, সে সন্ন্যাসীর কলঙ্ক স্বরূপ।

ছাদহীন গৃহে যেমন বৃষ্টি-ধারা পতিত হয়, চিন্তাহীন মনেও সেইরূপ রিপুগণ প্রবেশ করে।

পাপকারী ইহকালে অনুতাপানলে দগ্ধ হয়, যখনই সে নিজের দুষ্কার্য্য দর্শন করে তখনই তাহার প্রাণে অনুতাপ জাগিয়া উঠে।

চিন্তাশীলতা অমরত্ব লাভের পথ, চিন্তাহীনতা মৃত্যুর পথ। চিন্তাশীলের মৃত্যু নাই, চিন্তাহীন জীবিত থাকিয়াও মৃত।

গর্ব্বিত হইও না, কামোপভোগে ব্যস্ত হইও না, চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রচুর সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে।

মন অতি চঞ্চল, সর্ব্বদাই পরিভ্রমণ করিতেছে, এই মনকে সংযত করিলে বহু কল্যাণ হয়। সংযত মন সুখ আনয়ন করে।

শত্রু শত্রুর যত অনিষ্ট করিতে না পারে, বিপথগামী মন তদপেক্ষা গুরুতর অনিষ্ট করিয়া থাকে।

যেমন মধুমক্ষিকা পুষ্পের সৌন্দর্য্য অথবা সুগন্ধির কোন অপচয় না করিয়া মধু সংগ্রহ করে, জ্ঞানীগণ সেইরূপ নিজের অকল্যাণ না করিয়া স্বীয় শক্তি উপভোগ করিয়া থাকেন।

অন্যের পাপ পুণ্য, কি জয় পরাজয় ভাবিবার প্রয়োজন নাই। জ্ঞানীগণের দৃষ্টি আত্ম কুকার্য্যের প্রতিই সর্ব্বদা পতিত হয়।

এই পুত্র আমার, এই বিত্ত আমার, নির্ব্বোধেরাই এই

রূপ চিন্তা করিয়া ক্লেশ পায়। সে নিজে তাহার নিজের নয়, পুত্র ও বিত্ত তাহার কিরূপে হইবে?

যে নির্ব্বোধ আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার বিষয় জানে, সে বরং জ্ঞানী কিন্তু যে নির্ব্বোধ হইয়া আপনাকে জ্ঞানী মনে করে সেই প্রকৃত নির্ব্বোধ।

যতদিন পাপ কার্য্য ফল প্রসব না করে, ততদিন নির্ব্বোধেরা পাপকে অমৃত মনে করে, যখন ফল পরিপক্ক হয় তখনই তাহারা যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।

কূপখননকারী যেমন যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে জল লইয়া যায়, ধানুষ্ক যেমন যে দিকে ইচ্ছা তীরক্ষেপ করে, সূত্রধর যেমন দৃঢ় কাষ্ঠ যে দিকে ইচ্ছা নত করে, জ্ঞানীগণ সেইরূপ আপনাকে গঠন করেন।

যেরূপ অবস্থা হউক জ্ঞানীলোক বিষণ্ণ হন না। তাঁহারা সুখেতে স্ফীত ও দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়েন না।

অল্প লোকেই পর পারে উত্তীর্ণ হয়। অধিকাংশ লোকেই উপকূল ভূমিতে দৌড়াদৌড়ী করিয়া থাকে।

সংগ্রামে যে লক্ষ লোক জয় করিয়াছে সে প্রকৃত বিজয়ী নহে। যে আপনাকে জয় করিয়াছে সেই প্রকৃত বিজয়ী।

পাপ আমাকে আক্রমণ করিবে না, এই ভাবিয়া অসতর্ক থাকিও না। ফোটা ফোটা জলে জলপাত্র পূর্ণ হয়। অল্পে অল্পে অবশেষে নির্ব্বোধেরা পাপময় হইয়া যায়।

ধনবান বণিক যেমন বিপজ্জনক পথে গমন করে না,

যাহার বাঁচিয়া থাকিবার অভিলাষ সে যেমন বিষ ভক্ষণ করে না, তেমনি জ্ঞানীগণ পাপ কার্য্যের অনুসরণ করেন না।

বাতাসের বিপক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিলে ধূলি যেমন ক্ষেপনকারীর দুর্দ্দশা করে, সেইরূপ যদি কেহ নিরীহ, পবিত্র ও নির্দ্দোষীর অপকার করে কৃত অপকার তাহার দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়া থাকে।

কাহাকেও কর্কশ কথা বলিও না—কর্কশ কথা বলিলে কর্কশ কথা শুনিতে হইবে। ক্রোধবাক্য যন্ত্রণাকর। আঘাত করিলে আঘাত সহ্য করিতে হইবে।

যেমন রাখাল যষ্টি দ্বারা গোপাল একত্র করে, সেইরূপ বয়স ও মৃত্যু মানব জীবন একত্র সংগ্রহ করে।

উলঙ্গ দেহ, জটা ধারণ, ভস্মলেপন, উপবাস, মৃত্তিকা-শয্যা তাহার মন পবিত্র করিতে পারে না যে বাসনাকে জয় করিতে পারে নাই।

সুশিক্ষিত অশ্বকে প্রহার করিলে তাহার দ্রুতগতি যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি জ্ঞানীলোক বিপদ পাকে বিশ্বাসের সহিত ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন।

এই পৃথিবী সর্ব্বদা দগ্ধ হইতেছে, তবে কেন এত হাস্য, এত আনন্দ? তোমরা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, কেন আলোক অন্বেষণ কর না?

যাহারা যৌবনে ধর্ম্মধন সংগ্রহ করে নাই তাহারা মৎস্য-শূন্য জলাশয় তীরবাসী বৃদ্ধ বকের ন্যায় প্রাণ হারাইবে।

যদি মানুষ আপনাকে প্রিয়জ্ঞান করে তবে সতর্ক হইয়া আপনাকে রক্ষা করুক।

অন্যকে যেরূপ হইতে উপদেশ দেও, নিজেও সেইরূপ হও যে আপনাকে বশীভূত করিয়াছে সে অন্যকেও বশীভূত করিতে পারে। আপনাকে বশ করাই কঠিন।

পাপ ও পুণ্য সকলই নিজের কৃত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে পারে না।

পৃথিবী জলবুদ্বুদ ও মরীচিকা সদৃশ। যে এই পৃথিবীকে তুচ্ছ করে মৃত্যু তাহাকে দেখিতে পায় না।

যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে আমরা তাহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া যেন সুখে বাস করি। যাহারা ঘৃণা করে তাহাদের মধ্যে যেন মুক্ত হইয়া বাস করি।

জয় হিংসা উৎপাদন করে, জিত সর্ব্বদাই অসুখী। যে জয় পরাজয় ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছে সেই সুখী।

কিছুতেই আসক্ত হইও না। প্রিয়বিচ্ছেদ দুঃখকর। যে কিছুতেই আসক্ত নহে, সে কিছুই ঘৃণা করে না সে বন্ধনমুক্ত হইয়াছে। ধাবমান শকটের ন্যায় উত্তেজিত ক্রোধকে যে সংযত করিতে পারে সেই প্রকৃত সারথি। অন্য লোকে কেবল বল্গা ধারণ করিয়া থাকে।

প্রেমবলে ক্রোধ জয় কর, মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গল জয় কর। নিঃস্বার্থতা দ্বারা স্বার্থ এবং সত্য দ্বারা মিথ্যা জয় কর।

সত্য বল। ক্রোধ করিও না। কেহ ভিক্ষা চাহিলে

তোমার যাহা আছে তাহার অংশ দান কর। এতদ্দ্বারা তুমি দেবতাতুল্য হইতে পারিবে।"

বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ধর্ম্মপথে থাকা কেমন সুখকর! অন্তরে দৃঢ় প্রোথিত বিশ্বাস কেমন সুখকর! জ্ঞান লাভ করা ও পাপ পরিষ্কার করাও কেমন সুখকর!

যে আমার অপকার করে, ক্রোধ না করিয়া আমি তাহাকে প্রেম দান করিব। সে আমার যত অপকার করিবে আমি তাহার তত উপকার করিব।

যে সর্ব্বদা আমোদাসক্ত, যে পরম জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করে না, সে ব্যক্তি মণি মুক্তা মিশ্রিত পঙ্কিল জলপূর্ণ পাত্রের ন্যায়। পাত্রের জল যতক্ষণ আলোড়িত হয়, ততক্ষণ মূল্যবান পদার্থগুলি দৃষ্টি পথে পতিত হয় না। সেইরূপ যতদিন হৃদয় মধ্যে আমোদ ও বাসনা প্রবল থাকে, ততদিন পরম জ্ঞানের সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না। যখন অগ্নি সন্তাপে জল উদ্বেলিত হইয়া উঠে তখন তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না, যতদিন রিপুগণ প্রবল থাকে ততদিন মহৎজ্ঞান উদয় হইতে পারে না।

বুদ্ধের দশোপদেশ।

(১) জীবহত্যা করিবে না। (২) যাহা দান করা হয় নাই তাহা গ্রহণ করিবে না। (৩) মিথ্যা কথা বলিবে না। (৪) মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না। (৫) পরদার হইতে বিরত থাকিবে। (৬) রাত্রিকালে কোন কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ

করিবে না। (৭) পুষ্প মালা পরিধান বা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। (৮) শয়ন করিতে হইলে ভূতলে মাদুর বিস্তার করিয়া শয়ন করিবে। (৯) নৃত্য, সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয় হইতে বিরত থাকিবে। (১০) স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহার করিবে না।

দশ মহাপাপ।

প্রাণহত্যা, চুরি, পরদার এই তিনটী শারীরিক পাপ। মিথ্যা কথা, পরনিন্দা, গালি দেওয়া, বৃথা বাক্যালাপ এই কয়েকটি বাচনিক পাপ। লোভ, ঈর্ষা, সংশয়বাদ এই কয়েকটি মানসিক পাপ।

পুত্র কন্যা ও পিতা মাতার কর্ত্তব্য।

পিতা মাতা পুত্রকন্যাগণকে পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত রাখিবেন; ধর্ম্ম, শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন; পুত্রকে উপযুক্ত কন্যার সহিত এবং কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহ দিবেন; আপনাদিগের সম্পত্তির অধিকারী করিবেন। পুত্র কন্যা পিতামাতার ভরণ পোষণ, পারিবারিক কর্ত্তব্য সম্পন্ন ও সম্পত্তি রক্ষা করিবে। পিতামাতার উত্তরাধিকারী হইবার উপযুক্ত হইবে, তাঁহারা পরলোক-গত হইলে ভক্তির সহিত তাঁহাদিগকে স্মরণ করিবে।

গুরু ও শিষ্য।

শিষ্য গুরুকে নিম্নলিখিত পঞ্চোপায়ে সম্মান করিবেন। শিষ্য গুরুর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবে; গুরুসেবা করিবে;

তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে; গুরুর অভাব দূর করিবে; তিনি যে উপদেশ দিবেন তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবে। গুরু শিষ্যকে স্নেহের সহিত যাহা মঙ্গলকর ও উপকারী তাহা শিক্ষা দিবেন; জ্ঞানকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিতে উপদেশ দিবেন; বিজ্ঞান ও বিদ্যা শিক্ষা দিবেন; শিষ্যের বন্ধুদিগের নিকট তাহার সুখ্যাতি করিবেন; শিষ্যকে সর্ব্বদা বিপদ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন।

স্ত্রী ও স্বামীর কর্ত্তব্য।

স্বামী স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহার সহিত সদয় ব্যবহার করিবেন; স্ত্রীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না; অন্যে যাহাতে স্ত্রীকে সম্মান করে স্বামী তদ্বিষয়ে যত্নবান হইবেন; স্ত্রীকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিবেন। স্ত্রী গৃহকার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিবেন; আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, অতিথি আসিলে তাহাদের সেবা করিবেন; স্ত্রী পতিব্রতা হইবেন, পরিমিত ব্যয়ী গৃহিণী হইবেন, স্ত্রী যাহা কিছু করিবেন তাহাতেই তিনি দক্ষতা ও পরিশ্রমশীলতার পরিচয় দিবেন।

বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য।

বন্ধু বন্ধুর সহিত সদালাপ করিবেন, তাঁহাকে উপঢৌকন দিবেন, তাঁহার উপকার সাধন করিবেন, তাঁহাকে আপনার সমান দেখিবেন, আপনার ঐশ্বর্য্যের অংশী করিবেন, তাঁহাকে বিপথগামী হইতে দিবেন না, বন্ধু অসাবধান হইলে

তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন, বন্ধু দরিদ্র হইয়া পড়িলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন না; তাঁহার পরিবারের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন।

প্রভু ও ভৃত্য।

প্রভু ভৃত্যের ক্ষমতানুসারে কার্য্য দিবেন, ভৃত্যকে ন্যায্য বেতন ও উপযুক্ত আহার দিবেন, তাহার রোগের সময় শুশ্রূষা করিবেন, উত্তম খাদ্য দ্রব্যের অংশ দিবেন, মধ্যে মধ্যে ভৃত্যকে ছুটী দিবেন। ভৃত্য প্রভুর অগ্রে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও প্রভু শয়ন করিলে শয়ন করিবে; প্রভু তাহাকে যাহা দিবেন তাহাতেই সে সন্তুষ্ট হইবে, এবং আনন্দের সহিত মনোযোগ দিয়া প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন ও তাঁহার প্রশংসা করিবে।

ভিক্ষু ও গৃহস্থ।

গৃহীগণ কার্য্য, বাক্য ও চিন্তায় ভিক্ষুর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবেন; সন্ন্যাসীগণ অতিথি হইলে তাঁহাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিবেন; সন্ন্যাসীদিগকে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করিবেন। সন্ন্যাসী গৃহীদিগকে পাপ হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিবেন, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিতে উৎসাহ দিবেন, তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহভাব প্রদর্শন করিবেন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন, তাঁহাদিগের সন্দেহ সকল দূর করিবেন, এবং তাঁহাদিগকে স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিবেন।

একাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধসমাজ।

প্রথমাবস্থায় যাহার ইচ্ছা হইত সেই সংঘ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিত। কালক্রমে নিয়ম হইল যাহারা যক্ষ্মা, মৃগী ও স্পর্শাক্রামক রোগ বিহীন, যাহারা দাস, ঋণী ও সৈন্য নহে; যাহারা পিতামাতার সম্মতি লাভ করিয়াছে তাহারাই ভিক্ষু শ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত। প্রথমাবস্থায় সংঘ প্রবেশ কালীন কোন অনুষ্ঠান করিতে হইত না, কেবল মস্তক মুণ্ডণ করিয়া, হরিদ্র পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সন্ন্যাস জীবন যাপন করিলেই হইত। অবশেষে সন্ন্যাস অবলম্বনের এক অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রণীত হইল। আটবৎসর বয়স না হইলে কোন গৃহী শিক্ষার্থী এবং বিংশবর্ষ বয়স না হইলে ভিক্ষুপদে অভিষিক্ত হইতে পারিত না। অভিষেক দিবসে অন্যূন দশজন ভিক্ষু মিলিত হইলে যাঁহারা দশবর্ষাধিক হইল সন্ন্যাসী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একজন সভাপতি পদগ্রহণ করেন। ভিক্ষুগণ বিস্তৃত মাদুরে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দুই শ্রেণীতে উপবেশন করিলে সভাপতি উহার একশ্রেণীর অগ্রভাগে স্থানগ্রহণ করেন। পদপ্রার্থী গৃহীবেশে ভিক্ষুর পরিধেয় হস্তে লইয়া উপস্থিত হন এবং একজন ভিক্ষু তাহাকে সকলের নিকট পরিচিত করেন। পদপ্রার্থী সভাপতিকে অভি-

বাদন ও কিঞ্চিৎ উপঢৌকন প্রদান করিয়া তিনবার শিক্ষার্থী হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। "প্রভু! আমার প্রতি দয় হইয়া এই বস্ত্রগ্রহণ এবং আমাকে অভিষিক্ত করুণ, যেন আমি দুঃখ হইতে মুক্ত হই এবং নির্ব্বাণ সম্ভোগ করিতে পারি।" সভাপতি বস্ত্রগ্রহণ করিয়া তাহার গলদেশে উহা ঝুলাইয়া দেন এবং এই সময়ে মানবদেহের ক্ষণ ভঙ্গুরত্ব প্রতিপাদক সূত্র উচ্চারণ করেন। পদপ্রার্থী অবসৃত হইয়া ভিক্ষুবেশ পরিধান করে এবং শীতোত্তাপ ও লজ্জা নিবারণ জন্য বস্ত্র পরিধান করিতেছে, এই মর্ম্মে একসূত্র আবৃত্তি করে। অবশেষে ভিক্ষুবেশে উপস্থিত হইয়া সভাপতির সম্মুখে জানুনত করিয়া উপবেশন করে এবং "বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি, ধর্ম্মম্ শরণম গচ্ছামি, সঙ্ঘম্ শরণং গচ্ছামি।" এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিয়া দশোপদেশ পালন করিতে প্রতিজ্ঞা করে। পদপ্রার্থী তৎপর দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতিকে অভিবাদন পূর্ব্বক চলিয়া যায়। শিক্ষার্থীগণ সংঘের সভ্য হইতে পারিত না।

শিক্ষার্থী যখন ভিক্ষু হইতে আকাঙ্ক্ষা করে, তখন পুনরায় গৃহীবেশে পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। তৎপর প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সভাপতিকে অভিবাদন করিয়া উপহার দেয় এবং তাঁহাকে তিনবার গুরু হইতে প্রার্থনা করে। তিনি সম্মতি প্রদান করিলে গৃহের অপরদিকে চলিয়া যায় এবং এখানে তাহার গলদেশে ভিক্ষাপাত্র লম্বমান হয়।

তাঁহাকে ভিক্ষুপদে বরণ করিতে যিনি প্রস্তাব করিয়াছেন তিনি যাইয়া তাহাকে সভাপতির সম্মুখে লইয়া আসেন। অন্য এক সন্ন্যাসী পদপ্রার্থীর অপরদিকে দণ্ডায়মান হন। পদপ্রার্থী ইহাঁদিগকে তাহার নিজের ও গুরুর নাম বলে। তাহার ভিক্ষাপাত্র ও পরিধেয় আছে, তাহার যে সন্ন্যাসী হওয়ার উপযোগীতা আছে এই কথাও প্রকাশ করে। ইহাঁরা সমাগত সকলকে তাহা অবগত করেন। তাহাকে গ্রহণ করিতে সকলে সম্মতি দিলে পদপ্রার্থী অগ্রসর হইয়া জানু অবনত করিয়া তিনবার অভিষেকের জন্য প্রার্থনা করে, "ভিক্ষুগণ! আমি সংঘের নিকট প্রবেশ লাভের প্রার্থনা করি, আমাকে দয়া কর, আমাকে হাতে ধরিয়া উঠাও।" পরীক্ষকগণ সকলকে পুনরায় পরীক্ষার ফল অবগত করেন, কাহারও কোন আপত্তি আছে কি না তিন বার জিজ্ঞাসা করেন, কেহ কোন আপত্তি না করিলে পরীক্ষকগণ সভাপতির নিকট মস্তক অবনত করিয়া বলেন যে "ক সংঘদ্বারা গৃহীত হইলেন, খ তাহার গুরু। সমাজ ইহাতে সম্মতি দিলেন এবং সেই জন্য মৌনী হইয়া আছেন।" নূতন শিষ্য গুরু সহিত এক মঠে বাস ও তাঁহার নিকট ধর্ম শিক্ষা করেন। গুরু তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন।

ভিক্ষুগণ দুপ্রহরের পর কঠিন দ্রব্য আহার করিতে পারেন না। মাদক দ্রব্য সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাঁহারা

রন্ধন করা আহার সামগ্রী সংগ্রহের জন্য মৃৎপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হন কিন্তু কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করেন না। যদি কেহ পাত্রমধ্যে কিছু প্রদান করে তিনি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া অপর দ্বারে গমন করেন—যদি কিছু না দেয় নিরুদ্বেগ ভাবে ভিন্ন দ্বারে উপস্থিত হন। ক্ষুধা নিবৃত্তির উপযুক্ত আহার সংগ্রহ হইলে ফিরিয়া গিয়া অনাসক্ত হইয়া আহার করেন। আহারের পূর্ব্বে তাহারা এই চিন্তা করিয়া থাকেন: "তোমার আহার দ্রব্য গ্রহণ কর, ইহাকে ধূলির সমান মনে কর, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া বল মৃত্তিকা মৃত্তিকায় অর্পণ করিলাম।"

অরণ্যবাস সাধনার অনুকূল জানিয়া বুদ্ধ শিষ্যদিগকে ধর্ম্মসাধনের সময় নির্জ্জন বনে গমন করিতে অনুরোধ করিতেন। সাধারণতঃ ভিক্ষুগণ উদ্যানে বাস করিতেন কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতার সহিত যতই বিহার নির্ম্মিত হইতে লাগিল ভিক্ষুগণ সচরাচর তাহাতেই বাস করিতেন। বর্ষাকাল নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে যাপন করিতেন। শরৎকালে নানা স্থান পরিভ্রমণে বহির্গত হইতেন। ভিক্ষুগণ পরিত্যক্ত চীবর খণ্ড ছিন্ন করিয়া তদ্দ্বারা অন্তর বাসক ও সংঘাতি নামক দুইখানি নিম্ন পরিধেয় ও উত্তরা-সঙ্গ নামক উপরের পরিধান করিবার বস্ত্র প্রস্তুত করিত। এই সকল বস্ত্র হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লইত। কেহই এতদপেক্ষা অধিক বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিত না।

কৌমার্য্য ব্রত ভিক্ষুর অবশ্য পালনীয় নিয়ম। বিবাহিত ব্যক্তি ভিক্ষু হইলে স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া আসিত। দারিদ্র্য ব্রত ভিক্ষুদিগের আর একটী নিয়ম। ভিক্ষু হইতে হইলে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে হইত।

ভিক্ষুদিগের নিকট প্রতি মাসে দুইবার প্রাতিমোক্ষ পঠিত হইত। কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে এই সময়ে তাহারা স্বতঃ স্বীকার করিত। লঘু পাপের শাস্তি স্বরূপ বিহারের অঙ্গনভূমি সম্মার্জ্জন বা বোধি বৃক্ষমূলে ধূলি আস্তরণ করিতে হইত কিন্তু কেহ ব্যভিচার চুরি, প্রাণহত্যা ও আর্হত্ব ভাণ করিলে সে ভিক্ষুশ্রেণী হইতে তাড়িত হইত। কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিলে সমাজ সম্মিলিত হইয়া তাহার নিষ্পত্তি করিত।

শিক্ষার্থীগণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রো-ত্থান করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিবে। সম্মার্জ্জনী হস্তে বিহার ও বোধি তরুতল পরিষ্কার করিবে, পানীয় জল আনয়ন করিয়া ছাকিয়া রাখিবে। তৎপর কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া সঙ্ঘের নিয়মাবলী স্মরণ করিবে, বুদ্ধের গুণ ও নিজের কলঙ্ক মনে করিয়া চৈত্য ও বোধি দ্রুম পুষ্প দ্বারা সাজাইবে। তৎপর উপাধ্যায়ের সঙ্গে ভিক্ষা সংগ্রহে বাহির হইবে এবং ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পদ প্রক্ষালনের জন্য জল দিবে ও ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য তাঁহার সম্মুখে রাখিবে। আহার সমাপনান্তে পাত্র ধৌত করিবে। তৎপরে বুদ্ধের আরা-

পনা এবং সর্ব্বজীবে দয়া ও স্নেহ অনুধাবন করিবে। তৎপর ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, শিক্ষা বা নকল করিবে। সন্ধ্যান্ত সময়ে পুনরায় পবিত্র স্থানগুলি পরিষ্কার করিবে এবং প্রদীপ জ্বালাইয়া উপাধ্যায়ের উপদেশ শ্রবণ ও শিক্ষিত পাঠ আবৃত্তি করিবে। কোন অপরাধ করিলে তাহা এই সময়ে গুরুর নিকট স্বীকার করিবে। শিক্ষার্থীর যাহা আছে তাহাতেই সন্তোষচিত্ত থাকিবে। ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত রাখিয়া ধর্ম্ম ভাবে দিন দিন উন্নত হইবে।

উপাধ্যায়গণ সামান্য কার্য্য হইতে মুক্ত হইয়া মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিবেন। তাঁহারা কখনও মৈত্রীভাবনায় নিযুক্ত হইতেন। এই সময়ে সর্ব্ব জীবের বিষয় চিন্তা ও তাহাদের সুখ ইচ্ছা করিতেন; নিজের মুক্তিসুখ ও সেই সুখ যাহাতে সর্ব্ব প্রাণীতে বিস্তৃত হয় ও শত্রুগণও যাহাতে সুখী হইতে পারে, সেই আকাঙ্ক্ষা করিতেন। শত্রুর গুণ চিন্তা ও শত্রুগণ হয়তঃ পূর্ব্ব জন্মে তাহার পিতা কি বন্ধু ছিলেন এই চিন্তা করিয়া তাহার মঙ্গল কামনা করিতেন। কখনও তাঁহারা করুণা ভাবনায় নিযুক্ত হইতেন। এই সময় দুঃখ সন্তপ্ত সকল প্রাণীকে স্মরণ করিয়া তাহাদের দুঃখের অবস্থা উপলব্ধি করিতেন এবং এই উপায়ে দুঃখীর জন্য দুঃখ উদ্দীপিত করিতেন। কখনও বা তাঁহারা মুদিত ভাবনা করিতেন। এই সময়ে অপরের সুখ ও উন্নতিতে নিজে সুখী হইতেন।

কখনও অশুভভাবনায় নিরত হইয়া শরীরের অপবিত্রতা ও পীড়ার ভীষণতা চিন্তা করিতেন। এবং শরীর অনিত্য জানিয়া তাহার সুখের প্রতি উদাসীন হইতেন। কখনও উপেক্ষা ভাবনা করিতেন। এই সময়ে ক্ষমতা ও নির্যাতন, প্রেম ও হিংসা, ধন ও দারিদ্র্য, যশ ও ঘৃণা, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা, সৌন্দর্য্য ও জরা সকল বিষয়ে সমান উপেক্ষা হইত; মন একের জন্য লালায়িত ও অপরের প্রতি বীতরাগ হইত না। সর্ব্ব বিষয়ে অনুরাগ বিহীন হইত।

মানসিক বৃত্তিগুলির সমুৎকর্ষ সাধন করিতে বুদ্ধদেব কি-স্বরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৌদ্ধ গল্প।

কৃশাগৌতমী।

শ্রাবস্তি নগরে এক কৃপণ ধনী বাস করিত। একদিন তাহার সমুদয় ধন অঙ্গার হইয়া গেল। ধনী অর্থ শোকে মৃতপ্রায় হইল, বন্ধুজন আসিয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন তোমার ধন অঙ্গারবৎ অকর্ম্মণ্য ছিল, একটী পয়সাও কাহাকে দান কর নাই, সে অকর্ম্মণ্য অর্থের জন্য আর কেন রোদন কর? তোমার ধন অঙ্গাররূপে পরিণত হইয়াছে কিন্তু সাধুলোকের চক্ষে এখনও তাহা ধন রূপে প্রতীয়মান হইবে। তুমি অঙ্গারগুলি সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাও, যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন সাধুর আগমন হয়, তাহার স্পর্শে অঙ্গার স্বর্ণ হইয়া যাইবে। ধনী অঙ্গার রাশি স্তুপীকৃত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে বসিল, কত লোক তাহাকে বিদ্রূপ করিল, অবশেষে কৃশাগৌতমী নাম্নী এক অনাথ দরিদ্র কন্যার স্পর্শে অঙ্গার স্বর্ণ হইয়া গেল। ধনী মহানন্দে স্বীয় পুত্রের সহিত কৃশার বিবাহ দিল। কৃশার আজন্ম ক্লেশ ঘুচিয়া গেল। বিবাহের চারিবৎসর পর সে এক পুত্র লাভ করিল। মনে ভাবিল আর দুঃখের মুখ দেখিতে হইবে না। কিন্তু এ জগতে চিরদিন সমান যায় না। পুত্রটি যখন এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে সমর্থ

হইল। এমন সময় নিষ্ঠুর কাল তাহাকে মাতার কোল শূন্য করিয়া কাড়িয়া লইল। মাতা পাগলিনী হইয়া মৃত পুত্র বক্ষে লইয়া দ্বারে দ্বারে মৃতসঞ্জিবনী ঔষধের অন্বেষণ করিতে লাগিল।

একদিন কৃষ্ণার সহিত এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাক্ষাৎ হইল। সাধু দেখিয়া কৃষ্ণা তাহার নিকট ঔষধ ভিক্ষা করিল। ভিক্ষু ভাবিল "এই রমণী মায়াবদ্ধ হইয়া কি ক্লেশ পাইতেছে।" তাহাকে বলিল "মরা মানুষ বাঁচাইতে পারে এমন ঔষধ জানি না। তুমি বুদ্ধের নিকট গমন কর তিনি তোমাকে উপযুক্ত ঔষধ দিবেন।" কৃষ্ণা বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া ঔষধ চাহিল। বুদ্ধ বলিলেন "হাঁ! আমি ঔষধ জানি কিন্তু আমাকে কতকটি সরিষা দিতে হইবে।" এই সামান্য দ্রব্যের নাম শুনিয়া কৃষ্ণার মুখ প্রফুল্ল হইল। তখন বুদ্ধ বলিলেন "যাও, যে গৃহে কখনও কেহ মরে নাই এমন গৃহ হইতে সরিষা লইয়া এস।" কৃষ্ণা মৃতপুত্র কক্ষে লইয়া দ্বারে দ্বারে গমন করিল। সমুদয় নগর অন্বেষণ করিয়াও এমন গৃহ পাইল না যেখানে মৃত্যু তাহার বিষদন্ত বিদ্ধ না করিয়াছে। স্বীয় স্বীয় আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু শোকে অধীর হইয়া সকলেই বলিল 'মা। তুমি কি বলিতেছ! জীবিত লোকের সংখ্যা কত অল্প! মৃত লোকই অধিক।" সরিষা অন্বেষণ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল—কৃষ্ণার শরীর অবসন্ন হইল. সে নিরাশ মনে উদাস প্রাণে নগরের বাহিরে

বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার আগমনে সার ঘরে দীপা-লোক প্রজ্জ্বলিত হইল—রাত্রি গভীর হইয়া আসিল দীপ-গুলি একে একে নিবিয়া গেল। তখন বুদ্ধ তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন "দেখ মানব জীবন ঐ দীপালোকের ন্যায়। তাহারা কিয়ৎকালের জন্য জ্বলিয়া উঠে ও আলো বিস্তার করে এবং অবশেষে গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া যায়।" কৃশার চৈতন্য হইল—পুত্রকে বক্ষচ্যুত করিয়া অরণ্য মধ্যে নিক্ষেপ করিল। সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধের শিষ্য হইল।

বিপথগামী পুত্র।

এক উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র ধনীর পুত্র গৃহ হইতে বহু ধন রত্ন লইয়া দূর দেশে পলাইয়া যায়। সে ধনীর একমাত্র পুত্র, ধনী দেশ বিদেশে তাহার অন্বেষণ করিল কোথাও তাহাকে পাইল না। পুত্র অল্প দিনেই অর্থগুলি ক্ষয় করিয়া বিদেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। অনেক দিন পর বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া সে ভিক্ষুকবেশে পিতার গৃহে উপস্থিত হইল। পিতা দূর হইতে পুত্রকে দেখিয়া ভাবিলেন যদি ইহাকে এখনই সমুদয় ধন ভোগ করিতে দি, তবে পুনরায় কলুষিত চরিত্র হইবে। ইহার মনকে ক্রমে ভাল করিয়া তৎপরে উত্তরাধিকারী করিব। ছিন্নবাস পুত্র পিতার গৃহের অতুল ঐশ্বর্য্য ও লোক জন দেখিয়া ভয়ে দৌড়িয়া পুরীর বাহির হইল। সে ভাবিল, "এখই গরিবের গৃহ, যদি আমি রাজ-

প্রাসাদে প্রবেশ করি, হয়ত চোর বলিয়া এখনই আমাকে কারাগারে পাঠাইবে।” পিতা তাঁহার পশ্চাতে লোক পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিলেন। সে আপনার নিজের বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে রাজভবনে উপস্থিত হইবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পিতা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পুত্র সত্তর লোকের ন্যায় সে গৃহে খাটিতে লাগিল। পিতা প্রতিদিন তাহার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। যখন দেখিলেন পুত্র দুঃখের কশাঘাতে শিক্ষা লাভ করিয়াছে তখন এক দিন পুত্রকে সর্ব্ব জন সমক্ষে ডাকিয়া বলিলেন “তুমি আমার সেই গৃহত্যাগী পুত্র, এস আমার ধন ঐশ্বর্য্য তুমি অদ্য হইতে গ্রহণ কর।” পুত্র দুঃখে পড়িয়া যে শিক্ষা পাইয়াছিল আর তাহা বিস্মৃত হইল না।

আনন্দ।

এক দিন আনন্দ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কূপের নিকট মাতঙ্গ নাম্নী জনৈক নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট জল চাহিলেন। মাতঙ্গ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া জল দিতে সঙ্কুচিত হইল। আনন্দ বলিলেন “মাতঃ আমি তোমার জাতি ভিক্ষা করি না। আমি জল ভিক্ষা করিতেছি।” আনন্দের অসাধারণ উদার ব্যবহারে মাতঙ্গ চমৎকৃত ও মোহিত হইল ও আনন্দের চরণে প্রাণ বিক্রয় করিল। আনন্দের প্রণয়িনী হইবার জন্য মাতঙ্গ আপনার প্রাণের ক্লেশ বুদ্ধকে

জানাইল। বুদ্ধ বলিলেন "সন্ন্যাসীর প্রণয়িনী হওয়া সহজ কথা নহে। তুমি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান, সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ ও অনাবৃত স্থানে বাস করিতে পারিবে ?" বালিকা দেখিল সে এত ক্লেশ সহিতে পারিবে না সুতরাং তাহার আনন্দকে পাওয়া হইল না। কিন্তু নীচ জাতির প্রতি আনন্দের করুণ ব্যবহার সে ইহ জন্মে বিস্মৃত হইল না।

উপগুপ্ত।

মথুরানগরে বাসবদত্তা নামে এক পরম সুন্দরী বার-বনিতা বাস করিত। সে এক দিন বুদ্ধের উপগুপ্ত নামক এক শিষ্যের মনোমোহন মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। উপগুপ্ত বলিলেন "সে সময় এখনও আসে নাই যখন আমি তাহার নিকট যাইতে পারি।" বাসবদত্তা বার বার লোক পাঠাইল, উপগুপ্ত প্রতিবারেই এই উত্তর করিতেন। কিয়দ্দিন পরে বাসবদত্তা অর্থ লোভে তাহার এক প্রণয়ীর প্রাণসংহার করে। তাহার হাত, পা নাক, কাণ কাটিয়া তাহার কবন্ধ সমাধিস্থ করিতে আদেশ হইল। হস্ত পদ ছিন্ন হইয়াছে এমন সময়ে উপগুপ্ত তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। উপগুপ্তকে দেখিয়া হতভাগিনীর প্রেমস্মৃতি জাগ্রত হইল, দাসীদিগকে ছিন্ন হস্ত পদ বসনাবৃত করিতে আদেশ করিল, বাসবদত্তা বলিল "যখন এই শরীর পদ্মের ন্যায় সৌরভান্বিত ও মণি-মুক্তায় জড়িত ছিল, তখন আমার প্রেম তোমাকে দিয়াছিলাম—এখন আমি হস্ত পদ বিহীন ও রক্ত কর্দ্দমে

জ্বলন্ত প্রাসাদ।

এক বৃদ্ধ ধনী, বয়স ভারে জীর্ণ শীর্ণ। তাহার বিশাল প্রাসাদ সময়স্রোতে হীনশ্রী হইয়াছে। সে বিস্তীর্ণ প্রাসাদের শত প্রকোষ্ঠে শত দাস দাসী ও বৃদ্ধের বহুসংখ্যক সন্তান সন্ততি। এই গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণের একটী মাত্র পথ। একদিন গৃহে আগুন লাগিল। সন্তানগুলি গৃহ মধ্যে মহানন্দে ক্রীড়া করিতেছিল। বৃদ্ধ ভাবিয়া আকুল। মনে করিল সন্তানগুলি ক্রীড়াতে উন্মত্ত এখন তাহাদিগকে ডাকিলে কখনও আসিবে না কিন্তু মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে গৃহ পুড়িয়া তাহারা প্রাণে মারা যাইবে। গৃহে আগুণ লাগিয়াছে এ কথা বলিলে তাহারা বিশ্বাস করিবে না, যদি বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিতে যাই ছুটিয়া পলাইবে। মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থির করিয়া বালকেরা খেলেনা প্রিয়, সুন্দর খেলেনা দিব বলিয়া আহ্বান করিলে এখনই দৌড়িয়া আসিবে। খেলানার আশায় তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিল, পিতা মহাহ্লাদে প্রতিশ্রুত খেলানা দান করিলেন।

এই সংসার রূপ প্রাসাদে মানব সন্তান কাম ক্রোধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গুলিদ্বারা দিবানিশি বেষ্টিত হইয়া আছে, ধর্ম্মের সহজ সত্যরূপ খেলানা দ্বারা এই অজ্ঞান মানবগণকে ইন্দ্রিয় দাহ হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

এক অন্ধ।

এক অন্ধ—সে বলিত পৃথিবী কখনও দেখা যায় না,

বলিয়া কোন পদার্থ নাই, চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী নাই। চক্ষুষ্মান্ লোকে বহুতর্কেও এই সমুদায় পদার্থের অস্তিত্বে তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিল না। অবশেষে কোন ঔষধ গুণে তাহার অন্ধত্ব ঘুচিল তখন সে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল। এখনও সে পদার্থের মূল কারণ বুঝিতে পারিল না। এক ধার্ম্মিক আসিয়া তাহাকে বলিলেন তুমি গর্ব্বিত ও অহঙ্কারী, তুমি এখনও অন্ধ। তুমি পদার্থের বাহির দেখ, ভিতর দেখিতে পাওনা। যাও মরু, বন বা গুহায় গমন করিয়া সকল তৃষ্ণার জয় কর।" অন্ধ এই-রূপে পদার্থের অস্তিত্ব ও অসারত্ব উপলব্ধি করিল।

কুণাল।

অশোকের কুণাল নামে এক পুত্র ছিল। কুণালের পরম রমণীয় চক্ষু, সে চক্ষু যে দেখিত সেই মোহিত হইত। কুণাল অল্প বয়সে কাঞ্চন নাম্নী এক বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। এদিকে অশোকের অন্তঃপুরচারিণী এক রূপবতী রমণী কুণা-লের প্রেমলাভার্থে উন্মত্তা হইল—কুণালকে বিপথগামী করিতে কত প্রয়াস পাইল কিন্তু কোন প্রলোভনেই কুণাল কাঞ্চনের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে স্বীকার করিল না। তিনি ঐ রমণীকে বলিলেন "তুমি পিতার অন্তঃপুরবাসিনী রমণী, তুমি মাতৃতুল্যা আমার প্রতি অন্যভাবে দৃষ্টি করিও না।" রমণীর প্রেম মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলীন হইল, প্রতিহিংসা

আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতে লাগিল—কুমারের সর্ব্বনাশ করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

ইহার অব্যবহিত পরে রাজা পীড়িত হইয়া কুমারের উপর রাজ্যভার দিতে বাসনা করিলেন। পূর্ব্বোক্ত রমণী ভাবিল যদি কুমার রাজা হন তবে আমার সর্ব্বনাশ। কুমারকে রাজা হইতে দিব না। সে রাজার যে পীড়া সেই পীড়াগ্রস্ত এক ব্যক্তিকে আনিয়া বিষ পান করাইল এবং তাহার মৃত্যুর পর উদর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইল এক প্রকাণ্ড কৃমি। আদা ও গোল মরিচ দিয়া দেখিল কৃমি মরিল না অবশেষে পেঁয়াজের রসে কৃমি মরিয়া গেল। রমণী রাজার নিকট গমন করিয়া বলিল আমি আপনার পীড়া আরোগ্য করিব কিন্তু আমাকে একটী বর দিতে হইবে। রাজা স্বীকার করিলেন এবং পেঁয়াজের রস পান করিয়া শীঘ্র আরোগ্য হইলেন। রমণী বর প্রার্থনা করিল যে সাতদিন সে রাজত্ব করিবে। রমণী রাজত্ব লাভ করিয়াই কুণালের দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহাকে ভিক্ষুকের বেশে দেশ হইতে নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিল। কুণাল নির্ব্বাসিত হইলেন, পত্নী কাঞ্চন স্বামীর সহিত গমন করিলেন। কুণাল সুন্দর বীণা বাজাইতে পারিতেন, বীণা বাজাইয়া সর্ব্বত্র কোন প্রকারে উদর পূর্ত্তি করিতেন। বহু পর্য্যটনের পর একদা পাটলিপুত্র নগরে রাজবাটীতে উপস্থিত

হইলেন। দ্বাররক্ষক ভিক্ষুক দেখিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। রাজা বীণাশব্দে চিনিতে পারিয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধের সহিত রমণীকে পুড়িয়া মারিতে আদেশ করিলেন। কুণালের আত্মচক্ষু বিকশিত হইয়াছে, তিনি রাজ পদে নিপতিত হইয়া বলিলেন অন্ধ হইয়াছি বলিয়া আমার কোন ক্লেশ নাই। রমণী চক্ষু উৎপাটন করিয়া আমার মিত্রের কার্য্য করিয়াছেন, আমার ধর্ম্ম চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, অতএব আমার অনন্ত জীবন দাতার প্রাণবধ করিবেন না।" শত্রুর প্রতি এই প্রকার প্রেমের দৃষ্টান্ত বৌদ্ধধর্ম্মে যথেষ্ট আছে।

কাশ্যপমাতা।

কাশ্যপের মাতা রাজগৃহের কোন বিখ্যাত ধনী বণিক কন্যা। বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মে তাহার অনুরাগ ছিল, পার্থিব বস্তুর অনিত্যতা ও অসারতা উপলব্ধি করিয়া পার্থিব বিষয়ে তিনি নিস্পৃহ ছিলেন। তিনি একদিন তাঁহার মাতাকে বলিলেন "মাতঃ! গৃহধর্ম্ম পালন করিতে আমার ইচ্ছা নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে আমার প্রাণ আকুল। আমাকে অনুমতি দেও আমি সন্ন্যাসিনী হই।"

মাতা বলিলেন "প্রাণাধিকে! তুমি এ গৃহের এক মাত্র কন্যা। তুমি কি সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিতে পার? এমন কথা মুখেও আনিও না।"

কন্যা বিবাহিত হইয়া স্বামীর সংসারে গমন করিলেন এবং ধর্ম্মাচরণে রত হইলেন। কালক্রমে তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইল কিন্তু তিনি ইহা বুঝিতে পারেন নাই।

একদিন নগরে উৎসব হইতেছে। নর নারী উৎসব সজ্জায় অলঙ্কৃত হইয়াছে কিন্তু তিনি প্রাত্যহিক পরিধেয় বসন পরিহিত হইয়া ইতস্ততঃ গমন করিতেছেন। স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রিয়ে! সকলেই আজ উৎসব বসন পরিধান করিয়াছে, তুমিই কেবল সামান্য বেশে রহিয়াছ।" "স্বামিন্! এ ক্ষণভঙ্গুর শরীর সজ্জিত করিয়া কি লাভ? এ শরীর দুঃখ ও শোকের কারণ, ইহা রোগের আবাস স্থান, ইহার ভিতরে অপবিত্রতা, বাহিরে অপবিত্রতা, মৃত্যু ইহার পরিণাম, শ্মশান ক্ষেত্র ইহার শেষ বিশ্রাম স্থান। এ শরীর অলঙ্কৃত করা আর সমাধি স্থান সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত করা কি তুল্য কথা নয়?" "প্রিয়ে! যদি শরীরকে পাপের আবাস স্থান মনে কর, তবে কেন তুমি সন্ন্যাসিনী হও না?" "স্বামিন্! যদি আজ্ঞা কর অদ্যই সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করি।"

গুণবান স্বামী স্ত্রীকে লইয়া দেবদত্তের অনুবর্ত্তিনী সন্ন্যাসিনী দলভুক্ত করিয়া দিলেন। কিয়ৎকাল পর নবীনা সন্ন্যাসিনীর আকৃতি দেখিয়া সকলে তাহাকে বলিল "তোমাকে গর্ভবতী বলিয়া মনে হয়। এ কি?" তিনি বলিলেন "আমি ইহার কিছুই জানি না। কিন্তু নিয়মিত রূপে ব্রত পালন

করিতেছিল। সন্ন্যাসিনীগণ তাহাকে লইয়া দেবদত্ত সমীপে উপস্থিত হইল এবং বলিল "গৃহাশ্রমী থাকার সময় কি সন্ন্যাসিনী অবস্থায় এ রমণী গর্ভবতী হইয়াছে। আদেশ করুন, আমরা ইহার সম্বন্ধে কি করিব।" যদি লোকে জানিতে পায় আমার অধীনস্থ এক সন্ন্যাসিনী সগর্ভা হইয়াছে তবে আমার নিন্দার পার থাকিবে না, এই ভাবিয়া দেবদত্ত আদেশ করিলেন "এই রমণীকে এখনই মঠ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেও।"

নবীনা সন্ন্যাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "অত ক্লেশে পর আমি মনের সাধে ধর্ম্ম পালন করিতে সুবিধা পাইয়াছি। আমাকে ইহা হইতে বঞ্চিত করিও না। জেতবনে আমাকে বুদ্ধের নিকট লইয়া যাও, তাঁহার বিচারে যাহা হয় তাহাই আমার শিরোধার্য্য। দেবদত্ত বুদ্ধ নহেন। তাঁহার নিকট আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি নাই।" সন্ন্যাসিনীগণ তাহাকে লইয়া জেতবনে গমন করিল। বুদ্ধ সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন "গৃহাশ্রমী থাকার সময় এ রমণী সগর্ভা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পাছে লোকে বলে দেবদত্ত যাহাকে দুষ্টা বলিয়া দূর করিয়া দিল গৌতম তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার প্রতিষেধের জন্য এ রমণীর বিষয় রাজা ও রাজমন্ত্রীদিগের সম্মুখে নিষ্পত্তি হওয়া শ্রেয়ঃ।

পর দিন কোশল রাজ্যের রাজা প্রসন্নজিৎ, মহিলা বিশাখা প্রভৃতি সকলে সমবেত হইলে বুদ্ধ উপালীকে

ঐ রমণীর বিষয় অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। উপালী বিশাখাকে তাঁহার সম্মুখে আহ্বান করিয়া বলিলেন "যাও জানিয়া এস কোন্ দিন এই রমণী ... অবলম্বন করিয়াছে এবং তাহার ... কি পশ্চাতে সন্তান হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ কর।" বিশাখা গোপনে সকল অনুসন্ধান করিয়া সর্ব্বজন সম্মুখে বলিল "এই রমণীর গৃহাশ্রমে থাকার সময় গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে।" সভাস্থ সকলে রমণীকে নির্দ্দোষী বলিয়া অভি-প্রায় ব্যক্ত করিল। এই গর্ভে কাশ্যপের জন্ম হয়। একদিন রাজা এই শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া বলিলেন সন্তান পালনে সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত হইবে অতএব এই শিশুকে লইয়া ... রাজপরিবারে ইহাকে প্রতিপালন করিব। কালক্রমে কাশ্যপ সন্ন্যাসী হইল এবং বাগ্মীতার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

পশুবধ।

বুদ্ধের সমকালে দেবতার সম্মানের জন্য বহু সংখ্যক পশু ... হইত। একদিন সন্ন্যাসীগণ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল "মৃত ব্যক্তির আহারের জন্য এই প্রকার পশুবধ করিয়া কি কোন লাভ আছে?" বুদ্ধ বলিলেন "আমরা যেন ঐ দুষ্কার্য্য করিয়া কলঙ্কিত না হই। জীবিত পশুবধ করিয়া কখনও কাহারও সদ্গতি হয় না। এ নৃশংস প্রথা পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ছিল না। ইহা নব প্রচলিত হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি একটি গল্প বলিলেন। ব্রহ্মদত্ত যখন কাশীর রাজা ছিলেন তখন

এক দ্বিবেদী ব্রাহ্মণ এক ছাগ ক্রয় করিয়া শিষ্যদিগকে বলিল, এই ছাগ নদী জলে স্নান করাইয়া ও পুষ্পমালায় সাজাইয়া লইয়া এস। আজ তাহার পূর্ব্ব দুষ্কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া সমুদয় দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে এই মনে করিয়া ছাগ আনন্দিত হইল। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ জীব বধ করিয়া ছাগের দুঃখ নিজ মস্তকে বহন করিবে এই ভাবিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। শিষ্য এই আনন্দ ও ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসু হইল। ছাগ ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়া বলিল "পূর্ব্বজন্মে আমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলাম। কিন্তু মৃত ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য এক ছাগ বধ করিয়াছিলাম, সেই অপরাধে ৪৯৯ জন্ম ধারণ করিয়াছি এবং প্রতিবার আমার মস্তক ছেদন হইয়াছে। এইবার মস্তক ছেদন হইলেই আমি উদ্ধার পাইব এই জন্য আমার আনন্দ হইতেছে, কিন্তু আমার প্রাণ বধ করিলে তোমাকে আমার ন্যায় ভুগিতে হইবে এই জন্য ক্লেশ হইতেছে।" ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া ছাগ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া ছাগের মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। তখনি সর্ব্বজন সম্মুখে তরুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিলেন "যদি লোকে জানিত জীব বধ হইতে এই দুর্গতি হয়, তবে আর কেহ জীবের প্রাণনাশ করিত না। যে কেহ জীব বধ করে তাহারই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

উন্নতি ও অবনতি।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর বর্ষাকালে তাঁহার উপদেশ গুলি প্রণালী বদ্ধ করিবার জন্য বৌদ্ধদিগের এক মহাসভা আহুত হয়। রাজগৃহের সন্নিকটবর্ত্তী বৈভার পর্ব্বতের সপ্তপর্ণী গিরিগুহায় এই সভা সম্মিলিত হয়। অজাতশত্রু বহু ব্যয় করিয়া সভাস্থান সজ্জিত করিয়া দেন। ৫০০ ভিক্ষু সমবেত হইলে মহাকাশ্যপ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সমবেত ভিক্ষু সমস্বরে গিরিকন্দর কম্পিত করিয়া গুরুর উপদেশ গান করিলেন; তৎপর উপালী দণ্ডায়মান হইয়া বিনয় এবং আনন্দ ধর্ম্মসূত্র আবৃত্তি করিলেন। সাত মাস পর্য্যন্ত এই সভার কার্য্য চলিয়াছিল এবং এই সময়েই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র স্থিরীকৃত হয়। এই মূলসূত্র বহুদিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ শিরোধার্য্য করিয়া আসিতেছিল। ক্রমে এমন একদল লোক প্রস্তুত হইল যাহারা সে সকল নিয়ম গ্রাহ্য করিতে সম্মত হইল না। প্রথম সভার একশত বৎসর পরে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় মহাসভা আহুত হয় এবং যশ তাহার সভাপতি হন। এই সভায় ৭০০ শত ভিক্ষু আটমাস পর্য্যন্ত বিবিধ তর্ক বিতর্কের পর আদিম নিয়ম গুলি পালনীয় বলিয়া স্থির করিলেন, প্রতিপক্ষ দল এই নিষ্পত্তি গ্রাহ্য না করিয়া আর এক

সভা আহ্বান করিল। এই সভায় বহুসংখ্যক ভিক্ষু উপস্থিত থাকিয়া ভিন্ন দল সংগঠন করিল। এই সময় হইতে বৌদ্ধগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া গেল। এই দুইদল হইতে বৌদ্ধগণ ক্রমে অষ্টাদশ শাখায় ছিন্ন বিছিন্ন হইয়াছে। ইহার পর খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মহা রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অজাতশত্রু উজ্জীয় রাজ্য, কপিল বস্তু ও কোশল রাজ্য জয় করিয়া মগধের প্রাধান্য স্থাপন করেন। এই হইতে মগধরাজ মহাপরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ৩২৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবাসীর শৌর্য্য ও বিক্রম দেখিয়া, ভারত জয় অসম্ভব মনে করিয়া বিয়াস নদী তীরে আপনার বিজয়ী সেনাদলের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার শিবিরে মগধ হইতে পলায়িত চন্দ্রগুপ্ত নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আরো অগ্রসর হইতে উত্তেজিত করিল। আলেকজাণ্ডার তাহার চরিত্রে অপ্রসন্ন হইলেন। পলাতক শিবির হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। ইহার পর চন্দ্রগুপ্ত আপনার ক্ষমতা বলে পঞ্জাববাসী কয়েকটী জাতির উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করিল। ৩১৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মগধরাজ নন্দ হত হইলেন। পর বৎসর চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবপ্রান্তবাসী লুণ্ঠনকারী সেনা সহায়ে মগধ বিজয় করিয়া পাটলিপুত্র অধিকার করিলেন। পঞ্জাব হইতে বর্ত্তমান পাটনা পর্য্যন্ত গ্রীক ও ভারতবাসী সকলে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল।

চন্দ্রগুপ্ত ৩১৩ হইতে ২৯১ খৃষ্ট পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি নীচবংশ জাত ছিলেন। সুতরাং জাতি বিচ্ছেদ উৎপন্ন হইয়া সকল জাতি সমান হইয়া যায় এই ইচ্ছা পোষণ করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণ প্রধান রাজ্যে জাতিভেদ বিলোপী বৌদ্ধগণ পদে পদে নিগৃহীত হইতেন কিন্তু বিপুল মগধ-রাজ্যে আর তাঁহাদের সে আশঙ্কা রহিল না। বৌদ্ধভিক্ষুগণের সংসারে ভাবনার বিষয় কিছুই ছিল না। কি আহার করিবে, কি পরিধান করিবে এ চিন্তা আসিয়া তাহাদের উৎসাহ উদ্যম খর্ব্ব করিতে পারিত না। তাহারা আকাশের বিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন ও প্রফুল্ল মনে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। পেশোয়ার হইতে বঙ্গের সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত ভিক্ষুগণ মন খুলিয়া, প্রাণ খুলিয়া, নির্ম্মুক্ত ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের দৌরাত্ম্যে যাহারা হতপ্রাণ হইয়াছিল তাহারা জাগিয়া উঠিল। সাম্য মন্ত্রে ভারতবাসী বহুকালের জড়তা পরিহার করিয়া আবার কর্ম্মশীল হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ সময়ে জ্ঞানধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। বৌদ্ধ সময়ে নরনারী নির্ব্বিশেষে, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই জ্ঞান বলে ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। একে ভিক্ষুদিগের অদ্বিতীয় ত্যাগস্বীকার ও অদম্য উৎসাহ তাহাতে রাজানুগ্রহ মিশিত হইয়া সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মের জয় ধ্বনিতে পরিপূর্ণ করিল।

চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপুত্র বিন্দুসার বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই। বিন্দুসার পুত্র অশোকও বাল্যকালে অত্যন্ত দুঃশীল ছিলেন। ২৫০ খৃঃ পূঃ রাজপদে অভিষিক্ত হইলেও তাঁহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা হইয়া চণ্ডগিরিক নামক একজন ক্রূর প্রকৃতি দুরাত্মাকে বৌদ্ধদিগের প্রাণবধের জন্য নিয়োজিত করেন। কে জানিত এই অশোক আবার বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিবে? কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। সমুদ্র নামক এক ধনবান বণিকপুত্র দস্যুহস্তে পড়িয়া পিতৃহীন ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়েন। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়া নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে একদা চণ্ডগিরিকের ভবনে সমাগত হইলেন। চণ্ডগিরিক তাঁহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সন্ন্যাসী যোগবলে আত্মরক্ষা করিল। ঘাতক বিস্মিত হইয়া অশোককে এই সংবাদ দিল। অশোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুর বশীভূত হইয়া গেলেন। ধর্ম্মের প্রভাবে কি হয় অশোকের জীবন তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দুঃশীল, অনুদার, নিষ্ঠুর অশোক যিনি রাজ্যলাভের জন্য নিজ হস্তে স্বীয় আত্মীয় স্বজনের শিরশ্ছেদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি নবজীবন লাভ করিয়া এমন উদারতা, সমদর্শিতা ও ন্যায়পরতানুসারে রাজত্ব করিতে লাগিলেন যে তাঁহার তুলনা দিবার স্থান এজগতে মিলে না।

তিনি ২৫৭ খৃঃ পূঃ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া উপগুপ্ত নামক বৌদ্ধ যতির নিকট ধর্ম্ম শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ধর্ম্মকার্য্য ও ধর্ম্মপ্রচারে রাজ্যের বিপুল সম্পত্তি নিয়োগ করিলেন। বিহারে বিহারে চৈত্যে চৈত্যে দেশ ছাইয়া গেল এবং সেই হইতে তাঁহার রাজ্য বেহার নাম প্রাপ্ত হইল। বিধিমতে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য তিনি ২৪৪ খৃঃ পূঃ পাটনা নগরে বৌদ্ধ মহাসভা আহ্বান করিলেন। বহুলোক ভিক্ষুবেশ অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধ মতগুলি প্রকৃত ধর্ম্মমত বলিয়া প্রচার করিতেছিল। এই মহাসভায় সহস্র ভিক্ষু সমবেত হইয়া প্রকৃত বৌদ্ধমত নির্দ্ধারণ করিলেন। মদগালিপুত্র এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। সাধারণে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য পেশোয়ারের পশ্চিমবর্ত্তী উস্মফজাই উপত্যকা হইতে পূর্ব্বে উড়িষ্যার উপকূল ও দক্ষিণে কাটিবার পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগে স্তম্ভে, শৈলগাত্রে বা গিরিগুহায় ধর্ম্মমত সমুদয় পালিভাষায় খোদিত করিয়া দিলেন। কথিত আছে চৌরাশি সহস্র ধর্ম্মানুশাসন তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখনও তাহার চল্লিশটি বর্ত্তমান আছে। অনুশাসন পাঠে জানা যায় যে অশোক কোথাও বলিতেছেন "আমি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জন্য বিবিধ প্রকারে প্রার্থনা করি তাহারা যেন আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চিরপরিত্রাণ লাভ করে।" * কোথাও বলি-

* দিল্লী স্তম্ভ অনুশাসন।

না করা, পিতা মাতার প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন ও ধার্ম্মিক দিগের প্রতি সম্মান ইহাই সৎকার্য্য। ধর্ম্ম পালন করাও তেমনি সৎকর্ম্ম।" * কোথাও বলিতেছেন, "যদ্দারা পৃথিবীতে করুণা ও উদারতা, সত্য ও পবিত্রতা, দয়া ও সাধুতা বৃদ্ধি হয় তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মভাব, তাহাই সকল ধর্ম্মোপদেশের সার।" †

কোথাও বলিতেছেন "ধর্ম্মই পরম শ্রেষ্ঠ পদার্থ। সৎকার্য্য করা, অকার্য্য না করা, করুণা ও উদারতা, পবিত্রতা ও সততা ইহাই ধর্ম্ম। এই সকলই আমার নিকট পবিত্রতা লাভের উপায়। অন্য কোন দান বা দয়া, ধর্ম্ম দানের সহিত তুলনা হয় না।" ‡ কোথাও বলিতেছেন "অপরাধী আমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে না। প্রাণদণ্ডার্হ ব্যক্তি নির্ব্বাসন দণ্ড পাইবে। রাজপথে মনুষ্য হত্যাকারী সে ধনী হউক কি নির্ধন হউক বিশেষ তিন দিবস আমা কর্ত্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেনা।"(১) কোথাও বলিতেছেন "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী ইচ্ছা করেন সন্ন্যাসীগণ যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন, তাহারা যেন কোথাও উৎপীড়িত না হন।"(২) কোথাও বলিতেছেন "দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী ভিক্ষু অথবা গণক প্রভৃতি সকলের

* বারণফ প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যক শৈল অনুশাসন।
† প্রিন্‌সেপ প্রকাশিত ৭ম সংখ্যক দিল্লী অনুশাসন।
‡ প্রিন্‌সেপ প্রকাশিত ৯ম সংখ্যক দিল্লী অনুশাসন।
(১) প্রিন্‌সেপ প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যক দিল্লী অনুশাসন।
(২) বারণফ প্রকাশিত ৭ম শৈল অনুশাসন।

ধর্ম্মকেই সম্মান করেন। সকলেরই নিজধর্ম্ম মতকে সম্মান করা উচিত কিন্তু অপরের ধর্ম্ম মতের নিন্দা করা উচিত নহে। * * কেহ নিজ ধর্ম্মের সম্মান ও মহত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য অপরের ধর্ম্মের নিন্দা করে, আমি বলি সে ব্যক্তি তাহার নিজ ধর্ম্মের ক্ষতি করে; এই জন্য ধর্ম্ম বিষয়ক সম্মিলনই অতি শ্রেষ্ঠ।"* কোথাও বলিতেছেন "যাহারা ক্রীতদাস ও নিপীড়ন সহ্য করে, তাহারা এই মুহূর্ত্ত হইতে রাজ্যদেশে সর্ব্ব প্রকার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইল।" †

যে বৎসর বৌদ্ধ সমিতি আহুত হয়, সেই বৎসর ধর্ম্ম-প্রচার ও তাহার পবিত্রতা রক্ষার জন্য "ধর্ম্ম মহামাত্র" উপাধি দিয়া এক জন মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে রাজবর্ত্মের পার্শ্বে শত সহস্র জলাশয় খনিত ও বৃক্ষ রোপিত হইল। মনুষ্য ও পশুর উপকারের জন্য রাজ্যমধ্যে সাধারণ চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল, বিশেষ লোক নিযুক্ত হইয়া ঔষধের গুণাগুণ নির্ণয়ে ব্যস্ত হইল। সাধারণ চিকিৎসালয় স্থাপনের দৃষ্টান্ত বৌদ্ধ ভারতেই প্রথম দেখা যায়। বালক ও স্ত্রীলোকের শিক্ষা বিস্তার ও সাধারণের নীতি পর্য্যবেক্ষণের জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত হইল। কথিত আছে অশোক ধর্ম্ম প্রচারের জন্য চৌষট্টি সহস্র ভিক্ষু নিযুক্ত করেন। তাঁহারা দিকদিগন্তে প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধ

* কারণক প্রকাশিত ১২ শ শেল অনুশাসন।
† ১ম ধৌলি অনুশাসন।

ধর্ম্মের বিজয়ভেরী নিনাদিত করেন। তাহারা পর্ব্বত কানন উল্লঙ্ঘন করিয়া সভ্য অসভ্য দেশে গমন করিয়া প্রেমবলে তাহাদিগকে জয় করেন। প্রচারকগণ পশ্চিমে গ্রীস, মিসর * দক্ষিণে সিংহল, উত্তরে তাতার ও কোরিয়া ও পূর্ব্বে চীন প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল। ২৪৫খৃঃ অব্দে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও তৎপর তাঁহার কন্যা সঙ্ঘমিত্রা ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হইয়া সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি অশোকের নাম বল্গা নদী হইতে মঙ্গোলিয় ও সাইবিরিযার সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত সম্মানিত হইয়া থাকে।

অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল কিন্তু ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম কখনও তিরোহিত করিতে সমর্থ হইল না। বৌদ্ধধর্ম্ম রাজকীয় ধর্ম্ম হওয়াতে যেমন চারিদিকে অনায়াসে বিস্তৃত হইল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি গুরুতর অনিষ্ট হইল। ভিক্ষুগণ প্রচুর ধন পাইয়াও রাজক্ষমতায় বলবান হইয়া অলস ও বিলাসী হইয়া পড়িল। ৫৯ খৃষ্টাব্দে কাণিস্কের রাজত্ব কালে চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসভা আহূত হয়। এই সভায় পঞ্চশত ভিক্ষু সমবেত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের তিন খণ্ড ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কাণিস্ক কাশ্মীরের রাজা ছিলেন কিন্তু তাহার রাজ্য ইয়ারকন্দ ও কোকান হইতে [illegible] ও সিন্ধু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

* ধৌলি ও গারনার অনুশাসন দেখ।

৪৫৭ খৃঃ অব্দে সিংহল হইতে ভিক্ষুগণ গমন করিয়া ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, ২০৭ খৃঃ পূঃ ভিক্ষুগণ পেগু নগরে গমন করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন পাটনা মহাসভার অব্যবহিত পরেই (২৪৪ খৃঃ পূঃ) ভিক্ষুগণ ব্রহ্মদেশে যাইয়া থাণ্টন নগরে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ৬৩৮ খৃঃঅব্দে শ্যাম দেশ বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করে। খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে প্রচারকগণ গমন করিয়া প্রথমতঃ জাবা এবং তৎপর বালি ও সুমাত্রাদ্বীপে ধর্ম্ম স্থাপন করেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে প্রচারকগণ চীন দেশে গমন করিতে আরম্ভ করেন এবং খৃষ্টাব্দের ৬৫ সনে বৌদ্ধধর্ম্ম উক্ত দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে তিব্বৎ, ও মধ্য এসিয়াতে বৌদ্ধধর্ম্ম আদৃত হয় এবং কণিসগণ কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত করে। ৩৭২ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া এবং তথা হইতে ৫৫২ খৃষ্টাব্দে জাপানে এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনেকের বিশ্বাস কলম্বস আমেরিকার আবিষ্কর্তা। নূতন মহাদ্বীপ যে এসিয়াবাসীদিগের নিকট অতি প্রাচীন কাল হইতে পরিচিত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান আছে। চীনের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় ৪৫৮ খৃষ্টাব্দে হিউ-উটির রাজত্বকালে কঁপেন হইতে পঞ্চজন বৌদ্ধ প্রচারক ফাউসাং নামক দেশে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার

করেন। তাহারা বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। চীন ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায় এই ফাউসাং চীন হইতে ১১২০০০০ গজ পূর্ব্বে অবস্থিত। জাপানবাসীগণ যাহাকে 'কৃষ্ণ সমুদ্র-স্রোত' বলে, তাহা ধরিয়া গমন করিলে চীন হইতে কালিফর্ণিয়া ঠিক তত দূরবর্ত্তী। মেক্সিকো দেশে এখনও বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্দেশ-বাসীগণ ইহাকে জাকা বলিয়া থাকে। শাকা হইতে যে জাকার উৎপত্তি তাহার আর সংশয় কি? হম্বোল্ড ও লাপ্লেস বলেন মেক্সিকো ও পুরাতন পৃথিবীর রাশিচক্র মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। তন্মধ্যে গর্দ্দভ ও ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গর্দ্দভ ও ব্যাঘ্র আমেরিকা সম্ভূত নহে তবে অবশ্যই এই রাশিচক্র পুরাতন পৃথিবী হইতে গৃহীত হইয়াছে।

এম. এ. ডি. কোয়াটারফেজেস্ বলেন আমেরিকায় কৃষ্ণ, শ্বেত ও পীত বর্ণের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে বিভিন্ন জাতি আসিয়া আমেরিকায় বাস করিতেছে। * তিনি আরো বলেন বৈয়ারিং প্রণালীর নিকট এসিয়া ও আমেরিকা অতি সন্নিকটে। আবার এই প্রণালীর মধ্যে সেন্টলরেন্স নামক দ্বীপ থাকাতে দুই দেশ আরো নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। চকচিগণ এখনও কামস্কাট্কা হইতে এলুসিয়ান দ্বীপে এবং তথা হইতে এলাস্কা গমন করিয়া থাকে। টেসানের সমুদ্র—স্রোত অবলম্বন করিয়া

* মানবজাতি নামক গ্রন্থ ২০১ পৃষ্ঠা।

জাপান হইতে কালিফর্ণিয়া ও আটলান্টিকের বৈষুবিক স্রোত দ্বারা আফ্রিকা হইতে আমেরিকায় অতি সহজেই গমন করা যায়। পূর্ব্বোক্ত তিনটি পথ অবলম্বন করিয়া এসিয়াবাসী আমেরিকায় গমনাগমন করিত। ইউরোপীয়গণ সকল বিষয়ে স্বীয় মৌলিকতার গর্ব্ব পরিহার করিতে না পারিয়া বলিয়া থাকেন "কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছেন।" কোথায় ১৪৯২ খৃষ্টাব্দ আর কোথায় বা ৭৫৮ খৃষ্টাব্দ যখন বৌদ্ধ প্রচারক আমেরিকায় ধর্ম্ম প্রচারে গমন করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খৃষ্ট ধর্ম্মের উপর সামান্য নহে। ডিন ম্যানসেল বলেন, আলেকজাণ্ডারের পর দুই শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ প্রচারকগণ মিসর দেশে গমন করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার থেরাপিউটিসগণ তাঁহাদের মত ও ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করেন।* সেলিং, স্কোপেনহর এবং ল্যাসেন এই মত সমর্থন করিয়াছেন। রেনান বলেন খৃষ্টের পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ প্যালেষ্টাইনে ধর্ম্মপ্রচার করেন। কোলব্রুক বলেন বৌদ্ধ ও পিথাগোরাসের মতে অনেক সাদৃশ্য আছে। মিলম্যান বিশ্বাস করেন থেরাপিউটিসগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। ফাইলো বলেন "সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন জিমনোসফিষ্টদিগের নিকট অনেক উপকৃত।" এই জিমনোসফিষ্টগণ বৌদ্ধ। প্যালেষ্টাইনের এসেনীসগণও বৌদ্ধদিগের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। এসেনীস সম্প্রদায় খৃষ্টের অন্যূন ১৫০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং

* নষ্টিক হেরেসিস ৩৬ পৃঃ

থেরাপিউটিস সম্প্রদায় আরো প্রাচীন। খৃষ্টের জন্মভূমি পালেষ্টাইনে বৌদ্ধমত, রীতি নীতি ও ক্রিয়া কলাপ বহুদিন হইতে আদৃত হইয়াছিল। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাহার অনেকগুলি ক্রিয়া কলাপ ও মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্যই বৌদ্ধ ও খৃষ্ট ধর্ম্মের ক্রিয়া কলাপে অনেক সাদৃশ্য আছে। এমন কি, জেমস্ ফারগুসন বলেন বৌদ্ধধর্ম্ম মন্দিরের অনেক আকৃতি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মন্দিরে অনুকৃত হইয়াছে। অধিক কথা কি বুদ্ধ স্বয়ং রোমান কাথলিক খৃষ্টানদিগের দ্বারা সেণ্ট জোসাফেট নামে প্রতিবৎসর ২৭শে নবেম্বর পূজিত হইয়া থাকেন। বুদ্ধ এইরূপে পশ্চিমে সুইডিস লাপলাণ্ড পর্য্যন্ত সম্মানিত হইয়াছিলেন।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধভিক্ষুর অসাধারণ ত্যাগস্বীকার, সর্ব্বভূতে অপার করুণা, যোগবল, উচ্চনীতি, জাতিভেদরূপ বৈষম্য নিবারণ, মহোৎসাহের সহিত প্রচার, উদার মত, অত্যাচারী ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে উত্থান ও রাজবল সম্মিলিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দেশ বিদেশে ছড়াইয়া ফেলিয়াছিল। ভিক্ষুগণ পার্থিব সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া কেবল ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচারে জীবনক্ষেপ করিতেছিল। যাহারা পুত্র কলত্রহীন তরুতল যাহাদের গৃহ, ছিন্ন চীবর খণ্ড যাহাদের বসন, ভিক্ষা যাহাদের উপজীবিকা তাহারা সমুদয় সংসার তুচ্ছ করিয়া অপর সর্ব্বপ্রকার চিন্তা বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল সাধন ও প্রচারে জীবন যাপন করিতেছিল। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ

বিদেশে বিজয় নিশান উড্ডীয়মান করিল। বৌদ্ধগণ প্রচারের অতি সুন্দর উপায় অবধারণ করিয়াছিলেন। তাহা দের এক দল মঠে বাস করিয়া ধ্যানধারণায় রত থাকিত। ধর্ম্মের উচ্চ বিষয় আলোচনা ও তৎসম্বন্ধীয় সন্দেহ ইত্যাদি নিরাকরণ তাঁহারাই করিতেন। আর এক দল সংসারীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তৃতীয়দল বিনয়ী বৌদ্ধ। সুতরাং দেখাইতেছে বৌদ্ধদের এক দল প্রচারক এবং অপর দল মঠে থাকিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। বৌদ্ধস্ত্রীলোকেরাও ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে রমণী ও শূদ্র ধর্ম্মশাস্ত্র ও বৈদিক ক্রিয়া হইতে বঞ্চিত। বৌদ্ধ সকলকে সমানরূপে ধর্ম্মদান করিতে লাগিল, সকল জাতীয় লোকেই প্রচারক হইল। পূর্ব্বাঞ্চলের অনেকে ব্রাহ্মণ বিরোধী, তাহারা আগ্রহের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বৌদ্ধধর্ম্ম রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে সাধারণ লোক রাজানুকরণ করিয়া বৌদ্ধ হইয়া গেল। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হওয়াতে ব্যক্তিগত আত্মোৎকর্ষ ও আত্মনির্ভর ও স্বাধীনভাব প্রবল হইল, পাপ করিলে তাহার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী এ বিশ্বাস দৃঢ় মূল হইয়া নৈতিক উন্নতি সাধন করিল, হিংসাদ্বেষ তিরোহিত হইয়া সর্ব্বজীবে প্রেম বিস্তৃত হইল, বাহ্য জগতের উপর অন্তর্জ্জগৎ জয় লাভ করিল। নিরামিষ ভোজন, মদ্যপান নিবারণ, দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ, আধ্যাত্মিক উন্নতি বিরোধী ক্রিয়া কলাপের ব্যর্থতা প্রতিপাদন, পৌরহিত্য

ও জাতিবিচ্ছেদ বিনাশ, বহুবিবাহ নিবারণ, স্ত্রীজাতির ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা, ভারতে একতা ও জাতীয় শক্তির উদ্দীপনা, দাক্ষিণাত্যে আর্য্য আধিপত্য বিস্তার, অসভ্য-দেশে সভ্যতার প্রবেশ প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মের সুমহান ফল।

বৌদ্ধধর্ম্ম নানা দেশে বিস্তৃত হইয়া পৃথিবীর মুখ পরি-বর্দ্ধন করিয়াছে কিন্তু স্বীয় জন্মভূমি ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দী রাজত্ব করিয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে দেশ হইতে বিদূরীত করিতে সমর্থ হয় নাই। ব্রাহ্মণ গণ হীনদশাগ্রস্ত হইয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। তাঁহারা অনেকে দেশ হইতে পলাইয়া দাক্ষিণাপথের অরণ্য-ভূমিতে আশ্রয় লইল এবং বন্য জাতিদিগকে ক্ষত্রিয়রূপে গ্রহণ করিয়া নূতন দেশে নূতন আধিপত্য বিস্তার করিল। রাজপুতগণ ক্ষত্রিয়বংশজ স্বীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণের সহায়তা করিতে অরম্ভ করিল এবং বাহুবলে বৌদ্ধবল পরাস্ত করিতে অগ্রসর হইল। ব্রাহ্মণ অনার্য্যদিগকে স্মৃতি উপদেশ ও তাহাদের দেবতা স্বীয় দেবতারূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত একীভূত হইয়া গেলন। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের মধ্যে নিত্য আমোদ, নিত্য উৎসব ও নানা প্রকার আড়ম্বর করিলেন, অশিক্ষিত লোকে সে আমোদ পাইয়া ব্রাহ্মণের অনুসরণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ ভক্তিমার্গ উপদেশ দিতে

লাগিলেন এবং ভক্তির মোহিনীমন্ত্রে দলে দলে লোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ পুরাণের সৃষ্টি করিয়া তাহা জন সাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যাখ্যা অপেক্ষা পুরাণের সুন্দর কাহিনী অধিকতর শ্রুতি সুখকর ও মন মুগ্ধকর, সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের জয় হইতে লাগিল। পৌরাণিক সহজবোধ্য ধর্ম্ম পাইয়া, সুন্দর দেব দেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া ইতর লোকে আবার ফিরিয়া বসিল। সুচতুর ব্রাহ্মণ অপর দিকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সুন্দর নীতিগুলি আত্মসাৎ করিল, বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভূত করিয়া লইল, বুদ্ধদেব বিষ্ণুর এক অবতার হইলেন। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মের পৃথক্ অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা আর রহিলনা। বৌদ্ধগণ এক ঈশ্বর প্রসাদ অস্বীকার করিয়া স্বভাবতঃ দুর্ব্বল তাহাতে আবার উদাসীনতা অবলম্বন করিল, বুদ্ধ ঘোষের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন বৌদ্ধগণ বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গমন করিলেন, ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম রক্ষা করিবার উপযুক্ত লোক রহিল না। আবার মতভেদ হওয়াতে বৌদ্ধগণ নানা দলে বিভক্ত হইয়া আরো দুর্ব্বল হইয়া পড়িল; তান্ত্রিক ভ্রষ্টাচার আনিয়া বৌদ্ধনীতি কলুষিত করিয়া ফেলিল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম আর ভারতে তিষ্ঠিতে পারিলনা।

আলেকজান্দরের সময় ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুর তুল্য সম্মান ছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ভিক্ষুর ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ যৌবন। ৪০০

[illegible] খৃষ্টাব্দে যখন চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন কাবুল হইতে মগধ পর্য্যন্ত বহু সংখ্যক চৈত্য ও মঠ দর্শন করেন কিন্তু হিন্দুদের মন্দির সংখ্যাও কম ছিল না। ৬২৯ হইতে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হিয়ন সাং ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহারি সময়ে কাশ্মীর, পঞ্জাবের পশ্চিম প্রদেশ, মগধ ও গুজরাটে বৌদ্ধধর্ম্মের একাধিপত্য ছিল এবং যেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজবলে বলবান সেইখানে হিন্দুগণের সমক্ষ অনেক হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছিল। হিয়ন সাঙ্গের সময় কানাকুব্জে শিলাদিত্য নামে প্রবল প্রতাপান্বিত বৌদ্ধ নরপতি রাজত্ব করিতেন। ৬৩৪ খৃঃ অব্দে শিলাদিত্য এক বৌদ্ধ সমিতি আহ্বান করেন। তাহাতে দক্ষিণ দেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ ভ্রষ্ট বলিয়া মীমাংসিত হয়। শিলাদিত্যের পর হিন্দুগণ কুমারিল ভট্ট ও তৎপর শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বৌদ্ধদিগকে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করেন; সারনাথ, বুদ্ধ গয়া প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ মঠগুলি ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। একাদশ শতাব্দীতেও কাশ্মীরের হর্ষদেব ও উড়িষ্যার স্থিরপাল বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহায় ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ আধিপত্য আর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন মুসলমান কাশ্মীর জয় করিল সেই হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতভূমি হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল। বুদ্ধদেব এ নশ্বর পৃথিবী হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম এখন কলঙ্কিত হইয়াছে

কিন্তু তাঁহার অতুলনীয় নীতি শাস্ত্র কেহই অদ্যাপি পরা[illegible] করিতে সমর্থ হয় নাই। যতকাল সৃষ্টি থাকিবে বুদ্ধদেবের প্রেম শাস্ত্র কেহ বিলুপ্ত করিতে সক্ষম হইবে না।

এই গ্রন্থ কলিকাতা মির্জাপুর ষ্ট্রীট ১৩ সংখ্যক ভব[illegible] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় ও প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় সম[illegible] প্রাপ্তব্য।